CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 19April, 2023 ■ আগরতলা ১৯ এপ্রিল, ২০২৩ ইং ■ ৫ বৈশাখ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যেও করোনার চোখ রাঙানি ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত ৬, সক্রিয় ১০

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিল।। সারা দেশের মতোই ত্রিপুরাতেও করোনার চোখ রাঙানি শুরু হয়েছে। গত কয়েকদিনে ত্রিপুরায় ১০ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। তাঁদের মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় ৬ জন করোনা সংক্রমিত হয়েছেন। স্টেট ডিসিজ সার্ভেইলেন্স অফিসার ডাঃ অন্তরা বণিক জানিয়েছেন, করোনার নয়া প্রজাতি মারণদায়ী নয়, তবে সংক্রমণ খুবই দ্রুত ছড়াতে সক্ষম। তাই, কোবিড বিধি মেনে চললেই ওই সংক্রমণের প্রকোপ থেকে বাঁচা সম্ভব হবে।

তিনি জানান, সম্প্রতি ঊনকোটি জেলায় ৫ জন, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় চারজন এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ১ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। তাঁদের মধ্যে একজনের মুম্বাই ভ্রমণের ইতিহাস রয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরা সরকার ইতিমধ্যে নমুনা পরীক্ষা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মূলত, ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রবেশ দ্বারে করোনার নমুনা পরীক্ষা বাড়ানো হবে। তিনি বলেন, ত্রিপুরা সরকার সকলের কাছে কোভিড বিধি মেনে চলার অনুরোধ জানিয়েছে।

তাঁর কথায়, দেশে চিহ্নিত করোনার নয়া প্রজাতি খুব দ্রুত সংক্রমণ ছড়াতে সক্ষম। তবে, স্বস্তির বিষয় ওই সংক্রমনে আক্রান্ত মৃত্যুর হার খুবই কম। তাই, সংক্রমণের গতি থামাতে হবে। এক্ষেত্রে, কোভিড বিধি মেনে চলা সবচেয়ে জরুরি, জোর দিয়ে বলেন তিনি। তাঁর মতে, মাস্ক পরিধান এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা ফের শুরু করতে হবে। এ-বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশিকা স্বাস্থ্য দফতর শীঘ্রই প্রকাশ করবে।

জেলা সার্ভেইলেন্স অফিসার শঙ্খ শুভ্র দেবনাথ জানিয়েছেন,

ঊনকোটি জেলার আরজিএম হাসপাতালে কোভিড সেন্টার ঘুরে গেখেন দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য আধিকারীকরা।

পেচারথল হাসপাতালে দুইজনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। তাঁরা সর্দি-কাশির সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিলেন। গত ১৫ এপ্রিল তাঁদের করোনার নমুনা পরীক্ষার পর রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। সাথে তিনি যোগ করেন, ওই দুই জনের পরিচিতদের সন্ধান করে করোনার নমুনা পরীক্ষায় একই পরিবারের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রক্তদানের চেয়ে বড় উপহার আর কিছু হয় না ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিল।। রক্ত ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। সকলের কাছে এই রক্ত হচ্ছে একটি অমূল্য সম্পদ। রক্তদানের চেয়ে বড় উপহার আর কিছু হয় না।

একজন রক্তদাতার রক্তদানের মাধ্যমে একজন নয়, আরও তিন-চারজন মানুষ উপক'ত হতে পারেন। আজ আগরতলার আইজিএম হাসপাতালের ড. বি আর আম্বেদকর মেমোরিয়াল নার্সিং স্কুলের সেমিনার হলে অল ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের পশ্চিম জেলা কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। রক্তদান শিবিরে মুখ্যমন্ত্রী রক্তদাতাদের সাথে মিলিত হয়ে তাদের উৎসাহ দান করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রক্তের কোনও ধর্ম, লিঙ্গ বা রাজনৈতিক রং হয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গরমে পুড়ছে দেশের বিভিন্ন রাজ্য লু-র সতর্কতা জারি আইএমডির

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল (হি.স.)।। বিহার থেকে রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ থেকে ওডিশা-মাত্রাতিরিক্ত গরমে পুড়ছে দেশের বিভিন্ন রাজ্য। বিভিন্ন রাজ্যে তাপমাত্রার পারদ ৪০ ডিগ্রিতেও পৌঁছে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে লু-এর সতর্কতা জারি করল ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। রোদের দহন জ্বালায় জ্বলছে শরীর।

সকাল হতে না হতেই চড়া রোদ। বেলা গড়ালে গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা। এই পরিস্থিতিতে দেশের ৯ রাজ্যে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করল আইএমডি। এই ৯ রাজ্যের মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গও। পাশাপাশি ওডিশা, বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, উত্তর প্রদেশ, পঞ্জাব, হরিয়ানা, সিকিমেও তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এই রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশে তাপমাত্রা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে বলে জানিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর।

পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি প্রতিবেশী রাজ্য ওডিশা, বিহারেও পারদ চড়ছে। ওডিশার একাধিক জেলায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি পার করেছে। বিহারের পরিস্থিতিও একই। সোমবার পঞ্জাব এবং হরিয়ানায় তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি বজায় ছিল। এই দুই রাজ্যে তাপপ্রবাহ চলবে বলে সতর্ক করা হয়েছে।

গা-জ্বালানো গরমে নাকাল কলকাতা-সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গ। একই অবস্থা উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলাতেও। গত কয়েক দিন ধরেই চলছে তাপপ্রবাহ। এই পরিস্থিতিতে অবশেষে আশার বাণী শোনাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। চলতি সপ্তাহেই গরমের দাপট কমতে পারে বলে পূর্বাভাস। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২২ এপ্রিল, অর্থাৎ শনিবার থেকে রাজ্যে ধীরে ধীরে কমবে তাপমাত্রা। মূলত, ২১ এপ্রিল, অর্থাৎ শুক্রবার থেকে আবহাওয়া পরিস্থিতির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সুপারি বোঝাই গাড়ি আটক কাঞ্চনপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিল।। কাঞ্চনপুর মূল সড়কের উপর শুকনাছড়া এলাকা থেকে ৮০ বস্তা সুপারি সহ একটি বোলেরো পিকআপ গাড়ি আটক করে পুলিশ।

উত্তর জেলার কাঞ্চনপুর মহকুমায় দশদা কাঞ্চনপুর মূল সড়কের উপর শুকনাচড়া সংলগ্ন এলাকা থেকে প্রবাদ ভোরে ৮০ বস্তা সুপারি সহ একটি বোলেরো পিক আপ গাড়িকে আটক করে থানায় নিয়ে জায়। এই ঘটনায় কাঞ্চনপুর থানার বড়বাবু উদ্যম দেববর্মাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান ভোরে বহি রাজ্য সুপারি পাচার কালের সময় পুলিশ গোপন খবরের ভিত্তিতে মাল বুঝাই গাড়িটিকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। চালককে জিজ্ঞাসাবাদ চালালে কোন ধরনের বৈধ নথিপত্র দেখাতে পারেনি। তাই গাড়িটিকে আটক করে কাঞ্চনপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

দাবদাহ থেকে স্বস্তি পেতে ডাবের জল। আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

রাজ্যজুড়ে তীব্র দাবদাহ, চাহিদা বাড়ছে ডাবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিল।। তীব্র দাবদাহে অতিষ্ঠ রাজ্যের জনজীবন। দাবদাহের তীব্রতা থেকে খানিকটা স্বস্তি পেতে ডাবের জল, তরমুজ সহ অন্যান্য ফল ও ঠান্ডা পানীয় পান করার প্রবণতা বাড়ছে প্রত্যেকের মধ্যেই।

রাজ্যজুড়ে চলছে প্রচন্ড দাবদাহ। গরম থেকে নিস্তার পেতে এবং শরীরকে সুস্থ রাখতে ডাবের জলের চাহিদা তুঙ্গে। যোগানের তুলনায় চাহিদা বেশি। ফলে দেখা দিয়েছে কৃত্রিম সংকট। এই সংকটেই ব্যবসায়ীরা ৫০ টাকার ডাব দাম বৃদ্ধি করে করেছে ১০০ টাকা। তাতেও গরম থেকে নিস্তার পেতে ক্রেতারাও ১০০ টাকা দরেই খাচ্ছেন ডাব।

শুধু ডাবের জলই নয়, আখের রস সহ তরমুজ ও অন্যান্য ফলের চাহিদাও বেড়েছে কয়েক গুণ বেশি। চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন ডাব ও ফল বিক্রেতারাও। রাজধানী আগরতলা শহরসহ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমবাসায় চুরি যাওয়া চারটি বাইক উদ্ধার গ্রেপ্তার তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিল।। আমবাসা থেকে চুরি হওয়া চারটি বাইক অমরপুর থেকে উদ্ধার করলো পুলিশ। সেইসাথে তিন বাইক চোরকে গ্রেপ্তার করত সক্ষম হয়েছে বীরগঞ্জ থানার পুলিশ ও আমবাসা থানার পুলিশ। আমবাসা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দেববর্মার নেতৃত্বে আরক্ষা কর্মীরা অমরপুরে এসে বীরগঞ্জ থানার পুলিশের সহযোগিতায় সোমবার রাতভর বীরগঞ্জ থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালায়।

আরক্ষা কর্মীরা মহকুমার কুড়মা ভিলেজের কাঞ্চন ছাড়ার শিবজয় রিয়াংয়ের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে দুইটি বাইক উদ্ধার করে। বাইক চোর শিবজয় রিয়াংকে আটক করে এবং শিবজয়ের বাড়ি থেকেই কুখ্যাত বাইক চোর গন্ডাছড়া মহকুমার জগবন্ধু পাড়ার বাসিন্দা প্রসেনজিৎ দেববর্মাকে গ্রেপ্তার করে। উভয় বাইক চোরকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে তদন্তকারী পুলিশ অফিসাররা মহকুমার গামাকো বাড়ির বিশ্বশক্তি জমাতিয়ার বাড়িতে হানা দিয়ে আরো একটি চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার করে।

পরে তিন বাইক চোরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী পুলিশ তিনঘরিয়া ভিলেজের এক বাড়ি থেকে আরও একটি বাইক উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। জানা গেছে বাইক চোর প্রসেনজিত দেববর্মা চুরি করা বাইকটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা, মামলা প্রত্যাহারের জন্য পুলিশের চাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিল।। নির্যাতিতা শিশু কন্যার মাকে হুমকি পুলিশের। স্বাক্ষর না করায় মহিলার মোবাইল ফোনটি নিয়ে যায় বলে পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ। গত ১২ মার্চ মতিনগর এলাকার প্রথম শ্রেণীর ছাত্রীকে তারকাটা বেড়ার ওপাড় থেকে ১০০ টাকার প্রলোভন দেখিয়ে ৬০ বছরের বৃদ্ধ দুলাল মিঞা সাইকেলে চেপে খামারহাটি এলাকার গভীর জঙ্গলে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে গিয়ে শিশুকন্যাটিকে বলপূর্বক ধর্ষণ করার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। কিন্তু শিশু কন্যাটির চিৎকারে এলাকার এক ব্যক্তি এগিয়ে আসলে দুলাল মিঞা সেখান থেকে গা ঢাকা দেয়। পরে সেই ব্যক্তি ছোট্ট শিশুটিকে মতিনগর এলাকায় তার পরিবারের হাতে তুলে দেয়। ছোট্ট শিশুটির পরিবারের পক্ষ থেকে আমতলি থানায় মামলা দায়ের করা হয়। আমতলি থানা পুলিশ নামে মাত্র দুইবার এসে তাকে গ্রেফতার না করতে পেরে এলাকায় যায়নি।

পরবর্তী সময়ে শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন সে মহিলার বাড়িতে এসে ছোট শিশুদের খোঁজখবর নেয়। কিন্তু আজ একমাস ছয় দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর আমতলী থানার পুলিশ কেন সেই ছোট্ট শিশুটির মাকে হুমকি দেয় মামলা প্রত্যাহারের জন্য। তারপর সাদা কাগজে স্বাক্ষর নিতে চায় পুলিশ। স্বাক্ষর না করায় মহিলার মোবাইল ফোনটি নিয়ে যায় বলে পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ।

জমি দখল করে নিচ্ছে আত্মসমর্পণকারী জঙ্গীরা, প্রতিবাদে কাঞ্চনপুরে সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিল।। কাঞ্চনপুর মহকুমার লালজুরি আর ডি ব্লকের অন্তর্গত কাঞ্চনপুর থেকে মাছমারা, মনু যাওয়ার রাস্তায় মনু মনপুই এলাকায় আত্মসমর্পণকারী বৈরী দলের প্রায় ১২৩৫ জন সদস্য রাজস্ব ও বন দপ্তরের প্রায় ২৮ একর ফরেস্ট রিজার্ভ ফরেস্ট ও এলাকাবাসির পাট্টা জায়গায় দখল করে নেয়। একই সঙ্গে বনাঞ্চলে থাকা প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন জাতের গাছ কেটে নেয়। বিগত ২৫ মার্চ থেকে শুরু হয় দখল করার কাজ।

কিন্তু প্রশাসনিক ভাবে ছিল না কোন হেলদোল। আত্মসমর্পণকারী জঙ্গিদের থেকে ছিল শচীন্দ্র রিয়াং। তার বাড়ি জম্পুই হিলের কাস্তালাং। জানা যায় ওই জায়গায় বর্তমানে আত্মসমর্পণকারী বৈরী দলের ৮০০ পরিবার ঘর তৈরি করেছেন। এমনকি সেন্টি পোস্ট বানিয়ে চলছে নজরদারী। সুত্রের খবর মিজোরাম থেকে নতুন করে আশা পরিবার যাদের বৈধ নথিপত্র নেই তারাও এক সঙ্গে মিশে এলাকায় ঘর তৈরি করছে। প্রশাসনের প্রতিনিধি দলের সদস্যরা এই জমি ছেড়ে দেওয়ার জন্য তাদের নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে কোন গাছ না কাটার পাশাপাশি ঘড় নির্মাণ না করতে বলেন। এই জমি দখল নিয়ে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘ দিন ধরে জটিলতা অব্যাহত রয়েছে। এই ঘটনা তাতে বাড়তি সংযোজন ঘটাল। অনুমোদন ছাড়াই এই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে আত্মসমর্পণকারী বৈরী গোষ্ঠীর সদস্যরা। এতে মহকুমার নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে। এদিকে এই ঘটনার জেরে সোমবার কাঞ্চনপুর থেকে আসা যাওয়া রাস্তার পেঁচারথল, মনু যাওয়ার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ড্রাগস বাজেয়াপ্ত পলাতক ব্যপারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ এপ্রিল।। দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় নেশা সামগ্রী বিক্রি করছেন এক যুবক। এমনটাই অভিযোগ এলাকাবাসীর। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে মঙ্গলবার সকালে বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ড্রাগস উদ্ধার করেছে পুলিশ। তবে বাড়ির মালিক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন।

জনৈক এলাকাবাসীর অভিযোগ, তেলিয়ামুড়া গামাইবাড়ি উত্তর শিবির এলাকার বাসিন্দা প্রতীক সরকার দীর্ঘদিন যাবৎ নেশা সামগ্রী বিক্রি করে আসছে। এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে বেশ কয়েকবার সতর্কও করা হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু প্রতীক তাতে কর্নপাত না করে উল্টো নেশার সাম্রাজ্য বিস্তার করে চলছিল। অবশেষে মঙ্গলবার সকালে তার বাড়িতে হানা দিয়েছেন স্থানীয় মানুষ।

এদিকে, এলাকাবাসীর উপস্থিতি টের পেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নবজাতকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ এপ্রিল।। খোয়াই নদীতে নবজাতক শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। তেলিয়ামুড়ায় শান্তিনগর এলাকায় শিশুর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ খবর পেয়ে ছুটে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়ার হাসপাতালে নিয়ে গেছে।

জনৈক এলাকাবাসী জানিয়েছেন, আজ সকালে গোলাবাড়ি এলাকায় এক ব্যক্তি খোয়াই নদীতে স্নান করতে গিয়েছিলেন। নদীতে নেমে দুর্গন্ধের হদিস পান তিনি। সামনে এগিয়ে গেলেই নদীতে আবর্জনার মধ্যে সদ্যোজাত শিশুর দেহ পড়ে থাকতে দেখতে পান। ওই খবর পেয়ে শান্তিনগর এলাকার লোকজন নদীর পাড়ে ছুটে যান। খবর পাঠানো হয় তেলিয়ামুড়া থানায়। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ছুটে এসেছে। জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, থানায় খবর আসে এক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বড়জলায় যান দুর্ঘটনায় মৃত্যু বৃদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিল।। মারুতি গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। ওই দুর্ঘটনাটি মঙ্গলবার দুপুরে বড়জলা এলাকায় ঘটেছে। গাড়ির চালক আহত বৃদ্ধাকে রাস্তা থেকে উদ্ধার করে জি বি হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানের কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তাঁকে মৃত বলে ঘোষনা করেন।

বৃদ্ধার পরিবারের জনৈক সদস্য জানিয়েছেন, রাস্তা পার হওয়ার সময় দ্রুতগামী এক মারুতি গাড়ি এসে আশুবালা সূত্রধর (৮৫)কে ধাক্কা দেয়। তাতে তিনি রাস্তার উপর ছিটকে পড়েন। ফলে তিনি গুরুতর আহত হন। পর্বতী সময়ে গাড়ির চালক তাঁকে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতাল নিয়ে যান। কিন্তু, হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তাঁকে মৃত বলে ঘোষনা দেন।

এদিকে খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে গেছেন বৃদ্ধার পরিবারের সদস্যরা। বৃদ্ধার পরিবারের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর কালোবাজারী রুখতে কড়া বার্তা খাদ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিল।। নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর কালোবাজারী এবং পাইকারি মূল্যের সঙ্গে খুচরো মূল্যের সামঞ্জস্য বজায় রাখার লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের নির্দেশে সদর মহকুমা প্রশাসনের তরফে প্রতিটি বাজারে ক্রেতা বিক্রেতাদের নিয়ে সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান শুরু হয়েছে।

রাজ্যের বিভিন্ন বাজারে দ্রব্যমূল্যের কালোবাজারি এবং পাইকারি বাজারের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যে খুচরো বাজারে পণ্য সামগ্রী বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছে সরকার। দপ্তরের মন্ত্রী এসব বিষয় নিয়ে খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক সহ মহকুমা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নিয়ে বৈঠক করেছেন। বৈঠক থেকে দপ্তরের মন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যে এবং পাইকারি বাজারের সঙ্গে খুচরো বাজারের মূল্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রতিটি বাজারে মহকুমা প্রশাসনের তরফ থেকে ক্রেতা বিক্রেতাদের নিয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করার জন্য।

খাদ্য মন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী সদর মহকুমা প্রশাসন ইতিমধ্যেই মহারাজগঞ্জ বাজার এবং বটতলা বাজারে ক্রেতা বিক্রেতাদের নিয়ে সচেতনতামূলক প্রচার কর্মসূচি সংঘটিত করেছে। মঙ্গলবার লেক চৌমুহনী বাজারে এ ধরনের কর্মসূচি সংঘটিত করা হয়। মহকুমা প্রশাসনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন এ ধরনের সচেতনতা মূলক কর্মসূচি প্রতিটি বাজারেই সংগঠিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার লেক চৌমুহনী বাজারে সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ডিসিএম সদর রঞ্জিত কুমার দাস। সুপারিনটেনডেন্ট অফ টেক্স হরিপদ রায় সহ অন্যান্যরা।

রাজ্য শাসনের স্মৃতিচারণ (তিন)

ত্রিপুরার রাজনীতিতে মুখ্যমন্ত্রিদের ভূমিকা

● পরিতোষ বিশ্বাস ●

ত্রিপুরার রাজনীতিতে মুখ্যমন্ত্রিদের এক বিশেষ ভূমিকা থাকে। দল সংগঠন মুখ্যমন্ত্রী নির্ভর হয়ে পড়ে। নৃপেন চক্রবর্তীর দীর্ঘ শাসনে দেখা গিয়েছে যে মুখ্যমন্ত্রী শেষ কথা বলার মালিক। তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য দলে ও সরকারে প্রবহমান ছিল। মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী এত ক্ষমতাধর থাকা সত্বেও তাঁর সাথে সাধারণ মানুষের যোগসূত্র ছিন্ন হয়নি। তাঁকে বাড়িতে রাতের বেলায় ফোন করলেও নিজেই কল রিসিভ করতেন এবং কথা বলতেন। মুখ্যমন্ত্রীর সাথে এই যে সহজলভ্যতা সেটা মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের মধ্যেও দেখা গিয়েছে। মানিক সরকারও রাতের বেলা নিজেই টেলিফোন ধরতেন। তখন মোবাইলের যুগ ছিল না। ল্যান্ডফোনই ছিল ভরসা। দিনেদিনেই তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। মুখ্যমন্ত্রীকে সরাসরি টেলিফোনে কথা বলা, আগের মত সহজসাধ্য নয়। এই যে রাজনৈতিক বিবর্তন তাতে মানুষের মধ্যে কিছুটা হলেও দুঃখ ও বেদনা গ্রাস করেছে। মুখ্যমন্ত্রী পদে অভিষিক্ত হয়ে নৃপেন চক্রবর্তী বলেছিলেন একটা পোস্টকার্ডে অভিযোগ জানালেই সরকার ব্যবস্থা নেবে। মহকুমাস্তরে বা গ্রামস্তরে মুখ্যমন্ত্রী যখন যেতেন তখন খানাপিনার সরকারি এলাহি ব্যবস্থা হত। নৃপেন চক্রবর্তী সেখানেও ক্ষোভ দেখাতেন। বলতেন সরকারি টাকার অপচয় চলবে না। কিন্তু, সময় যত গেছে দিন তত বদলেছে। সরকারি অর্থের মহোৎসব চালু রয়েছে। নৃপেন চক্রবর্তী এবং মানিক সরকার সারা দেশের মধ্যে ব্যতিক্রমী মুখ্যমন্ত্রী বলেই প্রচার। নৃপেন চক্রবর্তী কার্যতই ছিলেন সর্বহারা। ছিল না অর্থবল, ছিল না মাথা গুজার ঠাঁই। এতদিনের মুখ্যমন্ত্রী একেবারেই কপর্দকহীন। সারা ভারতবর্ষে নজির পাওয়া মুশকিল। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্যও ছিলেন সর্বহারা। এখানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীকে উদাহরণ হিসেবে দেখা যেতে পারে। তিনিও ছিলেন দারিদ্র লাঞ্ছিত। প্রধানমন্ত্রী হয়েও সাদাসিদে জীবন তিনি নিয়েছিলেন। আর ত্রিপুরায় নৃপেন চক্রবর্তী ও তাঁর ভাবশিষ্য মানিক সরকারের মাথা গুজার নিজস্ব ঠাঁই নেই। নেই অর্থবল ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স। মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার নিজের স্বচ্ছতার মধ্যে ছিলেন, কিন্তু তাঁর শাসনে দুর্নীতি অর্থ লুণ্ঠনের প্রতিযোগিতা চলছিল। রাতারাতি অনেকেই বিশাল অর্থবিত্তের মালিক হয়েছিলেন। অনেক কমরেড সর্বহারা নেতা রাতারাতি টাকার কুমির বনেছেন। তাঁরা নিজেরা স্বচ্ছতার প্রতিমূর্তি হলেও রাজ্যটাকে দুর্নীতিবাজদের হাতে সমর্পিত করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার নৃপেন চক্রবর্তীর মতো ত্যাগী সর্বহারা ছিলেন না। নৃপেনবাবু দীর্ঘ সময়ের মুখ্যমন্ত্রী থাকা সত্বেও তিনি সাধারণ একটি ঘরেই কাটিয়েছেন। কিন্তু মানিক সরকার অনেক বেশী সৌখিন ছিলেন। নৃপেন চক্রবর্তীর মতো সর্বহারার প্রতিমুর্ত্তি মানিক সরকার নন।

ক্ষমতা বিষম বস্তু। নৃপেন চক্রবর্তীর মত সর্বহারা নেতাও মুখ্যমন্ত্রিত্ব হারিয়ে নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারেননি। নৃপেন চক্রবর্তীকে সরিয়ে দশরথ দেবকে মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসানোর ফলশ্রুতিতে সিপিএমে ঝড় বয়ে যায়। বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে নৃপেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৯ ◻ সংখ্যা ১৮৭ ◻ ১৯ এপ্রিল ২০২৩ইং ◻ ৫ বৈশাখ ◻ বুধবার ◻ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

লিঙ্গনিরপেক্ষ বাহিনীতে পরিণত নৌসেনা

নারী ক্ষমতায়নের উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে নৌসেনা। তাহাদের এই সিদ্ধান্ত দেশের ইতিহাসে নজিরবিহীন বলিলেও ভুল হইবে না। সমস্যা নাই নারীদের যেভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা নারীদের স্বাধীনতা ও নারী শক্তির বিকাশে নিঃসন্দেহে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করিবে। সেই কারণেই এটি নৌসেনার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত! বিশেষ কমান্ডো বাহিনী 'মার্কোসে' এ বার মহিলারাও। এটি নিঃসন্দেহে ভারতীয় নৌবাহিনীতে মহিলাদের জন্য বিশেষ সুযোগ। অর্থাৎ নৌসেনার বিশেষ বাহিনীতেও এ বার যোগ দিতে পারিবেন মহিলারাও। ভারতীয় সেনার মধ্যে নৌসেনাই প্রথম, যাহাদের বিশেষ বাহিনীতে কমান্ডো হিসাবে মহিলাদের নিয়োগ করা হইবে। ইহা নৌসেনার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বটে! এক পদস্থ আধিকারিককে উদ্ধৃত করিয়া দাবি করা হইয়াছে, ভারতীয় সেনার মধ্যে নৌসেনাই প্রথম, যাহাদের বিশেষ বাহিনীতে কমান্ডো হিসাবে মহিলাদের নিয়োগ করা হইবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক নৌসেনার এক আধিকারিক জানাইয়াছেন, নৌসেনায় মহিলারাও আবার কমান্ডো পদে যেতে পারিবেন। তবে তাহার আগে কঠিন পরীক্ষা দিতে হইবে তাঁহাদের। কারণ, বিশেষ বাহিনীর প্রতিটি সদস্যকেই কঠিন অনুশাসনের মধ্যে কঠিনতম পরিস্থিতিতে প্রশিক্ষণ নিয়া নিজেকে তৈরি করিতে হয়। যাহা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। এ বার সেই দরজা খুলিয়া যাইতেছে মহিলাদের জন্যেও। তাঁহারা কমান্ডো হইতে চাইলে পাশ করিতে হইবে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা। সফল হইলেই নৌসেনায় কর্মরত যে কোনও মহিলা মেরিন কমান্ডোর বিশেষ বাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করিবার সুযোগ পাইবেন।নৌসেনার কমান্ডো বাহিনী পরিচিত মার্কোস নামে। যে কোনও কঠিন পরিস্থিতিতে শত্রুপক্ষকে নাস্তানাবুদ করিতে পারে এই বাহিনী। জল, স্থল, আকাশ- তিন জায়গাতেই সমান ভাবে লড়াই করিতে সক্ষম তাহারা। শত্রুপক্ষের উপর অতর্কিতে হামলা চালাইতে পারদর্শী হইয়া থাকে এই মার্কোস বাহিনী। সমুদ্রের বুকে যুদ্ধ করিবার পাশাপাশি জম্মু-কাশ্মীরের উলর লেকেও জঙ্গি মোকাবিলায় সফল মার্কোস কমান্ডোরা।সাধারণত ভারতীয় স্থল সেনা, বায়ুসেনা ও নৌসেনার স্পেশাল ফোর্সের আধিকারিকরা দেশের সেরা জওয়ান হইয়া থাকেন। মারাত্মক কঠিন প্রশিক্ষণের পর তাঁহাদের কাঁধে সাজিয়া ওঠে স্পেশাল ফোর্সের ব্যাজ। মানসিক, শারীরিক দিক থেকে এক চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিয়া যায় তাঁহারা। তাঁহাদের এতটাই কঠোর প্রশিক্ষণ হয় যে, একজন সাধারণ মানুষ তাহা চিন্তাই করিতে পারেন না। তবে জওয়ানদের সরাসরি স্পেশাল ফোর্সে নিয়োগ করা হয় না। চাকরিতে যোগ দেওয়ার পর কোনও জওয়ান স্বেচ্ছায় স্পেশাল ফোর্সে প্রশিক্ষণ নিতে চাইলে, তাঁহাকে সুযোগ দেওয়া হইবে। পরীক্ষায় পাশ করিলে তবেই ভারতীয় সুরক্ষা বাহিনীর এলিট স্পেশাল ফোর্সের সদস্য হইতে পারিবেন। এবার 'এলিট' বাহিনীতে যোগ দেওয়ার পথ প্রশস্ত হইল নারীদের সামনে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অপর এক নৌসেনা আধিকারিক জানান, বিশেষ অভিযান থেকে শুরু করিয়া বোমারু বিমান ওড়ানো, যুদ্ধজাহাজের দায়িত্বপালন, নৌসেনার সমস্ত শাখাতেই মহিলাদের অন্তর্ভুক্তি চলিতেছে। তাঁহার কথায়, নৌসেনা নিজেকে পুরোপুরি লিঙ্গনিরপেক্ষ বাহিনীতে বদলাইয়া ফেলিয়াছে।

পুড়িয়ে ফেলা নথির সিবিআই তদন্তকে স্বাগত জানালেন বিধায়ক শওকত

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল (হি. স.) : ভাঙড়ে পুড়িয়ে ফেলা নথির সিবিআই তদন্তকে স্বাগত জানিয়েছেন ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক তথা ভাঙড়ের পর্যবেক্ষক শওকত মোল্লা।

মঙ্গলবার তিনি এ প্রসঙ্গে সংবাদমাধ্যমকে বলেন, "সিবিআই এসে খুব ভাল করেছে। আমরা চাই তদন্তের মাধ্যমে সত্য উদ্‌ঘাটিত হোক। গোয়েন্দারা এসে বিষয়টি দেখছেন, এটা খুব আনন্দের। ওঁরা যে এসে নিজেরাই আগুন নিভিয়ে নথি সংগ্রহ করে তা খতিয়ে দেখছেন, এতে আমাদের কোনও অসুবিধা নেই। আমাদের দিক থেকে যদি কোনও সহযোগিতা ওঁরা চান, আমরা নিশ্চিত ভাবেই সহযোগিতা করব। কে বা কারা কোথা থেকে এই কাগজ নিয়ে এসেছেন, তদন্ত করলেই তা পরিষ্কার হবে।"

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার সকালে আচমকাই খবর ছড়ায়, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে প্রচুর নথি। খবর শুনেই ছুটে যান সিবিআই আধিকারিকরা। অর্ধেক জ্বলে যাওয়া নথি সংগ্রহ করছে তাঁরা। কোন সত্য গোপন করতে কোন গুরুত্বপূর্ণ নথি জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছিল, তা খতিয়ে দেখছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা।

শুভ্রাংশুর অভিযোগ পেয়েই বিজেপি নেতাকে থানায় তলব

কলকাতা ১৮ এপ্রিল (হি. স.) : দিল্লি গিয়েছেন মুকুল রায়। তাঁর রাজধানী-যাত্রায় 'রহস্য' দেখছেন পুত্র শুভ্রাংশু। এ নিয়ে তিনি থানায় অভিযোগও করেছেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে মঙ্গলবার বিজেপির দক্ষিণ দমদম মণ্ডলের নেতা পীযূষ কানোরিয়াকে তলব করে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ।

তলব পেয়ে মঙ্গলবার পীযূষবাবু থানায় পৌঁছন। সেখানে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। মুকুল যখন বিজেপিতে ছিলেন, তখন তাঁর ঘনিষ্ঠ হিসাবে পরিচিত ছিলেন পীযূষবাবু।

বিধাননগর পুলিশ সূত্রের খবর, মুকুল রায়ের দিল্লিযাত্রার পিছনে পীযূষবাবু যুক্ত। কিছু সূত্র মারফত পুলিশ বিষয়টি জানতে পেরেই ডাকে পীযূষবাবুকে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। যদিও পীযূষবাবু এই ঘটনার সঙ্গে তাঁর জড়িত থাকার কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন সোমবার সন্ধ্যায় কলকাতা থেকে বিমানে পৌঁছন মুকুল। যদিও তাঁর পুত্র শুভ্রাংশু বাবার 'নিখোঁজ' হয়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ করে এয়ারপোর্ট ও বীজপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। মঙ্গলবার এ নিয়ে একটি সাংবাদিক বৈঠকও করেন শুভ্রাংশু। সেখানে তিনি বলেন, "আমি এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষ এবং থানাকে চিঠি লিখেছি। জানিয়েছি, দু'জন আমাকে না জানিয়ে বাবাকে নিয়ে চলে গিয়েছে। আমি এরায়পোর্টের ম্যানেজার এবং থানার আইসিকে বলেছিলাম, বাবাকে বিমান থেকে নামিয়ে আনতে। কিন্তু তা হয়নি।"

নাগরাকাটায় লোকালয়ে দলছুট হাতির হানায় জখম ষাটোর্ধ ব্যক্তি

নাগরাকাটা, ১৮ এপ্রিল (হি. স.) : জলপাইগুড়ির নাগরাকাটার সুলকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত খয়েরবাড়ি গ্রামে হাতির হামলায় গুরুতর জখম ষাটোর্ধ এক ব্যক্তি। মঙ্গলবার ভোরে ঘটনাটি ঘটে ওই গ্রাম লাগোয়া গুরুংখাস এলাকায়। বর্তমানে সামসুল হক জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন বলে জানা গিয়েছে। দলছুট হাতির হামলায় এলাকার ললিত ছেত্রী নামে এক ব্যক্তির রান্নাঘরও ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

স্থানীয় সূত্রেই জানা গিয়েছে, আর পাঁচটা দিনের মতো এদিন সামসুল সহ আরও কয়েকজন প্রাতর্ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। যে এলাকায় হামলার ঘটনাটি ঘটে সেটি টানাটানি নামে একটি নদী লাগোয়া। হাতিটি এলাকার বাঁশঝাড়ের আড়ালে ছিল। ফলে কেউই বুনোটির অস্তিত্ব সম্পর্কে ঠাওর করে উঠতে পারেনি। হেঁটে কাছাকাছি আসতেই নাগালের মধ্যে পেয়ে সামসুলকে শুঁড় দিয়ে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় বেপরোয়া হাতি। তাঁর সঙ্গে থাকা অন্যরা কোনওক্রমে দৌঁড়ে পালিয়ে নিজেদের জীবন রক্ষা করেন। এরপর ঢুকে পড়ে পাশের ললিত ছেত্রীর বাড়ি। দুরমুশ করে পরিবারটির রান্নাঘর। সেসময় খুব কাছেই ছিলেন খয়েরবাড়ির আমিনুল হুসেন নামে এক যুবক। তিনি বলেন, 'সবে রমজানের সেহরাই সেরে বাড়ির বাইরে এসেছি। এমন সময় কাছেই থাকা হাতিটির চিৎকার শুনতে পাই। সেসময়ই সামসুলের ওপর সেটি হামলা চালায়।

চিন্তার স্বাধীনতা, বিশ্ববিদ্যালয় ও গণমাধ্যম

সৌমিত জয়দ্বীপ

চিন্তায় ও বুদ্ধিবৃত্তিতে উন্নত হতে চায় যে সমাজ ও রাষ্ট্র, তার অবশ্য কর্তব্য হলো নাগরিকের স্বাধীন মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করা। শুধু সুনিশ্চিত করলেই হবে না। আদর্শিকভাবে বোধ করতে হবে যেন শাসকের তরবারি কোনভাবেই, ভুলক্রমেও, এই স্বাধীনতার প্রতি অশ্রদ্ধাশীল ও নিবর্তনমূলক না হয়। আর এজন্য রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য হলো দুটি প্রতিষ্ঠানকে চূড়ান্ত স্বাধীনতা প্রদান করা এবং এদের কাজের এখতিয়ারের মধ্যে নাক না গলানো। একটি হলো, গণমাধ্যম; অপরটি, বিশ্ববিদ্যালয়।

সমাজ ও রাষ্ট্রে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার দুই আধার হলো বিশ্ববিদ্যালয় ও গণমাধ্যম। ছোটবেলায় পড়তাম, 'সংবাদপত্র তথ্যের পাওয়ারহাউজ'। বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে বুঝলাম, 'বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞানের পাওয়ারহাউজ'। তথ্য- সংযোগের প্রতি মানুষের আগ্রহ প্রবৃত্তিগত। অবাধ তথ্য-প্রবাহকে কাজে লাগিয়ে মানুষ নানা বিচার-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে জ্ঞানের জগতে প্রবেশ করতে চায়। সেই জ্ঞানকে কাঠামোবদ্ধ বৈজ্ঞানিকভিত্তিতে প্রকাশ করার স্বাধীনতা দেয় বিশ্ববিদ্যালয়। ফলে, দেখা যাচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয় ও গণমাধ্যমের সম্পর্ক মূলত একটি সম্পূরক-সম্পর্ক।

বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ তথা পুরো পৃথিবীর জন্যই নিত্যনতুন জ্ঞান সৃজনে ব্রত থাকবে; তার কাজটা প্রাত্যহিক গবেষণার, তবে ফলাফলটা সুদূরপ্রসারী। গণমাধ্যম জনগণের নৈমিত্তিক আশা- আকাঙ্ক্ষা, সংকট ও সম্ভাবনার কণ্ঠস্বর; প্রতিদিনই তাকে নিত্যনতুন বিষয়ে কথা বলতে হয়; তাই তার কাজের প্রতিক্রিয়াও হয় তাৎক্ষণিক।

'বিশ্ববিদ্যালয়' ধারণাটির সঙ্গে স্বায়ত্তশাসন, চিন্তার স্বাধীনতা, মুক্তবুদ্ধির চর্চা বিষয়গুলোর এক নিবিষ্ট সম্পর্ক ও যোগাযোগ রয়েছে। রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের এ অধিকার স্বোপার্জিত। চিন্তার স্বাধীনতা না থাকলে বিশ্ববিদ্যালয় নতুন জ্ঞান সৃজন ও বিকাশে কোনোভাবেই ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করতে পারবে না। সঙ্গত কারণেই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আমাদের রাষ্ট্রনির্মাতারা এদেশের চারটি প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়কে ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের বলে স্বায়ত্তশাসন উপভোগের অধিকার দিয়েছিলেন। বাধ্য হয়ে দিয়েছিলেন, ব্যাপারটা এমন নয়। দিতেই হতো। কেননা, বিশ্ববিদ্যালয়- ব্যবস্থার আদি- অন্ত যে ইতিহাস, তাতে বিশ্ববিদ্যালয়কে জ্ঞানচর্চার অবাধ স্বাধীনতা না দিলে তার পক্ষে ক্রিটিক্যাল ও র‍্যাশনাল হওয়াটা দুষ্কর।

সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে সেই অধিকার চর্চা করতে দেওয়া সেদিন যেমন জরুরি ছিল, স্বাধীনতার ৫২ বছর পরেও আজ তা সমান জরুরি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যেমন জরুরি, ঠিক তেমনই জরুরি গণমাধ্যমকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেয়া। বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ ধারা 'চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক-স্বাধীনতা'য় বলা হয়েছে, "(১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তাদান করা হইল।... ২(ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাকও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং ২(খ) সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।" সংবিধানের এটি একটি মৌলিক অধিকারের ধারা এবং রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের সর্বোত্তম চেষ্টা থাকা উচিত এই ধারার সম্মানকে অক্ষু রেখে এর মর্মবাণীকে অনুধাবন করা। কিন্তু, বাংলাদেশ রাষ্ট্রে 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন' নামক এমন একটি ভীতি জাগানিয়া আইন করে রাখা হয়েছে, যা সংবিধানের মৌলিক অধিকারেরই পরিপন্থী। এর আগে ভীতি জাগিয়েছে আইসিটি আইনের কুখ্যাত ৫৭ ধারা, এখন ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট (ডিএসএ)। এর শিকারে পরিণত হয়েছেন বহু মানুষ। মূখ্যত স্বাধীন মত প্রকাশের দায়ে। কিন্তু, এতবার এত এত জায়গা থেকে জনদাবি ওঠার পরেও নিবর্তনমূলক এই আইনটি সংহারের কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর 'কপাল' ভালো যে, প্রতিষ্ঠান হিসেবে এই আইনের খপ্পরে তাদের পতিত হতে হয়নি। যদিওবা বিচ্ছিন্নভাবে কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের কারও কারও ওপর ডিএসএ-এর প্রয়োগ হয়েছে, তবে দুঃখের মধ্যে সত্য এই যে, বিশ্ববিদ্যালয় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কখনই এই আইনের বিরুদ্ধে একটা কথাও বলেনি। ব্যক্তিগতভাবে অনেক শিক্ষকই হয়তো বলছেন এখনও, কিন্তু, বিশ্ববিদ্যালয় বলেনি, এটা বেশ চোখে পড়ার মতো ঘটনা। ঘটনা, কারণ, একটা নিবর্তনমূলক আইন যে রাষ্ট্রের নাগরিকদের টুঁটি চেপে ধরছে এবং বাকও চিন্তার স্বাধীনতার মৌলিক অধিকারটি যে এই আইন বাবদ খর্ব হচ্ছে, সেটা 'মুক্তবুদ্ধি চর্চার আধারক্ষেত্র' বিশ্ববিদ্যালয় আমলেই আনেনি।

না-আনার কারণও আছে। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নব্বইয়ের স্বৈরাচার পতনের পর সৃষ্টি হওয়া তথাকথিত 'গণতান্ত্রিক' সরকার ব্যবস্থায় এতটাই দলান্ধ হয়ে পড়েছে যে, তাদের নিজেদের ভূমিকা পার্টি-সভ্যদের তুলনায় আলাদা করা যায় না। ফলে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এ সময়ে যতটা শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে, তার চেয়েও অনেক বেশি নিয়োগ হয়েছে 'সম্ভাবনাময় পার্টিসভ্য'। বিশ্ববিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক চর্চাবোধ প্রায় বিলুপ্ত এক প্রজাতিতে পরিণত হয়েছে। প্রশাসন হয়েছে 'হীরক রাজা'। ফলে, সর্বৈব এক বুদ্ধিবিলোপ রেজিমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দিব্যি নিজেদের চালিয়ে নিচ্ছে। এমন এক পরিস্থিতিতে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে প্রায় আকাশচুম্বি এক প্রত্যাশা নিয়ে হাজির হয়েছি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থা বদলানোর কথা বলবে!

সেই প্রত্যাশা আমরা করতে পারি। কেননা, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়-ব্যবস্থা পুরো উপমহাদেশেই এক অন্য উচ্চতায় আসীন হয়ে আছে। যার গুরু হলো পূর্ববঙ্গ তথা বর্তমান বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন উচ্চশিক্ষার বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ব্রিটিশ কলোনিয়াল রেজিমে প্রতিষ্ঠিত ২২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ১৩তম বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কিন্তু ছিল প্রায় সব অর্থেই অন্যরকম। শুরুতে ১৯১২ সালের নাথান কমিটি এবং পরে ১৯১৭-১৯১৯ সালের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বা স্যাডলার কমিশনের সুপারিশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় উপমহাদেশের প্রথম ডিগ্রিপ্রদানকারী (অ্যাফিলিয়েটেড) আবাসিক ও একাডেমিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসাইটে উপাচার্য অধ্যাপক রমেশ চন্দ্র মজুমদার লিখেছিলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে আদর্শ এবং উচ্চমান স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এ দেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে তা বিরল।' কথাটা অধ্যাপক আরসি মজুমদার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাপদ্ধতি প্রসঙ্গে বলেছিলেন। কিন্তু, কথাটা আরও নানাপ্রসঙ্গেই প্রযোজ্য।

যদিওবা ১৯২৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তনে লর্ড রিপন বলেছিলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হলো বঙ্গভঙ্গ রদের 'রাজকীয় ক্ষতিপূরণ', তথাপি এ কথাও উল্লেখ করতে হবে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য স্যার পিজে হার্টগ বলেছিলেন ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যাশা, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতে এক মডেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা পালন করবে।' সেটা করতে গিয়ে স্যার হার্টগ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাপদ্ধতিকে 'যান্ত্রিক' আখ্যা দিয়ে এখানে বেশ কয়েকটি নিয়ম চালু করেছিলেন (যেমন: দুই পরীক্ষক পদ্ধতি, নম্বরের পার্থক্য শতকরা দশের বেশি হলে তৃতীয় পরীক্ষক, পরীক্ষার খাতায় নম্বর না দেয়া, মৌখিক পরীক্ষা, বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দ্বারা ফল নির্ধারণ ইত্যাদি), যেগুলোর প্রায় সবগুলোই আজও বাংলাদেশে প্রচলিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আদর্শ' হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন শিক্ষকবৃন্দ। উপাচার্য হার্টগ প্রায় বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন শিক্ষক নিয়োগে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শুরুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করলেও, শিক্ষক নিয়োগে পরে যথেষ্ট প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখার্জী। তথাপি, মূল কৃতিত্বটা অবশ্যই হার্টগের।

১৯২০ সালের আগস্টে ভারতের গভর্নর জেনারেল উপাচার্য হার্টগকে লেখা এক চিঠিতে অনেক পরামর্শের ভেতরে প্রথম যে বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন, সেটি ছিল শিক্ষক নিয়োগ। সেখানে তিনি বলেছিলেন, 'এ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত গৎবাঁধা চাকরির যে নিয়মনীতি তা থাকবে না।' ওই চিঠিতে গভর্নর জেনারেল বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের নিয়োগের ব্যাপারেও প্রস্তাব করেছিলেন। সৈয়দ আবুল মকসুদ লিখেছেন, 'শিক্ষক নিয়োগে হার্টগ গভর্নরের সব সুপারিশ বা অনুরোধ রক্ষা করেননি। অ্যাকাডেমিক কৃতিত্ব নেই এমন কাউকে তিনি নিতে চাননি।... হার্টগ গুরুত্ব দিচ্ছিলেন অ্যাকাডেমিক পাণ্ডিত্যের ওপর।'

পৃথিবীর প্রায়-বিরল বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহসী চৈতন্যের বুকে জন্ম নিয়েছে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বপ্নসৌধ। সেটা ছিল একটি গভীর রাজনৈতিক প্রশ্ন এবং রাষ্ট্রশক্তিকে চ্যালেঞ্জ করতে পারার প্রশ্ন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ওই চ্যালেঞ্জকে অতিক্রম করতে পেরেছিল এবং সমগ্র জাতিকে পথ দেখিয়েছিল। ওই যে চ্যালেঞ্জ করতে পারার সক্ষমতা, ওটা ছিল আসলে স্বাধীন মত প্রকাশ করতে পারারই সমানুপাতিক। স্বাধীনচিন্তার পথ উন্মুক্ত না হলে, চিন্তামুক্তির আস্বাদ না পেলে, মানুষ শেষ পর্যন্ত রুখে দাঁড়াবেই। আর সেই রুখে দাঁড়ানোর লড়াইটা শেষ পর্যন্ত গিয়ে স্বাধীকারের আন্দোলনেই রূপ নেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাপ্তি দিয়ে তা অনুধাবন করতে পেরেছিল। সেই বুদ্ধিবৃকি সাংস্কৃতিক চেতনার গুণেই ১৯৫২ বা ১৯৬২ বা ১৯৬৯ সালের সৃষ্টি হয়েছিল।

আমরা মজ্জাগতভাবেই স্বাধীনচিন্তাপন্থী। আর এই শিক্ষাটা, মূখ্যত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেয়েছি। অথচ, আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি গণমাধ্যমের স্বাধীনতার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে গেল, এ বড় বিস্ময়কর ঘটনা স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য!

ধরে নিলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি কিংবা তাদেরকে অনুসরণ করে আরও যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি বিবৃতি দেওয়ার সম্ভাব্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তারা গণমাধ্যমের স্বাধীনতার বিপক্ষে দাঁড়াননি বা দাঁড়াবেন না, তারা মূলত একটি জাতীয় দৈনিকের 'রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতা'র বিপক্ষে দাঁড়াচ্ছেন। কিন্তু, তাদের যুক্তি এত অসাড় যে, তারা নিজেরাও চাইলে দৈনিক প্রথম আলোর ওই প্রতিবেদনটিকে কোন মেরিটেই 'রাষ্ট্রবিরোধী' প্রমাণ করতে পারবেন না। তবে, সবচেয়ে দুঃখজনক হলো, একদম শেষ লাইনটিতে তারা লিখেছেন, 'উক্ত সংবাদপত্রসহ সংশ্লিষ্ট সকলের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ায় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানাচ্ছি।' সন্দেহাতীতভাবেই ওই বিবৃতিতে ভাষিক ও ব্যাকরণগত ত্রুটি আছে (সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ নিয়ে সরব), বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছে এমনটা অনভিপ্রেত ও অপ্রত্যাশিত হলেও, সেটা আমাদের এ আলোচনায় গৌণ বিষয়। বিবৃতিটির মূলভাব যদি আমি যথার্থ বুঝে থাকি, তা হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি মুখ্যত সরকারের কাছে নালিশ জানাচ্ছে যেন আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়। উহ্য থাকলেও, সেই আইন যে 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন' সেটা হয়তো তারা স্বীকার করবে না। কিন্তু, মর্মবাণীটা ওটাই। যে আইনেই তারা এই বিচারটা চান না কেন, তাদের অবস্থানটা এজন্য ন্যাক্কারজনক যে, তারা পরিপূর্ণভাবে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার বিপক্ষে দাঁড়ালেন এবং পরোক্ষে একটা নিবর্তনমূলক আইনের পক্ষে কথা বললেন। ভাবা যায়, একটি বিশ্ববিদ্যালয়, তাও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন রীতিমতো আনুষ্ঠানিকভাবে এই কাজটা করলেন! বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা কত বড় পার্টিজেন হয়ে গেছেন, এই বিবৃতিটি পড়লেই সেটা সাদা চোখে বোঝা যায়।

বাংলাদেশের গণমাধ্যমের নানা সংকট আছে। তার মধ্যে জনগণের প্রকৃত কণ্ঠস্বর হয়ে উঠতে না পারাও একটি। সঙ্গে সাংবাদিকতা পেশার পেশি দেখানোর একটি "সফট পাওয়ার"ও কেউ কেউ লালন করেন। লেজুড়বৃত্তি গণমাধ্যমকেও আর নিরপেক্ষ থাকতে দিচ্ছে না। এই ইস্যুতেই যেমন খোদ 'এডিটরস গিল্ড' একবার গণমাধ্যমের পক্ষে কথা বলেও, একদিন পরেই ইউটার্ন নিয়েছে।

বলাবাহুল্য, দৈনিক প্রথম আলোর ভূমিকা নিয়েও সরকারের ভেতরে নানারকম প্রশ্ন বরাবরই আছে। এর একটি তো রাষ্ট্রবিদিত যে, সুশীল এলিটদের সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে পত্রিকাটির ভূমিকা নিয়ে সরকার বরাবরই উচ্চকিত। কিন্তু, তাই বলে, স্বাধীনতার দিনে 'মাছ, মাংস ও চাইলের স্বাধীনতা লাগব' নামের একটি সংবাদ প্রতিবেদনের জন্য (যেসব যুক্তি দেওয়া হচ্ছে, সেগুলো এখানে আর খণ্ডন করতে চাইছি না), একজন সাংবাদিককে সাজার মুখোমুখি করতে হবে! আর সেখানে কি না সমর্থন জুগিয়ে যাচ্ছে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি!

ওই শিক্ষকরা কি ভুলে গেলেন, মত প্রকাশের ক্ষেত্রে ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের কথা, ১৯৭২ সালের সংবিধান উল্লিখিত মৌলিক অধিকারের কথা? ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত 'মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র'-এর ১৯ ধারাতেও তো গণমাধ্যমের মত প্রকাশের স্বাধীনতার কথা স্পষ্ট বলা আছে। ঊনিশ শতকের বিশের দশকে মুসলিম সাহিত্য সমাজের 'শিখা পত্রিকা'র প্রতি সংখ্যায় লেখা হতো: 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি যেখানে অসম্ভব।' বিশ্ববিদ্যালয়ের কি এসব কথার মর্মবাণীকে বোধবুদ্ধিতে আনার প্রয়োজন নেই? নাকি, পার্টিসভ্যর মতো আচরণই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মূল অভিপ্রায়? ২০১৫ সালে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের এক যুগান্তকারী রায় আছে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার পক্ষে। শ্রেয়া সিংহল বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়ার মধ্যকার সেই মামলায় ভারতীয় ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যাক্ট ২০০০-এর ৬৬ এ ধারাকে (সঙ্গে ধারা ৭৯) ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট অসাংবিধানিক বলেছিলেন এ জন্য যে, ভারতীয় সংবিধানের ১৯(১)(এ) এবং ১৯(২) ধারায় প্রদত্ত 'ফ্রিডম অব স্পিচ'-এর সঙ্গে তা সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। আজকে বাংলাদেশের মানুষ যখন বাকস্বাধীনতার পক্ষে কথা বলছে, ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট বাতিলের কথা বলছে, তখন পার্শ্ববর্তী দেশের এ দৃষ্টান্তের দিকে বাংলাদেশের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তাকালেন না। অথচ, অন্যান্য অনেক বিষয়েই তারা বিবৃতিতে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন।

মনে হচ্ছে, চলমান যে ইস্যুটি এত বড় হয়ে উঠল, তার কারণ, নানাভাবে সরকারকে এ ব্যাপারে উস্কানি দেয়া হয়েছে। গণমাধ্যম দীর্ঘদিন ধরে না-থাকা শক্তিশালী বিরোধী দলের কিছুটা হলেও বিকল্প বাংলাদেশে। গণমাধ্যমের দায়িত্বও মূলত তাই। কিন্তু, এই যে একটা 'বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সূচ্যগ্র মেদিনী' লড়াই বেধে গেল, সেটা যতটা না রাষ্ট্র বা সরকারের সঙ্গে 'প্রথম আলো'র তার চেয়েও অনেক বেশি মূলত রাষ্ট্রের সবচেয়ে শক্তিশালী পার্টি বনাম "ফোর্থ এস্টেট" গণমাধ্যমের। আর এর মধ্যেই হুট করে প্রবেশ করে ফেলল রাষ্ট্রের সবচেয়ে শক্তিশালী বিশ্ববিদ্যালয় তথা তার শিক্ষক সমিতি! বয়ান দিচ্ছে পার্টিজেনের মতো, বিপক্ষে যাচ্ছে স্বাধীন মত প্রকাশের। কী তাজ্জব!

লেখাটা শেষ করি স্যার আশুতোষ মুখার্জীর কথা দিয়ে। তাঁর মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা-সচেতন উপাচার্য সম্ভবত ভারতবর্ষের ইতিহাসেই আর কেউ আসেননি। ১৯২২ সালের ২ ডিসেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সিনেট সভার সভাপতির ভাষণে তিনি যে কথাগুলো বলেছিলেন, তা যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়ালে দেয়ালে লিখে রাখা যেতে পারে, তাতে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপথে যাওয়ার মতিভ্রম কিছুটা হলেও সংকুচিত হয় আর কী! তাঁর কথা পড়া যাক (অনুবাদ বর্তমান লেখকের):

"আমার শরীরে একবিন্দু রক্ত থাকতে আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অবমাননার কোনো কাজে অংশগ্রহণ করব না। এ বিশ্ববিদ্যালয় দাস উৎপাদনের কারখানা হবে না। আমরা সত্যচিন্তা করতে চাই। আমরা স্বাধীনতার শিক্ষা দিতে চাই। আমরা উঠতি প্রজন্মকে উচ্চ ও নৈতিক মানোন্নয়নের চিন্তা- ভাবনায় অনুপ্রাণিত করব। আমরা সরকারি সচিবালয়ের অংশ হব না... আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্যদের অনুরোধ জানাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকারের পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য। বাংলার সরকারকে ভুলে যান, ভারত সরকারকে ভুলে যান। আপনাদের আলমা মাতের প্রকৃত সন্তান হিসেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটর হিসেবে আপনাদের দায়িত্ব পালন করুন। স্বাধীনতা প্রথম, স্বাধীনতা দ্বিতীয়, স্বাধীনতা সর্বদা এছাড়া অন্যকিছু আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না।" দুঃখজনক হলেও সত্য যে, 'আজকে সেই রামও নেই, সেই অযোধ্যাও নেই!'

বাংলা বানান নিয়ে কিছু কথা

মাসুদ আনোয়ার

সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে নেওয়ার আগে কিছুদিন জীবন বিমার দালাল হিসেবে ক্যারিয়ার গড়ার চেষ্টা করেছিলাম। আমার এক আত্মীয় সরকারি বিমা অফিসের বড় কর্মকর্তা। তার মাধ্যমে দালালিতে হাতে খড়ি। ভদ্রলোক প্রথম দিন আমাকে হাতে কলমে বিমা সম্পর্কে জানানোর চেষ্টা করলেন। সেখানে লিখলেন, "বিমার বিভিন্ন ধরন আছে। একধরনের বিমা হলো "আজীবন" বিমা।"

আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, "আজীবন মানে? শব্দটা সম্ভবত "আজীবন" হবে, কী বলেন?" ভদ্রলোক একটু থেমে গিয়ে বললেন, "হতে পারে। কিন্তু আমরা তো বানান শিক্ষার আসরে বসিনি। আমরা বিমা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করছি।" তারপর একটু থেমে যোগ করলেন, "বাংলা আমাদের ভাষা। ভুল বানানে লিখলেও আমরা বুঝতে পারি। খেয়াল রাখবে ইংরেজি বানানটা যেন ভুল না হয়।" মোক্ষম কথা। অগত্যা চুপ করে গেলাম।

বাংলায় বানান ভুলের এ মহড়া সর্বত্র। এমনকী বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষকরাও এ মহড়া থেকে মুক্ত নন। আপনি যদি লেখেন, "সে ভাত খাই", তাহলে তেমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। কিন্তু ইংরেজিতে লেখেন, তাহলে কিছু বিদ্রুপ আর বকুনি ধেয়ে আসবে ভিমরুলের মতো। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো আপনি বাংলা বানান ভুল করে তেমন একটা লজ্জা পাবেন না, কিন্তু ইংরেজি বানান ভুল করলে লজ্জায় মাথা নিচু করে ফেলবেন।

এটা হলো আমাদের দাস্য মনোভাবের একটি প্রমাণ। ব্রিটিশ আমলে যেমন যে যত বেশি ইংরেজি বলতে বা লিখতে পারতেন, তিনি সাহেবদের কাছে তত বেশি বাহবা পেতেন। সমাজে তাই হতেন অভিজাত। আর সংস্কৃত বা ফার্সি ভাষায় আপনার অসামান্য দক্ষতাও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বড় কোনো কাজে লাগত না। এতে করে এ শ্রেণির শিক্ষিতদের মধ্যে একটা হীনম্মন্যতার ভাব সৃষ্টি হতো। ওদিকে সাহেবদের কাছে বাহবা প্রত্যাশীরাও ইংরেজির বানান ভুলের ব্যাপারে দারুণ সতর্ক থাকতেন। তারা বাংলা বানানে শতকরা ৫০টা ভুল করলেও বিব্রত হতেন না। ভাবতেন, বাংলা তো আর সাহেবরা দেখতে পাবেন না। সুতরাং তা নিয়ে বেশি মাথা ঘামানোর দরকার নেই। আবার কেউ কেউ বাংলা বানান সঠিকভাবে না জানাটাকেই মনে করতেন একধরনের ক্রেডিট। কালক্রমে এটা আমাদের মনে একধরনের সংস্কার কিংবা আতঙ্ক হয়ে সুপ্ত হয়ে রইল। না, বাংলা ভুল হোক, কিন্তু ইংরেজিতে বানান ভুল করা যাবে না। সে হবে লজ্জার।

আমি আতঙ্কের সঙ্গে দেখি, যখন আমাদের শিক্ষকরাও বাংলা বানান ভুল করে থাকেন। আমাদের সাংবাদিকরাও দিব্যি ভুল বানানে ভুল বাক্যে রিপোর্ট লিখে যান। এ বিষয়ে কিছু বলা হলে অবলীলায় বলে দেন, বানান টানান ঠিক করা সাব এডিটরের কাজ। এছাড়াও প্রুফ রিডাররা তো আছেনই। এটা প্রকারান্তরে শুদ্ধ বানানে লেখার যে প্রবণতা বা দায় থাকা উচিত, তাকেই উপেক্ষা করা। এটা ঠিক নয়, এর প্রভাব পড়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ওপরও। ভাষার বিশুদ্ধতা নষ্ট হওয়ার বীজ উপ্ত হয় এ অবজ্ঞা বা উদাসীনতা থেকেই। অনেক কবি—সাহিত্যিককেও দেখেছি ভুল বানানে দিব্যি।

তবে আমি বেশি করে দায়ী করব শিক্ষকদেরই। কারণ শিক্ষকরাই সরাসরি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিয়ে থাকেন। ছোট একটা স্কুলের শিশু পড়াশোনার ব্যাপারে তার বাবা—মায়ের চেয়ে শিক্ষকদেরই বেশি বিশ্বাস করে থাকে। কোনো কোনো বাচ্চা এমনও বলে থাকে, "তোমরা আমার টিচারের চেয়ে বেশি জান নাকি?" সে ক্ষেত্রে বাবা—মা পড়েন উভয় সঙ্কটে। বাচ্চাকে এটা বলতে পারেন না যে, তোমার টিচার ভুল করেছেন। এরপর ফল হবে শিশু শিক্ষার্থী তার শিক্ষকদের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা দুটোই হারাবে। তার কোমল মনে সৃষ্টি হবে বিশ্বাস—অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব। বাবা—মার ভুল তার মনে তেমন কিছু প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি নাও করতে পারে। কিন্তু শিক্ষকের ভুল তার মনের ভূমি থেকে শিক্ষকের প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধার শেকড়গুলো উপড়ে ফেলবে। অথচ এর পরেও শিক্ষকদের কাছেই তাকে পড়তে হবে। সব শিক্ষকই যে বানান ভুল করেন, তা নয়। তবে দুঃখজনক হলেও সত্যি, বেশিরভাগ শিক্ষকই তা করে থাকেন—এবং তা হয়তো একধরনের অমনোযোগিতা ও অসচেতনতা থেকে। জবাবদিহি বা দায়বদ্ধতা না থাকার কারণেও হয়তো সেটা চলে আসছে বছরের পর বছর ধরে। অবশ্য শুধু শিক্ষকরাই নন, সমাজে বা রাষ্ট্রে উঁচু পদে আসীনরাও এ রোগ থেকে মুক্ত নন। তবে বানান ভুলের রোগে ভুগেও তাদের ধারণা, তারা দিব্যি সুস্থ আছেন। বানান ভুলের এ ব্যাধি সারানো অবশ্য খুব যে কষ্টসাধ্য তা নয়।

বলা হয়ে থাকে, বাংলা বানানে ভুল হওয়ার কারণ এর বর্ণবহুলতা। একটা "স" একটা "র" কিংবা একটা "জ" হলেই তো চলে। আবার "ই—কার" কিংবা "ঈ—কার" কিংবা "উ—কার" কিংবা "ঊ—কার" কেন? এটা আপাতত সত্য মনে হতে পারে, কিন্তু আপনি যখন একটা ভাষার প্রবণতা কিংবা বৈশিষ্ট্যের দিকে খেয়াল করবেন, তখন ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন। ইংরেজিতে সমবানানে লেখা হলেও উচ্চারিত হয় ভিন্নভাবে। এতে ইংরেজি ভাষার লেখনে খুব একটা সমস্যা হয় না। দেখতে দেখতে অভ্যস্ততার ব্যাপারটা এসেই যায়। ব্যাপারটা নির্ভর করে আপনি কতটা মনোযোগী তার ওপর।

বানান শিক্ষার ব্যাপারটি এমন ধরতে গেলে শিক্ষার্থীদের ওপরই ছেড়ে দেওয়া হয়। এতে খুব কম শিক্ষার্থীই ব্যাপারটা আয়ত্ত করতে পারে। তারা বানান ভুল করে না। কিন্তু যারা পারে না, তারা সারা জীবনই ভুল করে। এ এক সমস্যা কাটানোর জন্য তেমন উদ্যোগও নেওয়া হয় না। পরীক্ষার খাতায় তিনটা বানান ভুলের জন্য এক নম্বর "কাটা" যাওয়ার মধ্য দিয়েই শাস্তি শেষ। এতে কতটা প্রভাব পড়ে শিক্ষার্থীদের মনে, তারা কতটা সচেতন হয়, তার কোনো হিসেব থাকে না।

শিক্ষার্থীদের বানান ভুল থেকে মুক্ত করার জন্য বানান নিয়ে কাজ করার বিকল্প নেই। বিদ্যালয়ে প্রথম দিককার ক্লাসগুলোতে বানান শেখার ক্লাস নেয়ার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। একটা ক্লাস থাকতে পারে, যে ক্লাসে শিশুদের বানানবিধি শেখানো এবং চর্চার ব্যবস্থা থাকবে। ণ-ত্ব বিধি ও ষ-ত্ব বিধি নামে ব্যাকরণে বানানের কিছু সূত্র থাকলেও "ই—কার" কিংবা "ঈ—কার" কিংবা "উ—কার" ব্যবহারের বিধিবদ্ধ নিয়ম নেই। এসব বানানসহ অন্যান্য খটকার বানানগুলোতে শিক্ষার্থীদের অভ্যস্ত করে তুলতে নিয়মিত ক্লাস নেওয়া যেতে পারে। এভাবে, মনে হয় কেবল এভাবেই যারা স্নাতক পাস করেও "আজীবন"কে "আয়জীবন" লেখেন, তাদের হাত থেকে বাংলাভাষাকে নিষ্কৃতি দেয়া যেতে পারে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

গা-জ্বালানো গরমে নাকাল বঙ্গবাসী

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল (হি.স.): গা-জ্বালানো গরমে নাকাল কলকাতা-সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গ। একই অবস্থা উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলাতেও। গত কয়েক দিন ধরেই চলছে তাপপ্রবাহ। এই পরিস্থিতিতে অবশেষে আশার বাণী শোনাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। চলতি সপ্তাহেই গরমের দাপট কমতে পারে বলে পূর্বাভাস। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২২ এপ্রিল, অর্থাৎ শনিবার থেকে রাজ্যে ধীরে ধীরে কমবে তাপমাত্রা। মূলত, ২১ এপ্রিল, অর্থাৎ শুক্রবার থেকে আবহাওয়া পরিস্থিতির উন্নতি হবে। তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির নীচে নামবে। তবে আপাতত ২১ তারিখ পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি বজায় থাকবে। উত্তরবঙ্গের মধ্যে দুই দিনাজপুর, মালদহে আপাতত তাপপ্রবাহের সতর্কতা থাকছে। বাকি দিনগুলিতে আপাতত উত্তরের জেলায় তাপপ্রবাহের কোনও সম্ভাবনা নেই। গত কয়েক দিনের গরমে কাহিল রাজ্যবাসী। চাতক পাখির মতো বৃষ্টির জন্য হা-পিত্যেশ করে বসে রয়েছেন সকলে। এই পরিস্থিতিতে কিছুটা স্বস্তি জুগিয়েছে আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস। শুক্র এবং শনিবার দক্ষিণবঙ্গের দুই মেদিনীপুরে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে। এই সময় উত্তরের ৫ জেলা দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি। এদিনও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পৌঁছে যেতে পারে ৪০.০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে।

২৮ এপ্রিল ভারতে আসছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী

কাঠমান্ডু, ১৮ এপ্রিল (হি.স.): আগামী ২৮ এপ্রিল ভারত সফরে আসছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী পুষ্প কমল দাহাল। ৩-দিনের ভারত সফরে একগুসি কর্মসূচি রয়েছে নেপালের প্রধানমন্ত্রীর। নেপালের বিদেশ মন্ত্রক এবং প্রধানমন্ত্রী সচিবালয়ের আধিকারিকদের মতে, নেপাল সরকারের কাছে এই তারিখের প্রস্তাব করেছিল ভারত। প্রধানমন্ত্রী সচিবালয়ের এক আধিকারিক নিশ্চিত করেছেন, 'আগামী দিনগুলিতে নেপালের রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে, প্রধানমন্ত্রী ৩ দিনের ভারত সফরে যাবেন। এটি হবে তাঁর প্রথম আন্তর্জাতিক সফর (দ্বিতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর)।' ভারতে নেপালের প্রধানমন্ত্রী পুষ্প কমল দাহালের একগুচ্ছ কর্মসূচি রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

রাইস মিল ভবন ভেঙে মৃত ৪

হরিয়ানা, ১৮ এপ্রিল (হি.স.): হরিয়ানার কারনালে ভেঙে পড়ল একটি তিনতলা রাইস মিল ভবন। মঙ্গলবার ভোরে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে রাইস মিল ভবনটি, সেই সময় বেশ কয়েকজন শ্রমিক ছিলেন ওই ভবনে, তাঁরা চাপা পড়ে যান। এই ঘটনায় মোট ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে ও ২০ জন আহত হয়েছেন। জানা গিয়েছে, ওই রাইস মিলের ভিতরে বেশ কিছু শ্রমিক রাতে থাকতেন। কারনালের পুলিশ সুপার শশাঙ্ক কুমার বলেছেন, কারনালের তারাওরী এলাকায় রাইস মিল ভবন ভেঙে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে ও ২০ জন আহত হয়েছেন। কেউ নিখোঁজ নেই।
পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার ভোরে কারনালে একটি তিনতলা রাইস মিল ভবন ধসে পড়ে, বেশ কয়েকজন রাইস মিল শ্রমিক ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়েন। শ্রমিকরা ভবনের ভেতরে ঘুমাতেন।
ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল, পুলিশ ও অ্যাম্বুলেন্স।
কারনালের ডিসি আনিস যাদব জানিয়েছেন, মোট ২৪ জন ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়েন, তাঁদের মধ্যে ৪ জনের মৃত্যু ও ২০ জন আহত হয়েছেন। যে সময় বিল্ডিংটি ভেঙে পড়ে তখন প্রায় ১৫০ জন শ্রমিক ছিলেন ভিতরে। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে, ভবনটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ঘটনার তদন্তে জন্য কমিটি গঠন করা হবে। রাইস মিলের মালিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মুম্বইয়ে পার্কিংয়ে আগুন, ভস্মীভূত ১৫টি বাইক

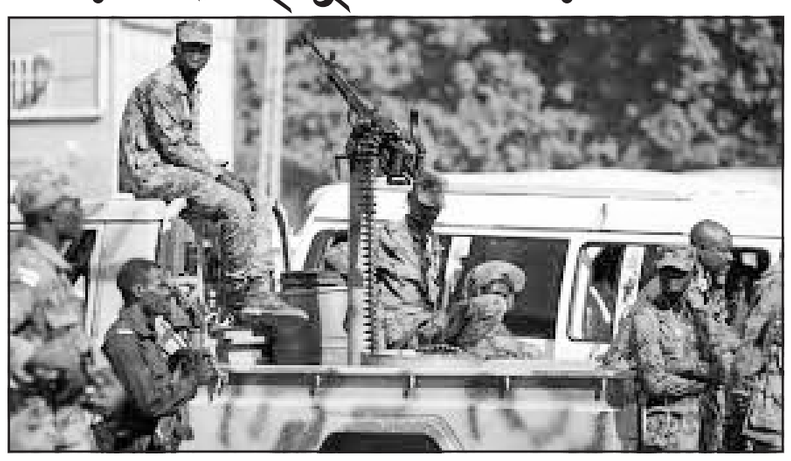

মুম্বই, ১৮ এপ্রিল (হি. স.) : মুম্বইয়ের পালঘর জেলার নাইগাঁওয়ে একটি পাবলিক পার্কিং লটে আগুন লাগে। আগুনে অন্তত ১৫টি দুচাকার গাড়ি পুড়ে গেছে। তবে কেউ হতাহত হয়নি। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাতে। ভাসাই ভিরার মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের এক দমকল আধিকারিক মঙ্গলবার জানিয়েছেন, স্থানীয় ফায়ার ব্রিগেডের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় দুই ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হন। আগুন লাগার কারণ জানতে তদন্ত চলছে।

সুদানে গৃহযুদ্ধ ঃ চলছে লড়াই, মৃত্যু বেড়ে ১৮০

সুদান, ১৮ এপ্রিল (হি.স.): উত্তর আফ্রিকার সুদানে, সেনাবাহিনী এবং আধাসামরিক বাহিনীর মধ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াইকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি এখনও উত্তপ্ত। সংঘর্ষের মাঝে পড়ে এ পর্যন্ত ১৮০ জনেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। নিহতদের মধ্যে ভারতীয়ও রয়েছেন। অ্যালবার্ট অগাস্টাইন নামে ওই ব্যক্তি সুদানের ডাল গ্রুপ কোম্পানীতে কাজ করতেন। বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর এক টুইট বার্তায় শোক ব্যক্ত করে, পরিবারকে পাশে থাকার কথা জানিয়েছেন।সুদানের রাজধানী খার্তুমে মঙ্গলবার বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে, সেনাবাহিনী এবং আধাসামরিক বাহিনীর মধ্যে লড়াই এদিন চতুর্থ দিনে পড়েছে। সুদানের রাজধানীতে ভারী গোলাগুলির শব্দ শোনা গিয়েছে এদিনও। মৃত্যুর সংখ্যা এখনও পর্যন্ত ১৮০-তে পৌঁছেছে, আহতের সংখ্যা ১, ৮০০। হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সুদানের রাজধানীতে এই মুহূর্তে ভয়াবহ লড়াই চলছে। উত্তর আফ্রিকার সুদানে, সেনাবাহিনী এবং আধাসামরিক বাহিনীর মধ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াইকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি এখনও উত্তপ্ত। সংঘর্ষের মাঝে পড়ে এ পর্যন্ত ২০০ জনেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। ১৮০০'র বেশি মানুষ জখম। পরিস্থিতি দেখে চিন্তিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন বিদেশমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন ফোনে সুদানের সেনাপ্রধানদের সঙ্গে কথা বলে সংঘর্ষ বিরতির বার্তা দিয়েছেন। সুদানের গৃহযুদ্ধ থামিয়ে শান্তিপ্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন মার্কিন বিদেশসচিব অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন। সূত্রের খবর, সোমবার তিনি সে দেশের সেনাপ্রধানের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন, তাঁকে যত দ্রুত সম্ভব সংঘর্ষে ইতি টেনে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার কথা বলেছেন ব্লিঙ্কেন।
আধাসেনাকে সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করতে চাওয়া নিয়ে সুদানে অশান্তির সূত্রপাত। সেনাপ্রধানের সঙ্গে তাঁর সেকেন্ড ইন কমান্ড আধা সামরিক বাহিনীর প্রধানের তুমুল দ্বন্দ্ব থেকে দেশে গৃহযুদ্ধ পরিস্থিতি। প্রায় রাতারাতিই তার ভয়াবহ আকার নিয়েছে। রাজধানী খার্তুমকে কেন্দ্র করেই চলছে লড়াই। সেনা আর আধাসেনা এখন দেশের ক্ষমতা দখলের জন্য লড়াইয়ে নেমেছে। সেনার দাবি, খার্তুমের দখল তাদের হাতেই। পালটা শক্তিশালী আধাসেনা বাহিনীরও দাবি, রাজধানী শহরের পথঘাট তারা দখল করে ফেলেছে।

পাকিস্তানের খাইবার গিরিপথে ভূমিধসে নিহত ২, চাপা পড়েছে ২০টির বেশি গাড়ি

ইসলামাবাদ ১৮ এপ্রিল (হি.স.) : পাকিস্তানে মর্মান্তিক ঘটনা। পাকিস্তান-আফগানিস্তানের তোরখাম সীমান্তে বিশাল ভূমিধস হয়েছে। এতে কমপক্ষে দুইজন নিহত ও আহত হয়েছেন আটজন। ভূমিধসে ২০টির বেশি গাড়া চাপা পড়েছে।
পাকিস্তানের মঙ্গলবার স্থানীয় সময় ভোররাতের খাইবার পাখতুনখওয়া প্রদেশে বজ্রঝড় চলার সময় খাইবার গিরিপথের প্রধান সড়কে ভূমিধসের এ ঘটনায় আরও বহু মানুষ চাপা পড়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, জানিয়েছেন কর্মকর্তারা।
জানা গেছে, পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখওয়া প্রদেশে মঙ্গলবার ভোররাতে চালকরা ট্রাকগুলো থামিয়ে সেহরি জন্য গ্যাস স্টোভে খাবার রান্নার সময় ভূমিধসে দুইজন নিহত হয়েছেন।
বজ্রঝড় চলার সময় খাইবার গিরিপথের প্রধান সড়কে ভূমিধসের এক ঘটনায় ২০টিরও বেশি ট্রাক চাপা পড়ে অন্তত দুইজন নিহত হয়েছেন।
মঙ্গলবার স্থানীয় সময় ভোররাতের এ ঘটনায় আরও বহু মানুষ চাপা পড়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, জানিয়েছেন কর্মকর্তারা।
খাইবার জেলার ডিসি আব্দুল নাসির খান বলেছেন, "২০ থেকে ২৫টি কন্টেইনার ট্রাক চাপা পড়েছে। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ভারী মেশিনপত্র নিয়ে আমাদের উদ্ধার অভিযান চলছে।"
তিনি জানিয়েছেন, প্রতিবেশী আফগানিস্তানের দুইজন নাগরিক নিহত হয়েছেন। কর্তৃপক্ষ তাদের মৃতদেহ উদ্ধার করার চেষ্টা করছে। এ পর্যন্ত তিনজনকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে এবং হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে জানিয়েছেন তিনি।
উদ্ধারকারী দলের মুখপাত্র বিলাল ফাইজি জানিয়েছেন, ভোররাতে চালকরা ট্রাকগুলো থামিয়ে সেহরি জন্য গ্যাস স্টোভে খাবার রান্না করছিল, তখনই ভূমিধসের ঘটনাটি ঘটে; তাৎক্ষণিকভাবে সেখানে আগুন ধরে গেলেও পরে তা নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কর্মকর্তাদের শেয়ার করা ছবিগুলোতে কন্টেনার ট্রাকগুলোকে পাথরের বিশাল স্তূপের নিচে চাপা পড়ে থাকতে দেখা গেছে। খাইবার গিরিপথ পাকিস্তানের সঙ্গে চারদিকে স্থলবেষ্টিত আফগানিস্তানকে সংযুক্ত করেছে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য পথ।

আতিক ও আশরাফকে হত্যা মামলার আবেদন গৃহীত সুপ্রিম কোর্টে, শুনানি ২৪ এপ্রিল

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল (হি.স.) : উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন বিধায়ক তথা 'গ্যাংস্টার' আতিক আহমেদ ও তার ভাই আশরাফকে হত্যা মামলার অভিযোগ গ্রহণ করল সুপ্রিম কোর্ট। আগামী সোমবার অর্থাৎ ২৪ এপ্রিল এই মামলার শুনানির দিন স্থির করা হয়েছে। গত ১৫ এপ্রিল রাতে প্রয়াগরাজ হাসপাতালে শারীরিক পরীক্ষা করাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আতিক এবং তার ভাই আশরফকে। হাসপাতালে ঢোকার সময় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন দুই ভাই। পুলিশের ঘেরাটোপে থেকে সাংবাদিকদের একের পর এক প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। সেই ভিড়েই সাংবাদিক সেজে হাজির ছিল তিন আততায়ী। সুযোগ পেয়ে পুলিশের সেই নিরাপত্তার বলয় টপকে আতিক এবং আশরফের মাথায় পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে পর পর গুলি করে। তার পর আত্মসমর্পণ করে তিন দুষ্কৃতীই।
আতিক এবং আশরফের হত্যাকাণ্ড নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে এত পুলিশি নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও কী ভাবে দুই ভাইকে গুলি করে মারল আততায়ীরা। এর নেপথ্যে বড় কোনও ষড়যন্ত্র রয়েছে বলেও জোর জল্পনা চলছে। একই সঙ্গে, কে বা কারা এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে জড়িয়ে তা নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্য প্রশাসন পুলিশের একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করেছে। এবার আতিক আহমেদ ও তার ভাই আশরাফকে হত্যা মামলার অভিযোগ গ্রহণ করল সুপ্রিম কোর্ট।

বিধায়ক অখিল গগৈয়ের বিরুদ্ধে সিএএ-মামলা

গুয়াহাটি, ১৮ এপ্রিল (হি.স.) : ২০১৯ সালে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের (সিএএ বা কা) বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলনের নামে বিক্ষোভ ও অশান্তি সৃষ্টির ঘটনায় অসমের শিবসাগরের বিধায়ক অখিল গগৈয়ের বিরুদ্ধে রুজু মামলা সংক্রান্ত গৌহাটি হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত বহাল রেখেছে সুপ্রিম কোর্ট। আজ মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ভি রামাসুব্রহ্মনিয়াম এবং পঙ্কজ মিত্তালের ডিভিশন বেঞ্চ গৌহাটি হাইকোর্টের সিদ্ধান্তকে বহাল রেখে এই মামলায় গগৈয়ের অব্যাহতি চেয়ে আবেদন বাতিল করেছে।
২০১৯ সালের ডিসেম্বরে সিএএ-র বিরুদ্ধে সংগঠিত বিক্ষোভে মাওবাদীর সঙ্গে কথিত যোগ সহ বিভিন্ন অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল বেসরকারি সংগঠন 'কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি'র নেতা তথা 'রাইজর দল'-এর (অস্বীকৃত রাজনৈতিক দল) সভাপতি অখিল গগৈকে। তাঁর বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনা হয়েছে সেগুলির মধ্যে অন্যতম বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন-১৯৬৭ (ইউএপিএ), ভারতীয় দণ্ডবিধির রাষ্ট্রদ্রোহ (ধারা ১২৪-এ) এবং ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে বিভেদ ও শত্রুতা প্রচার করা (ধারা ১৫৩-এ) এবং জাতীয় সংহতির বিরুদ্ধে বিবৃতি প্রদান (ধারা ১৫৩-বি)।গত ২০ মার্চ হাইকোর্টের এক নির্দেশের বিরুদ্ধে অখিল গগৈয়ের আপিলের ওপর রায় সংরক্ষিত রেখেছিল সুপ্রিম কোর্ট। শুনানিতে গগৈয়ের কেঁশুলি সিনিয়র অ্যাডভোকেট হুজেফা আহমাদি যুক্তি দিয়েছেন, তাঁর মক্কেল (অখিল গগৈ) জামিনে থাকাকালীন লিবার্টির অপব্যবহার করেছেন বলে কোনও অভিযোগ নেই।অন্যদিকে, জাতীয় তদন্ত সংস্থার (এনআইএ) প্রতিনিধি সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা অখিল গগৈয়ের কেঁশুলি হুজেফা আহমাদির যুক্তি খণ্ডন করে পাল্টা জবাব দিয়ে বলেন, অখিল গগৈয়ের বিরুদ্ধে সিপিআই (মাওবাদী)-এর কাছে ওয়ারফেয়ার (যুদ্ধসদৃশ) প্রশিক্ষণের জন্য ক্যাডার পাঠানোর অভিযোগ রয়েছে। তিনি বিভিন্ন সময় উস্কানিমূলক ভাষণ দিয়ে সহিংসতা ছড়ান।এছাড়া, অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল ঐশ্বরিয়া ভাটি অ্যাডভোকেট কানু আগরওয়ালের সহায়তায় জোর দিয়ে বলেন, বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইনের অধীনে অভিযোগগুলি কেবল শান্তিপূর্ণ বনধ-এর সাথে সম্পর্কিত নয়, বরং একটি নির্বাচিত সরকারের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ প্রতিষ্ঠিত করা এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধসদৃশ অশান্তি ছড়ানোর আরও গুরুতর অপরাধজনিত অভিযোগ ছিল। উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে বিচারাধীন এই মামলায় অখিল গগৈকে জামিন দিয়ে তাঁকে মুক্ত থাকার অনুমতি দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।এদিকে, আজ সুপ্রিম কোর্টের এই ঘোষণা শুনে 'কা' মামলায় বিচারাধীন বিধায়ক অখিল গগৈ তাঁর ফেসবুক অ্যাকাউন্টে একটি পোস্ট করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'ভারতের সুপ্রিম কোর্ট আজ আমাকে এই মামলায় জামিন দিয়েছে। আমি এখন মুক্ত। আমি এখন বিরোধী হিসেবে আরও শক্তিশালী ভূমিকা পালন করব।'
এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, অখিল গগৈকে এর আগে ২০২১ সালের জুলাই মাসে গুয়াহাটির বিশেষ এনআইএ আদালত সমস্ত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিয়েছিল। তবে তাঁকে এমন কোনও ধরনের বক্তৃতা পেশ না করতে, যা সহিংসতাকে উস্কে দেয়, তা থেকে বিরত থাকতে বলে দিয়েছিল এনআইএ আদালত।

মুকুলের দিল্লি যাত্রা নিয়ে রাজনৈতিক পারদ তুঙ্গে

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল (হি.স.): আচমকাই দিল্লি উড়ে গেলেন তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক মুকুল রায়। কেন মুকুলের আকস্মিক দিল্লি-সফর, তা নিয়ে বঙ্গ রাজনীতিতে গুঞ্জন শুরু হয়ে গিয়েছে। আবার সোমবার রাতে কলকাতার নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন মুকুলের ছেলে শুভ্রাংশু রায়। পুলিশের কাছে শুভ্রাংশুর দাবি, হঠাৎই নিখোঁজ হয়ে গিয়েছেন তাঁর বাবা। তবে সূত্রের খবর, নিখোঁজ নন নিজের ইচ্ছাতেই রাজধানী পৌঁছেছেন কৃষ্ণনগর উত্তরের বিধায়ক মুকুল রায়। কেউ কেউ বলছেন, তিনি চিকিৎসার কারণে দিল্লি গিয়েছেন। আবার কেউ বলছেন, তাঁর দিল্লি-যাত্রা একেবারেই রাজনৈতিক। যদিও মুকুলের দিল্লি-যাত্রার কারণ নিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে কেউ কিছু জানা যায়নি। এ নিয়ে মুকুলের সঙ্গে বার বার যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। তবে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। মুকুল রায়কে নিয়ে জল্পনার মধ্যেই মুখর নেটনাগরিকরা। প্রায় সকলেই যে যাঁর মত করে বিরোধিতা করেছেন এককালের এই দুঁদে নেতার।
সূত্রের দাবি, সোমবার সন্ধ্যার বিমানে ২ সঙ্গীকে নিয়ে দিল্লি যাত্রা করেন মুকুল। পৌনে ৭টা নাগাদ বিমানবন্দরে পৌঁছন মুকুল রায়। "নিরাপত্তারক্ষীদের বাইরে রেখে ২ জনকে নিয়ে ঢুকে যান ভিতরে। "ইন্ডিগোর বিমানে মুকুলের টিকিটের নম্বর ছিল ৬ ক্ষ৮৯৮।" এর কিছুক্ষণ পর, বিমানবন্দরে হাজির হন মুকুল-পুত্র শুভ্রাংশু রায়। বাবাকে বিমান থেকে নামিয়ে দিতে থানায় লিখিত অনুরোধ করেন শুভ্রাংশু। কিন্তু ততক্ষণে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেয় ইন্ডিগো-র বিমান। দাবি সূত্রের। মঙ্গলবার শুভ্রাংশু বিশদে সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন।
ডঃ কল্যাণ কুমার ভট্টাচার্য্য ফেসবুক পোস্টে বড় হরফে লিখেছেন, "কাঁচরাপাড়া তৃণমূল নাট্যকর্মীদের নতুন নাটক 'বাবাকে পাওয়া যাচ্ছে না'। সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে।
বিভিন্ন সংবাদচ্যানেলের সংশ্লিষ্ট খবরেও প্রচুর প্রতিক্রিয়া। পার্থপ্রতিম রিথ লিখেছেন, "সারা জীবনের অসৎ মুকুল রায়, এই ব্যক্তিটি হনুব্রতকে পাশে নিয়ে একটা সত্যি কথা বলে গিয়েছিল, তৃণমূল মানেই বিজেপি আর বিজেপি মানেই তৃণমূল।" স্বাধীন কুমার দাস লিখেছেন, "দ্বিতীয় বার আবার বিজেপি বড় ভুল সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে। ২০২১ এর নির্বাচনে এদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছে আমজনতা নিজে বাঁচতে ও বেটাকে বাঁচাতে এইসব নোংরা রাজনীতি করে বেড়ান এইসব নোংরা লোকেরা।"
যজ্ঞেশ্বর রায় লিখেছেন, "সামনে কালবৈশাখী ঝড় মাথা বাঁচানোর ছাদ।"
আশিস গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, "মনে হয় ছেলে শুভ্রাংশু রায়কে চাকরি দুর্নীতিতে সিবিআই থেকে বাঁচাতে এই দিল্লি যাত্রা।
শমীক চক্রবর্তী লিখেছেন, "মাথায় বসানো চিপ বিগড়ে গেছে। দিল্লি থেকে নেপাল তারপর তিব্বতে গিয়ে লামা হয়ে যাবে। মুকুল লামা।" বিশ্বজিৎ মজুমদার লিখেছেন, "ফাউ মাল। ওয়াসিং মেশিন খুজজে।" আমাদুল হক লিখেছেন, "অনেকের রাজনৈতিক জীবন নষ্ট করে দিয়েছেন মুকুল রায়।"
দুর্গাশঙ্কর দত্ত লিখেছেন, "সেতু বন্ধনে খুব ভাল জানে তাই দিল্লি জেতে হলো হাইকমান্ডের কথায়।"

ছত্তিশগড়ের বিজাপুরে এনকাউন্টারে এক মাওবাদী নিকেশ, পাকড়াও দুই

বিজাপুর, ১৮ এপ্রিল (হি.স.) : ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলায় এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে এক মাওবাদী। এছাড়াও দুই মাওবাদীকে পাকড়াও করেছেন নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানরা। পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার বিজাপুর জেলায় মাওবাদীদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলির লড়াই হয়। সেই গুলির লড়াইয়ে এক মাওবাদী নিকেশ হয়েছে ও দুই মাওবাদীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এনকাউন্টারস্থল থেকে নিষিদ্ধ সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। অন্যদিকে, ছত্তিশগড়ের নারায়ণপুরের ছোটডোঙ্গার থানার অন্তর্গত রাজপুর গ্রামে নকশালদের দ্বারা আইইডি পুঁতে রাখার খবর পায় পুলিশ। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ডিআরজি ও বিডিএস দল। তল্লাশির সময় প্রায় ৫ কেজি ওজনের একটি আইইডি উদ্ধার করা হয়, পরে সেটি ধ্বংস করা হয়। ওই এলাকায় তল্লাশি চলছে বলে জানা গিয়েছে।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

এই গরমে ভুলেও খাবেন না দইয়ের এই পাঁচ খাবার

মানুষের জীবন অতিষ্ট করে তুলেছে এই হাঁসফাঁস করা গরম। চৈত্রের শেষ থেকেই তীব্র তাপপ্রবাহয় নাজেহাল সাধারণ মানুষ। এরকম পরিস্থিতিতে খাবার প্রীতি অনীহা দেখা দিচ্ছে সাধারণ মানুষের। প্রায় সকলেই হাল্কা ঠাণ্ডা জাতীয় কোনও খাবার খেতে পছন্দ করছে এই সময়। ডাক্তার বাবুরাও তেল-ঝাল মশলা জাতীয় খাবার এড়িয়ে যাবার পরামর্শ দিচ্ছে এই সময়। এমত অবস্থায় টক দইয়ের বিকল্প নেই। টক দইয়ে রয়েছে শরীরের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় নানান ধরনের পুষ্টি। চিকিতসকরা তো সারা বছর টকদই খাওয়ার পরামর্শ দেন। টকদইতে রয়েছে ক্যালসিয়াম, ভিটামিন বি -২, ভিটামিন বি -১২, ম্যাগনেসিয়াম এবং পটাশিয়াম। ফলে গরমকালে দই খেলে যে শুধু শরীর ঠান্ডাই থাকে তা নয় এর পাশাপাশি শরীরে পুষ্টি বজায় থাকে। তবে অনেকেই দইয়ের সঙ্গে অনেক কিছু মিশিয়ে খেতে পছন্দ করেন। কিন্ত এমন কিছু মেশাচ্ছেন না তো যাতে হিতে বিপরীত হচ্ছে ? আসুন দেখে নেওয়া যাক কী কী উপাদান টক দইয়ের সঙ্গে খাওয়া যায় না।

পেঁয়াজ: গরমের সময় অনেকেই রায়তা বানিয়ে খান। রায়টায় থাকে শশা ও পেঁয়াজ কুচি। কিন্তু আপনি কী জানেন দইয়ের সঙ্গে পেঁয়াজ খাওয়া কখনোই উচিত নয়। এই এই অভ্যাস থাকলে তা অবিলম্বে ত্যাগ করুন। বিশেষজ্ঞদের মতে, পেঁয়াজর সঙ্গে টক দই খেলে অ্যাসিডিটির সমস্যায় ভুগতে পারে। এই দুই খাবার একসঙ্গে শরীরে গেলে বিপরীত প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। মাছ ও দই: অনেকেই দই মাছ রান্না করে খান যা স্বাদে অতুলনীয় কিন্তু আপনি কী জানেন এই দুটি খাবার একসঙ্গে খেলে শরীরে নানান রোগ বাসা বাঁধতে পারে।কারণ মাছ ও দই দুটোই প্রোটিন যুক্ত খাবার। তাই একসঙ্গে না খাওয়াই ভালো।

দুধ ও দই: দুধ আর দই একসঙ্গে খাবেন না। এতে হজমের সমস্যায় ভুগতে পারেন। সেই সঙ্গে গ্যাস, অম্বলেরও প্রবনতা বাড়ে.

ভাজাভুজির সঙ্গে দই: অনেকেই পরোটার সঙ্গে দই খান। কিন্তু দইয়ের সঙ্গে পরোটা খেলে হতে পারে গ্যাস। এমনকী পরোটার সঙ্গে কোনো সময় লস্যি খাবেন না। এতে প্রচুর ঘুম পায়।

মেয়াদ উত্তীর্ণ প্রসাধনী ফেলে না দিয়ে ব্যবহার করুন এই সব উপায়ে

নিজেকে সাজাতে ভালোবাসেন না এমন নারী খুব কমই আছেন। রূপচর্চায় নানা রকম প্রসাধনী ব্যবহার করে নারীরা। অনলাইনে ছাড় পেলেই কিনতে থাকেন একটার পর একটা রূপটানের সামাগ্রী। নামী-দামি প্রসাধনীগুলো কিনতে পকেটে বেশ চাপ পড়ে।

শখ করে রূপটানের সমাগ্রীগুলো কিনলেও অনেক ক্ষেত্রেই আমারা তা নিয়মিত ব্যবহার করি না।

আর সেগুলোর যখন মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যায় তখন আর আফশোসের শেষ থাকে না! তবে সামান্য বুদ্ধি খাটালেই এই মেয়াদ উত্তীর্ণ মেকআপের সামগ্রীগুলো পুনরায় ব্যবহার

করতে পারেন। ভাবছেন এটা কী করে সম্ভব? চলুন জেনে নেয়া যাক কীভাবে সম্ভব-

আইশ্যাডো

কেনার সময় হরেক রঙের আইস্যাডো কিনলেও রূপটানের সময় আমরা কিছু নির্দিষ্ট রং ছাড়া ব্যবহার করি না। ফলে সেগুলির অপচয় হয়। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরেও আপনি সেই আইশ্যাডোগুলি ব্যবহার করতে পারেন। স্বচ্ছ রঙের নেলপলিশ কিনে নিয়ে পছন্দের রঙের আইশ্যাডো গুঁড়ো করে মিশিয়ে নিন। তৈরি হয়ে যাবে ব্যবহারযোগ্য নেলপলিশ।

মাস্কারা

মাস্কারা নিয়মিত ব্যবহার না করলেই সেটি শুকিয়ে যায়। ব্যবহারযোগ্য থাকে না। সে ক্ষেত্রে আপনি মাস্কারাটি পুনরায় ব্যবহার করতে না পারলেও ব্রাশটি কিন্তু ব্যবহার করাই যায়। ব্রাশটি ভালো করে ধুয়ে নিন। তারপর ভ্রু আঁকার জন্য এটি ব্যবহার করুন।

লিপস্টিক

অনেকেরই নানা রঙের লিপস্টিক জমাতে করতে ভালোবাসেন। তবে অনেক ক্ষেত্রেই লিপস্টিক গলে যায় বা ভেঙে যায়, ব্যবহারযোগ্য থাকে না। এ রকম হলে লিপস্টিকের সঙ্গে পেট্রোলিয়াম জেলি মিশিয়ে একটি কাচের পাত্রে ঢেলে রাখুন। খুব সহজেই তৈরি হয়ে যাবে ঘরোয়া "লিপ বাম"!

ফেস অয়েল

মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়া ফেস অয়েল দিয়ে আপনি স্ক্রাবার বানিয়ে ফেলতে পারেন। এক্ষেত্রে তেলের সঙ্গে চিনি মিশিয়ে স্ক্রাব তৈরি করে নিন। এবার হাতের কনুই কিংবা গোড়ালি পরিষ্কার করতে পারেন।

কন্ডিশনার

মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়া কন্ডিশনার ফেলে দেবেন না। বাড়িতে গায়ের রোম পরিষ্কার করার কাজে এটি ব্যবহার করতে পারেন। ত্বক নরম ও মোলায়েম থাকবে।

লিপ বাম

পুরোনো লিপ বাম আপনি ঠোঁটে না লাগাতে চাইলে ফাঁটা পায়ে নিরাময় ব্যবহার করতে পারেন।

টোনার ফেস টোনারের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে? জানেন কি এই টোনার দিয়ে আপনি মোবাইলের স্ক্রিন, আয়না কিংবা যেকোনো কাচের সামগ্রী পরিষ্কার করে নিতে পারেন।

হৃদরোগের ঝুঁকি বেশি যাদের ! জেনেনিন আর সাবধান থাকুন

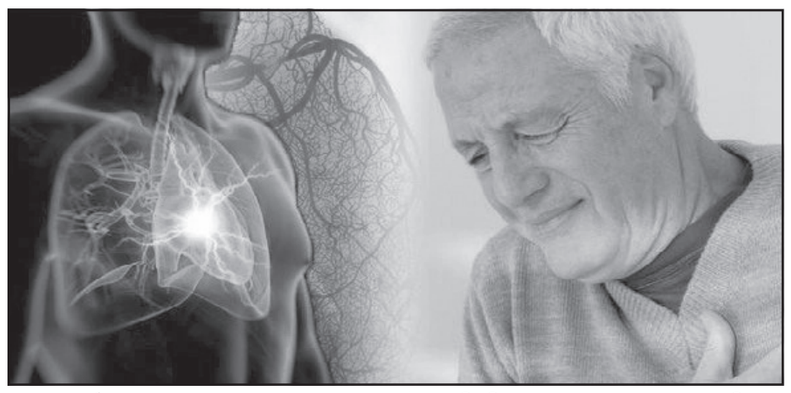

হৃদরোগ বর্তমানে সাধারণ সমস্যার তালিকাতেই ধরা হয়। বিশ্বজুড়ে মানুষের মৃত্যুর অন্যতম কারণ হৃদরোগ। প্রতিবছর বিশ্বে যত মানুষ মারা যায়, তার ৩১ শতাংশই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের ২৩ মিলিয়ন মানুষ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে অনিয়মিত জীবনযাপন, অনিয়ন্ত্রিত খাওয়া-দাওয়া, শরীরচর্চায় মনোযোগী না হওয়া। চলুন জেনে নেওয়া যাক কাদের হৃদরোগের আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি-

যাদের দাঁতের সমস্যা আছে; তাদের হৃদরোগ হওয়ার ঝুঁকি আছে। খানিকটা অবাক হলেও এটি সত্যি। মাড়ির রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা সহজেই হৃদরোগে আক্রান্ত হন। বিশেষজ্ঞদের মতে, মাড়ির ব্যাকটেরিয়াগুলো রক্ত প্রবাহের সঙ্গে শরীরে মিশে যায়। যা পরবর্তীতে হৃদরোগের সৃষ্টি করে। এজন্য প্রতি ৬ মাস অন্তর দাঁত পরীক্ষা করান। সময়মতো চিকিৎসা আপনাকে এই সমস্যা থেকে রেহাই দিতে পারে। পাশাপাশি প্রতিদিন ঠিকভাবে দুইবেলা ব্রাশ, ফ্লস করুন।

কানাডার ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটির সাম্প্রতিক এক গবেষণা অনুসারে, যারা রাতের শিফটে কাজ করেন তাদের হৃদরোগের ঝুঁকি অনেক বেশি। গবেষকরা বলেছেন, বদলি কাজ কিংবা রাত জেগে কাজ করা আপনার শরীর এবং হার্টের উপর খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে।

তবে যদি একান্তই রাতে কাজ করতেই হয়, তবে হৃদরোগের ঝুঁকি এড়াতে কিছু অতিরিক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। ব্যায়াম করুন, সুষম খাবার রাখুন ডায়েটে এবং নিয়মিত চেকআপ করান। চিকিৎসকের পরামর্শে চলুন। যারা নিয়মিত লম্বা ট্রাফিক পার করেন; তাদেরও হৃদরোগের ঝুঁকি বেশি বলছেন গবেষকরা। ধরুন, প্রতিদিন অফিসে যেতে আপনাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ট্রাফিক সিগন্যালে বসে থাকতে হয়।

এতে অফিসে কখন পৌঁছাবেন, ঠিক সময়ে পৌঁছাতে পারবেন কিনা, দেরি হয়ে যাচ্ছে, হাজিরা বাদ পড়ে যাবে- এসব দুশ্চিন্তায় দিনের অনেকটা সময় পার করেন। এতে করে হার্টের উপর খারাপ প্রভাব ফেলে। যা হৃদরোগের অন্যতম কারণ। নারীদের হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার অন্যতম কারণ হতে পারে মেনোপোজ। এটি একটি স্বাভাবিক শারীরিক প্রক্রিয়া। সাধারণত ৪৫-৫৫ বছর বয়সে নারীদের পিরিয়ড বন্ধ হয়ে আসার ঘটনা ঘটে। তবে অপারেশন করে যদি কোনো নারী তার দুটো ওভারি অথবা জরায়ু ফেলে দেয় তাহলেও পিরিয়ড বন্ধ হয়ে যায়।

যুক্তরাজ্যে নারীদের মেনোপজ হওয়ার গড় বয়স ৫১ বছর। গবেষণা বলছে, ৪৫-৪৬ বছর বয়স হওয়ার আগেই যদি কোনো নারী মেনোপোজের মধ্য দিয়ে যান; তাদের হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের ঝুঁকি বেশি। চিকিৎসকরা এজন্য হরমোন ওঠা-নামা এবং উচ্চ কোলেস্টেরলকে দায়ী করেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যাদের নাক ডাকার অভ্যাস আছে; তাদের ক্ষেত্রেও হৃদরোগের ঝুঁকি বেশি। কেননা নাক ডাকার জন্য আপনার ঘুমের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাসে আংশিক বাঁধা সৃষ্টি হতে পারে।

যা আপনার হার্টবিট বৃদ্ধি, স্ট্রোকসহ নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। যেহেতু নাক ডাকার ফলে সহজে নিঃশ্বাস নেওয়া যায় না; তাই এক্ষেত্রে হৃদরোগের ঝুঁকি বেড়ে যায় বলে মনে মন্তব্য বিশেষজ্ঞদের। হেপাটাইটিস সি বা লিভারের রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদেরও আছে হৃদরোগের ঝুঁকি। গবেষকরা মনে করেন, হেপাটাইটিস সি হৃদরোগসহ শরীরের কোষ এবং টিস্যুগুলোর প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে। তাই হার্টের যেকোনো উপসর্গ দেখা দিলেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। নির্ঘুম রাত কাটানোর অভ্যাস বা অনিদ্রাও হতে পারে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার মূল কারণ। এটি আপনার হার্টের সমস্যা সৃষ্টি করতে একেবারেই সময় নিবে না। একজন মানুষের সুস্থ থাকার জন্য দৈনিক ৮ ঘণ্টা ঘুম খুবই জরুরি।

আর যখনই রাতে আপনি না ঘুমিয়ে কাটাবেন; তখনই আপনার উচ্চ রক্তচাপ, কোলেস্টেরলের সমস্যা দেখা দিবে। যা হৃদরোগ সৃষ্টি করার প্রধান ধাপ। পারিবারিক কলহও এই রোগের জন্য দায়ী। মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটির সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রাপ্ত বয়স্কদের যেসব ব্যক্তিরা তাদের সংসারে সন্তুষ্ট থাকেন তাদের হৃদরোগের ঝুঁকি কম। সম্ভবত এর কারণ কম স্ট্রেস।

যখন আপনি খুশি থাকবেন আপনার মানসিক চাপ কম হবে, সময়মতো খাবার খেতে পারবেন, আপনার হরমোন ওঠা-নামা ঠিক থাকবে। যা আপনার হার্টকে সুস্থ রাখার জন্য যথেষ্ট। আর যারা বিবাহিত জীবনে সুখী নন। তাদের ক্ষেত্রে স্ট্রেস অনেক বেশি থাকে। যা হার্টের উপর খারাপ প্রভাব ফেলে। একাকীত্ব নানা রোগের কারণ। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে হার্টের সমস্যা। আপনি যখন প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটাবেন; তখন আপনার মন ভালো থাকবে। কোনো দুশ্চিন্তা থাকবে না। এতে শরীর মন দুটোই সুস্থ থাকবে।

অন্যদিকে নিঃসঙ্গ মানুষদের হৃদরোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। আপনি যদি পরিবার বা কাছের বন্ধুদের কাছাকাছি না থাকেন; তবে কুকুর বা বিড়াল পোষ্য হিসেবে রাখতে পারেন। এদের সঙ্গে আপনার ভালো সময় কাটবে। যাদের ভুঁড়ি আছে বা অতিরিক্ত ওজনে ভুগছেন; তারাও হৃদরোগের ঝুঁকিতে আছেন। ব্যায়াম না করা, অতিরিক্ত মশলাযুক্ত খারাপ, ভাজাপোড়া খাবার খেয়ে পেটে চর্বি জমে যায়। এতে উচ্চ রক্তচাপ, কোলেস্টেরলসহ নানা সমস্যায় ভোগেন। যা আপনার হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয় অনেকখানি। অনেক বেশি যারা টিভি দেখেন; তাদেরও হৃদরোগের ঝুঁকি আছে বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। প্রতি ঘণ্টায় এটি প্রায় ২০ শতাংশ হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। মাত্রাতিরিক্ত শারীরিক কসরত, ব্যায়াম বা শরীরচর্চাও হতে পারে হৃদরোগের কারণ। গবেষণায় দেখা যায়, হার্টের সমস্যা থেকে দূরে থাকতে অবশ্যই ব্যায়াম করা, ওজন কমানো দরকার। তবে তা হবে সীমাবদ্ধ। দিনে একটি নির্দিষ্ট সময় আপনি ব্যায়াম করুন। তা হতে পারে ২ ঘণ্টা কিংবা ৩ ঘণ্টা। তবে অবশ্যই প্রতিদিন একই সমান ব্যায়াম করুন। কোনো দিন কম কোনো দিন বেশি এমন নয়।

যক্ষ্মায় প্রথম স্থানাধিকারী ভারত

যক্ষ্মা বা টিবি একটি সংক্রামক রোগ। যার কারণ মাইকোব্যাক্টেরিয়াম টিউবারকিউলোসিস নামের জীবাণু। ২০১৮ সালে সারা বিশ্বে এই রোগে আক্রান্ত হয় প্রায় এক কোটি মানুষ। মৃতের সংখ্যা প্রায় ১৫ লাখ। এই রোগ যেকোনও অঙ্গে হতে পারে (ব্যতিক্রম কেবল হৃতপিণ্ড, অগ্ন্যাশয়, ঐচ্ছিক পেশী ও থাইরয়েড গ্রন্থি)।

তবে এই রোগ বেশি আক্রান্ত করে ফুসফুসকে। এবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০২১ সালের যক্ষা রোগে আক্রান্তের সংখ্যা নিয়ে রিপোর্ট প্রকাশ করল। যা উদ্বেগজনক ভারতের পক্ষে। এই রিপোর্ট অনুযায়ী সারা বিশ্বে এক কোটি ছয় লক্ষ মানুষের যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। শতকরা হিসেবে গোটা বিশ্বের কাছে ২৮ রোগী ভারতের। ২০২০ সালের তুলনায় গোটা বিশ্বের এই রোগীর সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৪.৫ শতাংশ। মৃতের হার ১৬ লক্ষ জনের। বৃহস্পতিবার প্রকাশিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্টে ভারতের জন্য উদ্বেগ বাড়ানো হলেও নিম্নলিখিত দেশগুলিতে যক্ষা রোগের সংখ্যাও বেশি। যেমন-ইন্দোনেশিয়া (৯.২ শতাংশ), চিন (৭.৪ শতাংশ), ফিলিপাইন (৮ শতাংশ), পাকিস্তান (৫.৮ শতাংশ), নাইজেরিয়া (৪.৪ শতাংশ), বাংলাদেশ (৩.৬ শতাংশ) এবং কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (২.৯ শতাংশ)। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, যক্ষা রোগে আক্রান্তের সংখ্যা উর্ধ্বমুখী হওয়া নিয়ে বিশেষজ্ঞরা কোভিডকে দায়ী করছেন। কারণ তাদের মতে অটিমারির সময় যক্ষা রোগীরা সঠিক চিকিৎসা জল বলেই দাবি।

আপনি কি আপনার বিছানার চাদর নিয়মিত বদলাচ্ছেন তো?

শেষ কবে বিছানার চাদর বদলেছেন আপনি? প্রশ্নটা শুনে অবাক লাগতে পারে, খটকাও লাগতে পারে। সচরাচর কেউ এ রকম প্রশ্ন করে না। যার ওপর সারা দিনের ক্লান্তি শেষে গা এলিয়ে দিচ্ছেন, তার খেয়াল শেষ কবে রেখেছেন? দিনশেষে যেটি আপনার নিত্যদিনের সঙ্গী, তার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কথা বেমালুম ভুলে যাননি তো?

সম্প্রতি যুক্তরাজ্যভিত্তিক এক জরিপে দেখা গেছে, আড়াই হাজার মানুষের মধ্যে ৪০ শতাংশ মানুষ প্রতি চার মাসে একবার তাদের বিছানার চাদর পরিষ্কার করেন। ১২ শতাংশ মানুষ শেষ কবে চাদর ধুয়ে বিছানায় নতুন চাদর পেতেছেন, তা তাদের মনে নেই। যদিও নারীদের মধ্যে চাদর বদলানোর প্রবণতা একটু বেশি। ৬২ শতাংশ নারী জানিয়েছেন, প্রতি মাসেই তারা একবার বিছানার চাদর পরিষ্কার করেন।

কেন বদলাতে হবে বিছানার চাদর?

সুস্থ থাকার জন্য যতটা প্রয়োজন স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, ঠিক ততটাই প্রয়োজন স্বাস্থ্যকর পরিবেশ। কথায় আছে, সুস্থ দেহে সুস্থ মন। আর সেই সুস্থ দেহের জন্য আশপাশের পরিবেশ সুস্থ রাখা জরুরি। নিউরোসাইটিস্ট ও নিদ্রা বিশেষজ্ঞ

ডাক্তার লিন্ডসে ব্রাউনিংয়ের মতে, আমাদের আনুষাঙ্গিক জিনিসপত্রের মধ্যে বিছানার চাদরই সবচেয়ে দ্রুত অপরিষ্কার হয়। সারা দিনের ক্লান্তি শেষে বিছানার চাদরের ওপরই গা এলিয়ে দিতে হয় আমাদের। আর তাতে লেগে থাকে সারা দিনের শরীরে জমা হয়ে থাকা ঘাম, ধুলা।

অনেকে বলতে পারেন, আমি তো স্নান করে এসে এরপর বিছানায় যাই, আমার সারা দিনের শরীরের ময়লা তো বিছানার চাদরে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। সেটা অনেকাংশে সত্য। তবে শরীর যতই পরিষ্কার করুন না কেন, শরীরে নিয়মিত বিরতিতেই ঘাম উতন্ন হয়, বিশেষত গ্রীষ্মকালে। যখন ঘুমানোর সময় কমবেশি প্রচুর ঘাম উতন্ন হয়, তখন বিছানার চাদরের যত্ন নেওয়াটা আরও বেশি জরুরি হয়ে পড়ে।

সময়মতো বিছানার চাদর না বদলানোর প্রভাব সময়মতো বিছানার চাদর পরিবর্তন না করার ফলাফল হতে পারে ভয়াবহ। বিছানার চাদরে জমে থাকা ধুলাবালু, ব্যাকটেরিয়া আমাদের ঘুমের সময় সহজেই শরীরে প্রবেশ করতে পারে। যা থেকে শরীরে দেখা দিতে পারে অ্যালার্জি, ব্রণ কিংবা একজিমা। এ ছাড়া অপরিষ্কার বিছানা ব্যাঘাত ঘটাতে পারে ঘুমের। কারণ, মানুষের ঘুম পুরোটাই নির্ভর করে তার আরামের ওপর। অপরিষ্কার বিছানায় নিশ্চয়ই সেই আরামের ঘুম হবে না। আর ঘুমে নিয়মিত ব্যাঘাত সুযোগ করে দেয় দেহে আরও অনেক রোগ বাসা বাঁধার। প্রতিদিন ঘুমের সময় আমাদের শরীর থেকে শুধু ঘামই নয়, নিয়মিত বিরতিতে মৃত কোষ খসে পড়ে। খালি চোখে দেখা অসম্ভব সেসব মৃত কোষ জমা হয় বিছানার চাদরে, যা আকর্ষণ করে বিভিন্ন প্রকার ব্যাকটেরিয়া ও পোকামাকড়কে। তাদের থেকে সরাসরি বড় রকম রোগ-বালাই হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। কিন্তু ভালো ঘুমের ব্যাঘাতেও তাদের জুড়ি মেলা ভার। এমনকি তাদের সংস্পর্শে শরীরে র্যাশ, চুলকানি, লাল স্পটের দেখাও মিলতে পারে। অনেক দিন এক জায়গায় থাকলে তারাই বয়ে আনতে পারে ভয়াবহ সব রোগের জীবাণু। বিছানার চাদর ঠিক কত দিন পর পর বদলানো উচিত?

ডাক্তার লিন্ডসে ব্রাউনিংয়ের মতে, দুই সপ্তাহ পরপরই বিছানার চাদর বদলানো প্রয়োজন। বিছানায় জমা হওয়া মৃত কোষ ও ঘাম, ব্যাকটেরিয়া শনাক্ত করতে দেড় থেকে দুই সপ্তাহ পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। যে কারণে দুই সপ্তাহ পরপর অবশ্যই বিছানার চাদর পরিবর্তন করা উচিত। তবে এটা সময়ের ওপরও নির্ভর করে। শীতকালে যেহেতু তাপমাত্রা কম থাকে, তাই ঘামও তৈরি হয় কম। সে সময় চাইলে একটু বেশি সময় একই চাদর রাখা যেতে পারে। তবে এ সময় শরীরের মৃত কোষের উতাদন কিন্তু কমে যায় না। শীতকালে একটু শিথিল করে প্রতি মাসে একবার চাদর বদলালেও চলবে। তবে গ্রীষ্মকালে তা যেন কোনোভাবেই দুই সপ্তাহের বেশি না হয়, সে ব্যাপারে লক্ষ রাখা প্রয়োজন।

ত্বকের জেল্লা বাড়াতে শুধু ডাবের জল নয়, শাঁসও উপকারী

ডাব খুবই উপকারী একটি ফল। যা ১২ মাসই পাওয়া যায়। তবে গরমে এর কদল থাকে সব থেকে বেশি। কারণ গরমে স্বস্তি পেতে ডাবের জলের জুড়ি মেলা ভার। এক গ্লাস ঠান্ডা ডাবের জল মন জুড়িয়ে দেয়। গরমে শরীর সুস্থ রাখতেও ডাবের জল দারুণ কার্যকরী। ডাবের জলের পাশাপাশি, ডাবের শাঁসও বেশ উপকারী। মুখের দাগছোপ তুলতে ডাবের জল দিয়ে মুখ ধোয়ার চল তো রয়েছে।

কিন্তু ডাবের শাঁসও ত্বকের যত্নে সমান ভাবে উপকারী তা অনেকেরই অজানা। ডাবের শাঁস দিয়ে তৈরি করে নিতে পারেন ফেস মাস্কও। কীভাবে বানাবেন? চলুন জেনে নেয়া যাক-

টমেটোর শাঁস বের করে নিয়ে তাতে দুই টেবিল চামচ দুধ দিয়ে মিক্সারে গুঁড়িয়ে নিন। এবার ওই মিশ্রণটিতে আধা কাপ ডাবের শাঁস মিশিয়ে নিয়ে আবো এক বার মিক্সিতে গুঁড়িয়ে মুখে আর গলায় ভালো করে মেখে নিন। দশ মিনিট মতো রাখুন। ত্বকের মৃত কোষ দূর করতে দারুণ সাহায্য করবে এই মাস্ক। কচি ডাবের শাঁস মিক্সিতে দিয়ে মসৃণ করে গুঁড়িয়ে নিন। তাতে কয়েক ফোঁটা কাঠবাদাম তেল মেশান। মুখের ত্বকে আর গলায় ভালো করে মেখে কিছুক্ষণ রেখে দিন। শুকিয়ে এলে হালকা গরম জলে পাতলা সুতির কাপড় ভিজিয়ে ত্বক পরিষ্কার করে নিন। এতে গরমেও বজায় থাকবে ত্বকের আর্দতা।

ত্বকের পুষ্টি জোগাতে ডাবের শাঁসের চেয়ে ভালো কিছু নেই। আধা কাপ ডাবের জল বা নারকেল দুধের সঙ্গে এক চামচ শশার রস আর অ্যালোভেরা জেল, আর কচি ডাবের শাঁস একসঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে একটি মিশ্রণ বানিয়ে নিন। ১০ মিনিট রেখে ঠান্ডা জলে ধুয়ে ফেলুন। ত্বকের অবাঞ্ছিত দাগছোপ দূর করতে দারুণ সাহায্য করবে এই মাস্ক।

শেখ হাসিনার গাড়ি বহরে হামলা: প্রাক্তন এমপি হাবিবসহ চারজনের যাবজ্জীবন, ৪৪ জনকে ৭ বছরের কারাদণ্ড

সাতক্ষীরা, ১৮ এপ্রিল (হি.স.): বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গাড়ি বহরে হামলার ঘটনায় অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের দুটি মামলায় বিএনপির প্রাক্তন সংসদ সদস্য হাবিবুল ইসলাম হাবিবসহ চারজনকে যাবজ্জীবন ও ৪৪ জনকে সাত বছর করে কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। মঙ্গলবার সাতক্ষীরার স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল-৩ এর বিচারক বিশ্বনাথ মণ্ডল এক জনাকীর্ণ আদালতে এ রায় ঘোষণা করেন।

মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন- জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও প্রাক্তন সংসদ সদস্য হাবিবুল ইসলাম হাবিব, আব্দুল কাদের বাচ্চু, আরিফুর রহমান (রঞ্জু) ও রিপন। এছাড়া সাজাপ্রাপ্ত অন্যান্যরা হলেন- নাজমুল হোসেন, আলাউদ্দীন, মফিজুল ইসলাম, খালেদ মনজুর রোমেল, মাজহারুল ইসলাম, আব্দুল মালেক, রবিউল ইসলাম, মো. আশরাফ হোসেন, নজরুল ইসলাম, মো. আব্দুর রাজ্জাক, শেখ তামিম আজাদ মেরিন, রকিব মোল্যা, মো. আক্তারুল ইসলাম (সাবেক মেয়র), মো. মফিজুল ইসলাম, আব্দুল মজিদ, অ্যাড. আব্দুস সামাদ, হাসান আলী, ইয়াছিন আলী, ময়না, আব্দুস সাত্তার, খালেদ মঞ্জুর রোমেল, মো. তোফাজ্জেল হোসেন সেন্টু, মো. মাজহারুল ইসলাম, আব্দুল মালেক, আব্দুর রব, জহুরুল ইসলাম, রবিউল ইসলাম গোলাম রসুল, অ্যাড. আব্দুস সাত্তার, রিংকু, আব্দুস সামাদ, আলাউদ্দীন, আলতাফ হোসেন, সঞ্জু, নাজমুল হোসেন, শাহাবুদ্দিন, মো. সাহেব আলী, মো. সিরাজুল ইসলাম, টাইগার খোকন, রকিব, টলি শহিদুল, কনক, শেখ কামরুল ইসলাম, মো. মনিরুল ইসলাম, ইয়াছিন, শেলি, শাহিনুর রহমান, বিদার মোড়ল, মো. সোহাগ, মাহাফুজুর মোল্যা ও আব্দুল গফফার গাজী।

সাতক্ষীরা আদালত সূত্র জানায়, ২০০২ সালের ৩০ আগস্ট সকাল ১০টায় বাংলাদেশের তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক বীর মুক্তিযোদ্ধার নির্য্যাতিতা স্ত্রীকে দেখতে সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে আসেন। সেখান থেকে যশোরে ফিরে যাওয়ার পথে সকাল ১১টা ৪০ মিনিটের দিকে বিএনপির নেতাকর্মীরা কলারোয়ায় দলীয় অফিসের সামনে একটি যাত্রীবাহী বাস (সাতক্ষীরা-জ-০৪-০০২৯) রাস্তার ওপরে আড়াআড়ি রেখে তার গাড়ি বহরে হামলা চালায়। হামলায় আওয়ামী লীগের এক ডজন নেতাকর্মী আহত হন। এ ঘটনায় করা হামলা মামলায় ২০২১ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি তালা-কলারোয়ার বিএনপির প্রাক্তন সংসদ সদস্য হাবিবুল ইসলাম হাবিবসহ ৫০ জন নেতাকর্মীকে চার থেকে ১০ বছর মেয়াদে সাজা দেন সাতক্ষীরার চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হুমায়ুন কবির। এছাড়া গত ১৪ জুন অস্ত্র ও বিস্ফোরক আইনের অপর দুটি মামলায় চার্জ গঠন করা হয়। যার রায় ঘোষণা করা হলো আজ।

এ মামলার ৫০ জন আসামির মধ্যে দুইজন মৃত্যুবরণ করেছেন। রায় ঘোষণার সময় ৩৬ জন আসামি আদালতের কাঠগড়ায় উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বাকিরা পলাতক রয়েছেন।

সাতক্ষীরা জজ কোর্টের পিপি অ্যাডভোকেট আব্দুল লতিফ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

সমন স্থগিত রেখে ফের অভিষেককে চিঠি সিবিআইয়ের

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল (হি. স.) : অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আবার চিঠি দিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। তবে এ বার আগের তাঁর সমন স্থগিত রাখার কথা জানিয়েছে সিবিআই।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত তৃণমূল নেতা কুন্তল ঘোষের চিঠি প্রসঙ্গে কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর নির্দেশনামায় বলেছিলেন, প্রয়োজনে অভিষেককে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে ইডি, সিবিআইয়ের মতো কেন্দ্রীয় সংস্থা। বিচারপতির সেই 'পর্য্যবেক্ষণ'কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলেন তৃণমূল সাংসদ। সেই মামলায় হাই কোর্টের রায়ে স্থগিতাদেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। তার পরেও সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অভিষেককে চিঠি পাঠায়। যার তীব্র নিন্দা করেছিল তৃণমূল।

সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে তাঁকে হেনস্থা করার পাশাপাশি আদালত অবমাননারও অভিযোগ করেছিলেন অভিষেক। সুপ্রিম কোর্টে স্থগিতাদেশ সত্ত্বেও তাঁকে সিবিআইয়ের নোটিস পাঠানো নিয়ে সোমবার সন্ধ্যায় টুইটারে অভিযোগ করেছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সিবিআই একটি চিঠি পাঠাল অভিষেককে। এই চিঠিতে বলা হয়েছে, অভিষেককে হাজিরা দেওয়ার জন্য সিবিআইয়ের তরফে যে নোটিস পাঠানো হয়েছিল, তা আপাতত স্থগিত রাখা হল।এর পরেই মঙ্গলবার সকালে সিবিআই আরও একটি চিঠি পাঠিয়ে অভিষেককে জানায়, সুপ্রিম কোর্টের পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত ওই নোটিস স্থগিত রাখা হল।

আকস্মিক সফরে ইউক্রেনে পুতিন, পরিদর্শন করেছেন খেরসন ও লুহানস্ক -এর সদর দফতর

খেরসন, ১৮ এপ্রিল (হি.স.) : আকস্মিক সফরে ইউক্রেনে গেলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। মঙ্গলবার ক্রেমলিন জানিয়েছে খেরসন ও লুহানস্ক অঞ্চলের সামরিক সদর দফতর পরিদর্শন করেছেন পুতিন। ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরুর পর দ্বিতীয়বারের মত দেশটি সফর করেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।

পুতিন দক্ষিণ খেরসন অঞ্চলে একটি সামরিক কমান্ডের বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি জাপোরিঝিয়া অঞ্চলের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিমান বাহিনীর কমান্ডার ও অন্যান্য সিনিয়র কর্মকর্তাদের কাছ থেকে জানতে চেয়েছেন। পুতিন ইউক্রেনের পূর্ব লুহানস্ক অঞ্চলের ন্যাশনাল গার্ড সদর দফতরও পরিদর্শন করেছেন।

ক্রেমলিন এই সফরের একটি ভিডিওও প্রকাশ করেছে। ভিডিওতে দেখা গেছে, লুহানস্কে হেলিকপ্টারে কর যাচ্ছিলেন পুতিন। কিন্তু কখন কোন বৈঠক হয়েছে তা জানানো হয়নি। এর আগে রুশ বাহিনীর দখল করা দোনেৎস্ক অঞ্চলের ইউক্রেনীয় শহর মারিউপোল পরিদর্শন করেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। হেলিকপ্টারে করে পুতিন মারিউপোল যান। শহরের বেশ কয়েকটি এলাকা তিনি ঘুরে দেখেন। এসময় পুতিন সেখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের খোঁজ-খবর নেন।

পানাজিতে যোগাভ্যাস করলেন জি-২০ প্রতিনিধিরা, ঘুরে দেখলেন জনৌষধি পরিযোজনা কেন্দ্র

পানাজি, ১৮ এপ্রিল (হি.স.): গোয়ায় ভারতের জি-টোয়েন্টি প্রেসিডেন্সির অধীনে দ্বিতীয় স্বাস্থ্য কার্যকারিনী গোষ্ঠী বৈঠকের দ্বিতীয় দিনে সদস্য দেশগুলির প্রতিনিধিরা যোগাভ্যাসে অংশগ্রহণ করেছেন। মঙ্গলবার সকালে যোগাভ্যাসে অংশ নেন জি-টোয়েন্টি প্রতিনিধিরা। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ডাঃ ভারতী প্রবীণ পওয়ার। তিনি বলেছেন, 'আমি সুস্থ জীবনের জন্য প্রতিদিন যোগব্যায়াম অনুশীলন করার জন্য প্রত্যেকের কাছে আবেদন করছি।' পরে জি-টোয়েন্টি সদস্য দেশের প্রতিনিধিরা গোয়ার পানাজিতেই প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনৌষধি পরিযোজনা কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডাঃ মনসুখ মান্ডভিয়া সকলকে জনৌষধি পরিযোজনা কেন্দ্র ঘুরিয়ে দেখান। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া টুইট করে জানিয়েছেন, দ্বিতীয় জি-টোয়েন্টি হেলথ ওয়ার্কিং গ্রুপ মিটিংয়ের পাশাপাশি জি-টোয়েন্টি প্রতিনিধিদের সঙ্গে পানাজিতে জনৌষধি কেন্দ্র পরিদর্শন করেছি। তাঁদের কাছে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনৌষধি পরিযোজনা কেন্দ্র-র মডেল এবং কীভাবে এই কেন্দ্র গুণমানসম্পন্ন ও সাশ্রয়ী মূল্যের ওষুধ সরবরাহ করে সাধারণ মানুষকে উপকৃত করছে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

বিহারে বিষমদে মৃত্যু বেড়ে ৩১

পাটনা, ১৮ এপ্রিল (হি.স.): বিহারের পূর্ব চম্পারণ জেলার মোতিহারিতে বিষমদ কাণ্ডে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৩১-এ পৌঁছেছে। মঙ্গলবার প্রশাসনের পক্ষ থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে। মদের কারবারি-সহ গ্রেফতার করা হয়েছে ১৮৩ জনকে। বিহারে বিষমদের আতঙ্ক ক্রমশ বেড়েই চলেছে। বিহারের মোতিহারিতে মঙ্গলবার দুপুর পর্য্যন্ত বিষমদ কান্ডে মোট ৩১ জনের মৃত্যু হয়েছে। যদিও, বেসরকারি সূত্রে মৃতের সংখ্যা আরও বেশি।

মোতিহারি এবং মুজফরপুরের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এ পর্য্যন্ত গ্রেফতার হয়েছেন ১৮৩ জন। তল্লাশি অভিযানে ৬ হাজার লিটারেরও বেশি মদ বাজেয়াপ্ত হয়েছে। অবৈধ মদের রমরমা রুখতে লাগাতার অভিযান চালাচ্ছে মোতিহারি পুলিশ। ধৃত ১৮৩ জনের মধ্যে ২৬ জন অবৈধ মদের কারবারি।

তেহট্টের বিধায়কের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ কলকাতা হাই কোর্টের

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল (হি. স.) : নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআইয়ের রাডারে এবার নদিয়ার তেহট্টের বিধায়ক তাপস সাহা। চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে টাকা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।

কলকাতা হাইকোর্টে বিধায়কের নামে দায়ের হওয়া মামলায় সিবিআইয়ের হাতে তদন্তভার তুলে দিলেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। একইসঙ্গে দ্রুত যাবতীয় নথিপত্র ও কেস ডাইরি সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ রাজ্যের দুর্নীতি দমন শাখাকে।

তৃণমূল বিধায়কতাপসের বিরুদ্ধে চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণার অভিযোগ সামনে আসে। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার নির্দেশ, অবিলম্বে পুলিশের কাছ থেকে মামলাটি সিবিআইকে হস্তান্তর করতে হবে।

দ্রুত এই মামলার তদন্ত শুরু করবে সিবিআই। রাজ্য এই নির্দেশে স্থগিতাদেশ চাইলে আদালত তা খারিজ করে দেয়। একইসঙ্গে এদিন আদালতে দুর্নীতি দমন শাখার আইও-কে তীব্র ভর্ৎসনা আদালতের।

এদিন এজলাসে বিচারপতি জানান, দুর্নীতি দমন শাখার আই ও অনুপম দাস যে ভাবে তিন অভিযুক্তদের জামিন আটকাতে নিম্ন আদালতে রিপোর্ট দিয়েছেন সেটা মনে রাখার মতো। যার জেরে জামিনের আবেদন খারিজ হয়েছে। এত ভালো তদন্ত এগোলেও তার হাত কী করে তাপস সাহাতে এসে আটকে যাচ্ছে সেটা দেখে বিস্মিত আদালত। উল্লেখ্য, শুধু তাপস সাহা নন, এই মামলায় অভিযুক্ত বাকি তিনজনের বিরুদ্ধেও তদন্ত করবে সিবিআই বলে স্পষ্ট করেছে আদালত।

৪-দিনের সফরে হিমাচলে পৌঁছলেন রাষ্ট্রপতি, অভিবাদন রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রী

শিমলা, ১৮ এপ্রিল (হি.স.): রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৪-দিনের সফরে মঙ্গলবার হিমাচল প্রদেশ পৌঁছেছেন।

মাশোব্রা-র রাষ্ট্রপতি নিবাসে তিনি থাকবেন।

সেখানেই এদিন একটি টিউলিপ বাগানের উদ্বোধন করেছেন রাষ্ট্রপতি। শিমলার রাজভবনে হিমাচল প্রদেশ সরকার আয়োজিত নাগরিক সম্বর্ধনায় অংশ নেন রাষ্ট্রপতি। হিমাচল প্রদেশের রাজ্যপাল শিব প্রতাপ শুক্লা এবং মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সুখবিন্দর সিং সুখু রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে রাষ্ট্রপতি নিবাস-স্বাগত জানান। হিমাচল প্রদেশে প্রথম সফরে রাষ্ট্রপতিকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়।

আগামীকাল রাষ্ট্রপতি জাতীয় অডিট ও অ্যাকাউন্ট্স অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষণরত আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলবেন।

হিমাচল প্রদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৬ তম সমাবর্তন উৎসবে'ও তাঁর যোগ দেওয়ার কর্মসূচী রয়েছে। ২০ তারিখ রাষ্ট্রপতি নিবাসের দরজা, জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হবে। রাষ্ট্রপতি, অতিথি অভ্যাগতদের স্বাগত জানাবেন।

নিউইয়র্কে গোপন চিনা পুলিশ স্টেশন পরিচালনার অভিযোগে গ্রেফতার ২

নিউইয়র্কে, ১৮ এপ্রিল (হি.স.) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে চিনের পুলিশ বাহিনীর হয়ে 'গোপন স্টেশন' পরিচালনার অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে এফবিআই। স্টেশনটি আমেরিকায় বসবাসকারী চিনা ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর নজরদারি করতে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করা হতো বলে জানিয়েছে মার্কিন কেন্দ্রীয় আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাটি।

সোমবার গ্রেফতার হওয়া লু জিয়ানওয়াং (৬১) ও চেন জিনপিং (৫৯) নিউ ইয়র্কের বাসিন্দা। মার্কিন কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ম্যানহ্যাটনের চায়না টাউনে স্টেশনটি স্থাপন করা হয়েছিল আর পরে ওই বছরের শরতে সেটি বন্ধ হয়ে যায় বলে অভিযোগ।

লু ও চেনের বিরুদ্ধে চিন সরকারের গোয়েন্দা হিসেবে কাজ করার ষড়যন্ত্র ও বিচারে বাধা দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে। সোমবার তাদের ব্রুকলিনের ফেডারেল আদালতে হাজির করা হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। চিন ও ইরানের মতো প্রতিপক্ষগুলো যুক্তরাষ্ট্রের বসবাস করা রাজনৈতিক ভিন্নমতাবলম্বীদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে, এমন অভিযোগের প্রেক্ষিতে মার্কিন বিচার মন্ত্রণালয় তাদের কথিত 'আন্তর্জাতিক দমন' এর বিরুদ্ধে তদন্তে গতি বাড়িয়েছে, এ সময়ই লু ও চেনের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো আনা হল। ব্রুকলিনের শীর্ষ ফেডারেল আইন কর্মকর্তা ব্রেয়ন পিস সাংবাদিকদের বলেন, "এই দেশে আশ্রয় নেওয়া গণতন্ত্রপন্থি আন্দোলনকারীদের ওপর চিন সরকারের নিপীড়ন আমরা বরদাস্ত করতে পারি না এবং করবো না।"

সোমবার মার্কিন আইন কর্মকর্তারা ভিন্নমতাবলম্বীদের অনলাইনে হয়রানি করার উদ্দেশ্যে কথিত 'ট্রোল ফার্ম' পরিচালনার জন্য চিনের ৩৪ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে। তারা মার্কিন প্রযুক্তি প্লাটফর্মে ভিন্নমতাবলম্বীদের বিভিন্ন বৈঠকেও বিঘ্ন ঘটাতেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

এর পাশাপাশি আরেক অভিযোগে আরও আট চিনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। তবে যেসব চিনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে তাদের কাউকেই আটক করা যায়নি। এ বিষয়ে মন্তব্যের জন্য রয়টার্সের করা অনুরোধে তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দেয়নি চিনের ওয়াশিংটন দূতাবাস। লু ও চেন উভয়েই আমেরিকার নাগরিক। তারা চিনের ফুজিয়ান প্রদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়া লোকজনের সামাজিক জমায়েতের স্থানের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্য নিয়ে একটি অলাভজনক সংস্থা পরিচালনা করছিল বলে মার্কিন আইন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

তারা আরও জানিয়েছেন, চিনে পলাতক হিসেবে বিবেচিত এক ব্যক্তিকে লু ২০১৮ সালে দেশে ফেরার জন্য প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছিলেন। চিন সরকার ক্যালিফোর্নিয়ায় বাস করা এক গণতন্ত্রপন্থি আন্দোলনকারীর হদিস বের করার জন্যও লুকে দায়িত্ব দিয়েছিল। আইন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, লু ও চেন এফবিআইয়ের কাছে স্বীকার করেছেন তারা চিনের এক সরকারি কর্মকর্তার সঙ্গে তাদের যোগাযোগের সব তথ্য ডিলিট করে ফেলেছেন।

নারদ মামলার এফআইআর থেকে নাম অপসারণ ও রক্ষাকবচ চান সাংসদ অপরূপা

কলকাতা ১৮ এপ্রিল (হি. স.) : নারদ মামলা অন্যতম অভিযুক্ত সাংসদ অপরূপা পোদ্দার। মামলায় এফআইআর থেকে নাম অপসারণ ও রক্ষাকবচ চেয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হলেন তিনি। মামলা গ্রহণ করেছে আদালত। শুনানি হতে পারে বৃহস্পতিবার।

২০১৪ সালের নারদ কান্ডের স্টিং অপারেশন করেছিল ম্যাথিউস স্যামুয়েল। সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা হাই কোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

উল্লেখ্য, সিবিআইয়ের দায়ের করা এফআইআরে রাজ্যের শাসকদলের একাধিক নেতা-মন্ত্রী-বিধায়ক-সাংসদ নামে এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল। এফআইআরে নাম ছিল সাংসদ অপরূপা পোদ্দারেও।

এ প্রসঙ্গে সাংসদ অপরূপা পোদ্দারের অভিযোগ, সিবিআই এখনও তদন্ত শেষ করতে পারেনি। তাই এবার এফআইআর থেকে নিজের নাম খারিজ এবং রক্ষাকবচের আবেদন নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি রাজা শেখর মান্থার এজলাসে আবেদন করেছেন অপরূপা।

অরুণাচলে গ্রেফতার নিষিদ্ধ এনএসসিএন (কে-ওয়াইএ)-এর শীর্ষ ক্যাডার

ইটানগর, ১৮ এপ্রিল (হি.স.) : অরুণাচল প্রদেশের লংডিং জেলায় গ্রেফতার করা হয়েছে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন 'ন্যাশনাল সোশালিস্ট কাউন্সিল অব নাগাল্যান্ড, খাপলাং-ইয়ুং আং' (এনএসসিএন, কে-ওয়াইএ)-এর এক শীর্ষ ক্যাডারকে।

সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে আজ মঙ্গলবার ভোরে জেলা পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে নিরাপত্তা বাহিনী আসাম রাইফেলস-এর যৌথ সশস্ত্র দল লংডিং জেলার একটি বস্তি এলাকায় জনৈক বাসিন্দার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে নিষিদ্ধ জঙ্গি গোষ্ঠী এনএসসিএন, কে-ওয়াইএ-এর এক শীর্ষ ক্যাডারকে আটক করেছে। তবে যাকে আটক করা হয়েছে এখনই তার নাম-ধাম কিছুই জানাতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন পুলিশ বা নিরাপত্তা বাহিনীর কর্তৃপক্ষ। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ৩১ জানুয়ারি আসাম রাইফেলসের লংডিং ব্যাটালিয়ন এবং জেলা পুলিশের যৌথ দল ওয়াঞ্চো এলাকায় অভিযান চালিয়ে এনএসসিএন (কে-ওয়াই)-এর স্বঘোষিত কমান্ডার অনোক ওয়াংসুকে গ্রেফতার করেছিল। তাকেও বস্তির একটি বাড়ি থেকে বেশ কিছু অপরাধমূলক নথি, চাঁদাবাজির টাকা এবং পরিচয় গোপন করার জন্য জাল আইডি কার্ড সহ গ্রেফতার করা হয়েছিল।

ভাঙড়ে মাঠে ডাঁই করা পোড়া নথিপত্র, খবর পেয়েই ছুটল সিবিআই

দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ১৮ এপ্রিল (হি. স.) : মঙ্গলবার সকালে আচমকাই খবর ছড়ায়, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে প্রচুর নথি। খবর শুনেই ছুটে যান সিবিআই আধিকারিকরা। অর্ধেক জ্বলে যাওয়া নথি সংগ্রহ করছে তাঁরা। কোন সত্য গোপন করতে কোন গুরুত্বপূর্ণ নথি জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছিল, তা খতিয়ে দেখছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা।

ভাঙড়ের আন্দুল গড়িয়া এলাকায় একটি মাঠের মধ্যে সরকারি নথি পুড়তে দেখা যায়। মাঠটি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে কেউ বা কারা মাঠে নথিপত্র ডাঁই করে রেখেছিলেন। সেখানে আগুনও ধরিয়ে দেওয়া হয়। দেখা যায়, বিশাল এলাকা জুড়ে নথিপত্রে আগুন জ্বলছে। সেগুলি কিসের নথি, কেনই বা তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল, জানা যায়নি।

ভাঙড়ের মাঠে যে নথিপত্রে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেগুলি সরকারি নথি বলেই মনে করা হচ্ছে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সিবিআইয়ের একাধিক গাড়ি। কেন্দ্রীয় বাহিনীর গোয়েন্দারাও সেখানে যান। আগুন নিভিয়ে অর্ধেক পুড়ে যাওয়া নথি উদ্ধারের চেষ্টা করেন তাঁরা। বেশ কিছু আধপোড়া নথি উদ্ধার করা হয়।

উল্লেখ্য, দিন কয়েক আগেই ভাঙড় ১ ব্লকের তৃণমূল সভাপতি শাহজাহান মোল্লার বাড়িতে হানা দিয়েছিল সিবিআই। নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত নথি উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছিল তারা। এই নথি জ্বালানোর সঙ্গে সেই নিয়োগ দুর্নীতি বা শাহজাহানের কোনও যোগ রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখছে সিবিআই।

কেবল পরীক্ষার জন্য দু'রাত বন্ধ থাকবে বিদ্যাসাগর সেতু

কলকাতা ১৮ এপ্রিল (হি. স.) : বিদ্যাসাগর সেতুর কেবল পরীক্ষা এবং মেরামত করা হবে। তার জন্য চলতি মাসের দু'দিন রাতে ওই সেতু দিয়ে যান চলাচল বন্ধ রাখতে চায় সেটি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনার্স (এইচআরবিসি)।

ইতিমধ্যেই বিষয়টি জানিয়ে কলকাতা পুলিশকে চিঠি দিয়েছে তারা। সেই চিঠির ভিত্তিতে গত সপ্তাহে পুলিশকে নিয়ে বিদ্যাসাগর সেতু পরিদর্শন করেছেন এইচআরবিসি কর্তৃপক্ষ। তবে কবে ওই সেতু বন্ধ রেখে কাজ করা হবে, তার দিনক্ষণ এখনও চূড়ান্ত হয়নি।

পুলিশ সূত্রের খবর, বিদ্যাসাগর সেতুতে যান চলাচল বন্ধ রাখা হলে যাঁরা অসুবিধায় পড়তে পারেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বলার পরেই প্রশাসন ওই কাজ শুরু করার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, চলতি মাসের শেষ দু'দিন রাতে এই কাজ করার অনুমতি মিলতে পারে প্রশাসনের তরফে। যদিও পুলিশকর্তারা চাইছেন ছুটির দিনে ওই কাজ করতে। কারণ, সে ক্ষেত্রে সেতু বন্ধ থাকলেও যানজট খানিকটা কমানো যাবে।

মঙ্গলবার লালবাজার সূত্রে জানা যায়, বিদ্যাসাগর সেতু তৈরি হওয়ার পরে মাত্র এক বারই সেটি কয়েক ঘণ্টার জন্য বন্ধ রাখা হয়েছিল। এ বার এই সেতুর স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে সেটি মেরামতির পাশাপাশি যে ঝুলন্ত কেব রয়েছে,সেগুলিও পরীক্ষা করতে চায় এইচআরবিসি। একই সঙ্গে সেতুর বেয়ারিংয়ের ক্ষমতাও খতিয়ে দেখা দরকার বলে সূত্রের খবর। আর এই সমগ্র কাজটি করার জন্য সেতু দিয়ে যান চলাচল বন্ধ রাখা প্রয়োজন।

হামলার প্রতিবাদে শ্রী রামনবমী শোভাযাত্রা নিরাপত্তা মঞ্চের ধরনা

ভাগলপুর, ১৮ এপ্রিল (হি.স.) : রামনবমী শোভাযাত্রা চলাকালীন বিভিন্ন স্থানে হামলার প্রতিবাদে মঙ্গলবার ভাগলপুরের কালেক্টরেটের অফিসের সামনে শ্রী রামনবমী শোভাযাত্রা সুরক্ষা মঞ্চ ভাগলপুর শাখার উদ্যোগে এক দিনের ধরনার আয়োজন করা হয়। যেখানে ভারতীয় জনতা পার্টি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল এবং অনেক হিন্দু সংগঠনের কর্মীরা অংশ নেন।শ্রী রামনবমী শোভাযাত্রা সুরক্ষা মঞ্চের কর্মসূচীর সাথে জড়িত কর্মীরা বলেছেন, সনাতন ধর্মের উপর এই ধরণের ধর্মীয় উন্মাদনা, গুলিবর্ষণ এবং পাথর নিক্ষেপ কোথাও থেকে ঠিক নয়। বক্তারা বলেন, তা রাম নবমীর শোভাযাত্রা হোক, দুর্গাপূজার শোভাযাত্রা হোক বা অন্য কোন শোভাযাত্রা হোক, শুধু হিন্দুদের নিয়েই কেন এত উন্মাদনা। জয় শ্রীরাম ঘোষণার সাথে সাথে সকলকে সনাতন ধর্মের প্রতি একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন যে আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সনাতন বিরোধী সরকারকে উৎখাত করব।বক্তারা বলেন, বিহারে তুষ্টির রাজনীতি চলতে দেওয়া হবে না। মহাজোটের সরকার ভারতীয় জনতা পার্টিকে বদনাম করতে কাজ করছে এবং শুধুমাত্র একটি ভোটব্যাংক তৈরি করতে। অথচ যারা ধর্মীয় উন্মাদনা ছড়ায় তাদের ধরা উচিত এবং জেলে ঢোকানো উচিত। বক্তারা বলেন, রাবণ যে সনাতনকে তার অহংকার দিয়ে ধ্বংস করতে পারেনি, যে সনাতনকে কংস তার অহংকার দিয়ে দমন করতে পারেনি। এই সনাতন নীতীশ সরকারের ওষুধ পাবে।

আনারস চাষে সিপাহীজলা জেলাকে রাজ্যে এগিয়ে নিয়ে যেতে এক দিবসীয় কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৮ এপ্রিল।। আনারস ত্রিপুরার সেরা ফলের তকমা পেয়ে গোটা দেশের সাথে বিদেশে ও রপ্তানি হয়ে আসছে বিগত কয়েক বছর ধরে। তবে এতদিন ত্রিপুরা রাজ্যের ঊনকোটি জেলায় আনারস চাষে বিখ্যাত ছিল। রাজ্যে আনারস চাষের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে এবং আনারস চাষে সিপাহীজলা জেলাকে অন্যতম মুখ হিসাবে গড়ে তুলতে চাইছে কৃষি দপ্তর। ত্রিপুরা রাজ্যে উৎপাদিত আনারস রাজ্যের বাইরে এবং বিদেশে বেশ চাহিদা রয়েছে।আর তাই কৃষি দপ্তর এইবার সিপাহীজলা জেলাকে আনারস চাষের জন্য বিখ্যাত করে তুলতে চাইছে। সেই উপলক্ষে মঙ্গলবার সিপাহীজলা জেলা কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে বিশ্রামগঞ্জ স্থিত শচীন দেব বর্মন স্মৃতি কলাক্ষেত্রে জেলার সমস্ত আনারস চাষীদের নিয়ে এক দিবসীয় কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলার এগ্রি স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি বিশ্বজিৎ সাহা, বিশালগড় মহকুমার কৃষি অধিকর্তা পরিতোষ দাস শহর সিপাহীজেলা জেলার কৃষি দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকরা। উক্ত কর্মশালায় জেলার পঞ্চাশ জন আনারস চাষীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আনারস চাষীদের কে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য কৃষি দপ্তরের পক্ষ থেকে বহিঃরাজ্যে থেকে প্রশিক্ষক আনা হয়েছিল। কৃষি দপ্তর আশাবাদী কৃষকরা যদি মনোযোগ দিয়ে শুধুমাত্র জৈব সার প্রয়োগ করে আনারস চাষ করে তাহলে দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করতে পারে ত্রিপুরা রাজ্যের সিপাহীজলা জেলা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা প্রশিক্ষণ নিতে আসা আনারস চাষীদের ভালো করে প্রশিক্ষণ নেওয়ার আহ্বান জানান।তৎসঙ্গে কৃষি দপ্তর থেকে চাষিদের আগামী দিনে চাষের জন্য যাবতীয় সাহায্য করা হবে বলেও জানান।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মুখ্যমন্ত্রীদের ভূমিকা

● প্রথম পাতার পর

চক্রবর্তী ময়দানে নেমে পড়েন। তৎকালীন সময়ে সিপিএমের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বি কংগ্রেসের মঞ্চে নৃপেন চক্রবর্তীকে দেখা গেছে। নৃপেন চক্রবর্তী সর্বহারা ছিলেন। কিন্তু সর্বত্যাগী হতে পারেননি। ক্ষমতার মোহ তাঁকে পাগলপ্রাণ করে ছেড়েছিল। এতদিনের সংগ্রামের ইতিহাসকে পদদলিত করে নৃপেন চক্রবর্তী প্রকাশ্যে দলের মুন্ডুপাত করেছেন। জ্যোতি বসুর ছেলে চন্দন বসু কি করে এত এত কোটি টাকার মালিক হয়েছেন সেই প্রশ্ন তুলেছেন। দুই নম্বর এমএলএ হোস্টেলের একটি কক্ষে শেষ দিনটি পর্যন্ত কাটিয়ে গেছেন। জিবি হাসপাতালে তাঁকে কতখানি চিকিৎসা দেয়া হয়েছে, তাঁকে কেন বহিঃরাজ্যে উন্নত চিকিৎসার জন্য নেয়া হল না এই প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্ন উঠেছে কমরেডদের ভূমিকা নিয়েও। তিলে তিলে একজন সর্বত্যাগী নেতা শেষ বিদায় নিলেন। পার্টি নেতৃত্বে সেখানে কোনও ভূমিকাই পালন করলেন না। তাঁকে আগেই দল থেকে বহিঃস্কার করা হয়েছিল। মৃত্যুর পর নৃপেন চক্রবর্তীকে দলে নিয়ে তাঁকে লাল কাপড়ে ঢেকে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছিল। এতবড় নির্মম ইতিহাস যেখানে আছে সেখানে কমরেডরা কি বলবেন। একজন সর্বত্যাগী নেতা যেভাবে দলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন সেটা বিপ্লবীদের কাছে খুবই বেদনার এবং অনাকাঙ্খিত।

ক্ষমতার সিংহাসনে বসতে এরাজ্যে রাজনৈতিক নেতাদের ভূমিকা অনেক ক্ষেত্রে দৃষ্টিকটু ও গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারনার পরিপন্থী ছিল বলে অনেকেই অভিমত দিয়েছেন। ধীরে ধীরে রাজনীতিতে আদর্শের ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। কমিউনিস্ট পার্টি যে আদর্শ ও বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত তা অনেক আগেই ছারখার হয়ে গিয়েছে। এখন যেনতেন প্রকারেণ ক্ষমতা দখলই শেষ কথা। নীতি আদর্শের বালাই নেই। এইভাবেই আমাদের গণতান্ত্রিক মূলবোধ দিনেদিনেই তলিয়ে যাচ্ছে। ক্ষমতার জন্য আদর্শের ছিটেফোঁটাও আজ বিলীন হয়ে যাচ্ছে। গত বিধানসভা নির্বাচনে সেই অবক্ষয়, ক্ষমতার জন্য নগ্ন আস্ফালন রাজ্যের মানুষ লক্ষ্য করেছে। ত্রিপুরার ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা সেই বাম আমল থেকেই দেখা গিয়েছে। নৃপেন চক্রবর্তীর মত সর্বত্যাগী মানুষের যদি ক্ষমতার জন্য দলের বুকে ছুরি বসাতে পারেন তাহলে আগামী দিন রাজনীতি কত কঠোর কঠিন হতে পারে, মানুষের আশা প্রত্যাশার মূল্য কতখানি থাকতে পারে তা ভাববার দিন এসেছে। (চলবে)

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

না। রক্তদান মনে করিয়ে দেয় আমরা সবাই এক।

রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, গত বিধানসভা নির্বাচনের সময় রাজ্যের ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে রক্তের স্বল্পতা দেখা দিয়েছিল। রক্তের এই চাহিদা এবং যোগানের মধ্যে অসমতা দূর করতে নির্বাচনের পর রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জনসাধারণকে রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানানো হয়। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে রক্তের স্বল্পতা দূর করতে রাজ্যের মানুষ যেভাবে এগিয়ে এসেছেন তা রক্তদানকে এক জনজাগরণে পরিণত করেছে। মানুষ মানুষের জন্য তা প্রমান করেছে। অল ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আজকের দিনে রাজ্যের প্রত্যেকটি জেলায় এধরণের রক্তদান কর্মসূচি গ্রহণ করায় মুখ্যমন্ত্রী তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এই ধরনের উদ্যোগ আগামীদিনেও অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রক্ত যাতে কোনও ভাবে নষ্ট না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে রক্তের চাহিদা এবং যোগানের মধ্যে সমতা বজায় রাখতে হবে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ড্রাগস মুক্ত রাজ্য গঠনে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার ড্রাগসের ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে। পাশাপশি নিজ নিজ এলাকায় ড্রাগসে আসক্ত বা ড্রাগস'র সাথে যুক্তদের চিহ্নিত করে সরকারের নজরে নিয়ে আসতে মুখ্যমন্ত্রী সকলের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজমদার, স্বাস্থ্য সচিব ড. দেবাশিস বসু, আইজিএম হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডা. সুমিত দেববর্মা উপস্থিত ছিলেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন অল ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ডাঃ কনক চৌধুরী। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডা. প্রদীপ কুমার দেববর্মা।

রাজ্যেও করোনার

● প্রথম পাতার পর

তিনজনের দেহে সংক্রমণ মিলেছে। তাঁদের সকলের আরটি-পিসিআর নমুনা সংগ্রহ করে পুরো জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ের জন্য যেই ভাইরাসে তাঁরা সংক্রামিত হয়েছে তা নির্ধারণের জন্য আগরতলা সরকারী মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে।

এদিকে, ত্রিপুরায় গত ২৪ ঘন্টায় ৬ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। তাতে, করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০। দৈনিক সংক্রমণের হার বর্তমানে হয়েছে ০.৯৪ শতাংশ। তবে, মৃত্যুর কোন খবর নেই। এদিকে, জেলাভিত্তিক দৈনিক সংক্রমনে পশ্চিম ত্রিপুরা ও ঊনকোটি ত্রিপুরা জেলা শীর্ষে রয়েছে।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআরে ৮ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৬৩১ জন মোট ৬৩৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৬ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। ফলে, দৈনিক সংক্রমণের হার বর্তমানে হয়েছে ০.৯৪ শতাংশ। বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ১০ জন।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ১০৮০৪৪ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১০৭০২৮ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার হয়েছে ৪.০৬ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার হয়েছে ৯৯.০৬ শতাংশ। এদিকে, ০.৮৭ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। এছাড়া ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৯৩৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ৩ জন এবং ঊনকোটি জেলায় ৩ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। বাকি ছয় জেলায় গত ২৪ ঘণ্টায় কেউ করোনা আক্রান্ত হননি।

সড়ক অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

চার কিলোমিটার এলাকায় অবৈধ বসবাস গড়ে তোলার অভিযোগ তুলে সরব হয় কাঞ্চণপুরবাসী । তাদের বক্তব্য ছিল এতে দীর্ঘদিন ধরে কাঞ্চনপুর এলাকায় জাতি- উপজাতির মধ্যে যে শান্তি- সম্প্রীতি রয়েছে তা বিনষ্ট হওয়ার আশংকা। তাই কোন ভাবেই যাতে শান্তির পরিবেশ নষ্ট না হয় সেই দাবি জানায় কাঞ্চনপুরবাসী। কাঞ্চনপুর বাসি ও বাজার কমিটি যৌথভাবে স্মারকলিপি জমা দেয় মহকুমা শাসকের কাছে। দাবি জানানো হয় মহকুমা শাসক যাতে অতিসত্বর তদন্ত করে আইন অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

ডেপুটেশন প্রদানের ১২ ঘন্টার মধ্যেই এই ঘটনার প্রতিবাদে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে মঙ্গলবার কাঞ্চনপুর মোটরস্ট্যান্ড চৌমুহনী এলাকায় সড়ক অবরোধে সামিল হয় পাট্টা প্রাপকরা। দীর্ঘ সময় এই রাস্তা দিয়ে যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। সড়ক অবরোধের খবর পেয়ে ছুটে আসে কাঞ্চণপুর থানার পুলিশ এবং প্রশাসনিক আধিকারিকেরা। তাদের আশ্বস্ত করা গোটা বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করবেন জেলা ও মহকুমা শাসক। সেই বৈঠকে সমস্ত কিছু তুলে ধরা হবে। বৈঠক থেকে গৃহীত সিদ্ধান্ত গুলি তাদের অবগত করা হবে। এই আশ্বাস পাওয়ার পর সড়ক অবরোধ তুলে নেয় পাট্টা প্রাপকরা।

আমবাসায়

● প্রথম পাতার পর

তিনঘরিয়ার এক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করেছিল। যদিও পুলিশ এই ব্যক্তিকে আটক করেনি। আমবাসা থানার ওসির নেতৃত্বে পুলিশ কর্মীরা উদ্ধার হওয়া চারটি বাইক সহ ধৃত তিন জনকেই মঙ্গলবার সকালে আমবাসা থানার উদ্দেশ্যে নিয়ে যায়।

হাইকোর্টে মিলল কেশপুরে সুকান্তর সভার অনুমতি

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল (হি. স.) : শেষ পর্যন্ত মিলল বঙ্গ বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের কেশপুরের সভার অনুমতি। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার বেঞ্চ এদিন সুকান্ত মজুমদারের সভার অনুমতি দিয়েছেন। কেশপুরের বিশ্বনাথপুরের ভাতশালা মাঠে সভা করার জন্য গ্রামের কমিটির তরফে ১৬ এপ্রিল স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই অনুমতি শেষ মুহূর্তে তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। সোমবারই পুলিশের তরফে বিজেপিকে জানানো হয় যে কেশপুর থানার পুলিশের কাছে সভাস্থল নিয়ে বেশ কিছু আপত্তি জমা পড়েছে। সেই কারণে ওই জায়গায় সভা করার অনুমতি দিচ্ছিল না পুলিশ। এমন পরিস্থিতিতে সভা করার জন্য হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় বিজেপি শিবির।কেশপুরের বিশ্বনাথপুরে বাজার কমিটির সভাপতি মধুসুদন কারক অনুমতি দিয়েও কেন শেষ মুহূর্তে প্রত্যাহার করলেন? তা নিয়ে বিস্মিত আদালত। বাজার কমিটির সভাপতি ছাড়াও আরও দুইজন লিখিতভাবে আপত্তি জানিয়েছেন সভার ব্যাপারে। বিচারপতি মান্থা এদিন ওই বাজার কমিটির সভাপতিকে মামলায় যুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

লরেন্স-কে ৭ দিনের হেফাজতে পেল এনআইএ

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল (হি.স.): গ্যাংস্টার লরেন্স বিশ্নোইকে ৭ দিনের জন্য হেফাজতে পেল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। মঙ্গলবার দিল্লির পাটিয়ালা হাউস কোর্ট লরেন্সকে ৭ দিনের এনআইএ-র হেফাজতে পাঠিয়েছে। একইসঙ্গে আদালত জানিয়েছে, হেফাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর প্রামাণ্য নথি জমা দিতে হবে।গ্যাংস্টার লরেন্সকে মঙ্গলবার কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে দিল্লির পাটিয়ালা হাউস কোর্টে পেশ করা হয়। লরেন্স এই মুহূর্তে ভাটিন্ডা সেন্ট্রাল জেলে বন্দি রয়েছে। লরেন্সকে ৭ দিনের হেফাজতে চেয়েছিল এনআইএ। সেই আবেদন মঞ্জুর করেছে দিল্লির পাটিয়ালা হাউস কোর্ট। লরেন্সকে ৭ দিনের দিনের এনআইএ হেফাজতে পাঠিয়েছে, আদালত জানিয়েছে, হেফাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর প্রামাণ্য নথি জমা দিতে হবে।

এনসিপি-র সঙ্গে আছি এবং দলের সাথেই থাকব : অজিত পওয়ার

মুম্বই, ১৮ এপ্রিল (হি.স.): এনসিপি-র সঙ্গে আছি এবং দলের সঙ্গেই থাকব। যাবতীয় জল্পনায় জল ঢেলে দিয়ে জানালেন এনসিপি নেতা অজিত পওয়ার। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অজিত পওয়ার বলেছেন, 'আমাকে নিয়ে ছড়ানো গুজবের কোনও সত্যতা নেই।' দলের প্রতি ক্ষুব্ধ অজিত পওয়ার, সোমবার থেকে মহারাষ্ট্র তথা জাতীয় রাজনীতিতে এই গুঞ্জন চলছে। কিন্তু, মঙ্গলবার সমস্ত জল্পনায় জল ঢেলে দিয়ে দিয়ে অজিত পওয়ার বলেছেন, 'আমি কোনও বিধায়কের স্বাক্ষর নিইনি। এখন সমস্ত গুজব বন্ধ করতে হবে।' অজিত পওয়ার দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, তিনি এনসিপি-তে ছিলেন এবং এনসিপি-তেই থাকবেন।

বিদ্যুৎবিহীন হরিদেবপুর, গরমে নাকাল এলাকাবাসী বিক্ষোভে পথে

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল (হি. স.) : গরমে ওষ্ঠাগত প্রাণ সাধারণ মানুষের। তার মধ্যে সোমবার রাত থেকে টানা লোডশেডিং হরিদেবপুর এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। চরম ভোগান্তির মুখে স্থানীয় বাসিন্দারা মঙ্গলবার ভোর সাড়ে পাঁচটায় হরিদেবপুর পোস্ট অফিসের সামনে রাস্তা অবরোধ করেন এলাকার লোকজন। যদিও পুলিশ এসে তাঁদের বুঝিয়ে পথ অবরোধ তুলে দেয়।

প্রচন্ড গরমে রাতেই ভোরের আলো ফোটার আগেই ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসেন কেউ কেউ। রাস্তায়, গাছের নিচে সকাল থেকে ভিড় ছোট-বড় সকলের। অভিযোগ, স্থানীয় একটি ট্রান্সফরমারে বৈদ্যুতিক গোলযোগ হয়েছে। আর তাতেই বিচ্ছিন্ন এলাকা জুড়ে বিদ্যুৎসংযোগ। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বারবার তাঁরা সিইএসসি-কে খবর দিলেও কোনও ব্যবস্থা নেয়নি।

পরে সিইএসসির পক্ষ থেকে জেনারেটর দিয়ে বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়েছে ঘরে ঘরে। কিন্তু সেটাও পর্যাপ্ত নয় বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। তাদের আশঙ্কা মঙ্গলবারও হয়তো বিদ্যুৎ আসবে না এলাকায়। ঘরে বয়স্করা রয়েছেন, রয়েছে শিশু। রোগীও রয়েছেন অনেকে। এভাবে টানা বিদ্যুৎ না থাকায় গরমে প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। যদিও এ নিয়ে সিইএসসির তরফ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

চিনের বিশেষ দূতের ঢাকায় গোপন সফরকে ভালোভাবে দেখছেন না ইসলামী চিন্তাবিদরা !

কিশোর সরকার

ঢাকা, ১৮ এপ্রিল (হি.স) : খুব গোপনীয়তার সঙ্গে গত ৬ এপ্রিল বিকালে বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রী ড় একে আবদুল মোমেনের সঙ্গে চিনের বিশেষ দূত দেং শিজুন বিশেষ বৈঠকে করেন। সঙ্গে ছিলেন ঢাকায় নবনিযুক্ত চিনা রাষ্ট্রদূত ইয়াও উয়েন এবং তার টিম। কূটনৈতিক সূত্র অবশ্য মন্ত্রীর সঙ্গে চিনা বিশেষ দূতের আলোচনার বিস্তারিত প্রকাশে এখন রাজি নয় বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রণালয়।

বিদেশ মন্ত্রণালয় সূত্র বলছে, চিনের বিশেষ দূতের বৈঠকেই বাংলাদেশের বিদেশ সচিব মাসুদ বিন মোমেন গত শনিবার বেইজিংয়ের যাওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েছিল। বুধবার (১৯ এপ্রিল) বিদেশ সচিবের ঢাকায় ফেরার কথা রয়েছে। বিদেশ সচিবের বেইজিং সফরের তথ্য নিশ্চিত করলেও সফরের কারণ নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি নয় বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা।

তবে চিনের সঙ্গে এধরণের গোপন বৈঠকে খুশি নয় বাংলাদেশের ইসলামী চিন্তাবিদরা। তাদের মতে চিন একটি অগণতান্ত্রিক এবং উইগুর প্রদেশের নিরীহ মুসলিমদের হত্যা নির্যানকারী একটি দেশ। এছাড়া শ্রীলঙ্কা সহ বিশ্বের ডজনখানেক দেশকে ঋণের ফাঁদে ফেলে দেউলিয়া করার চক্রান্ত চালাচ্ছে। বাংলাদেশের ইসলামী চিন্তাবিদদের মতে সৌদি আরব ও ইরানকে নিয়ে আমেরিকার বিরুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যে একটি বিকল্প বলয় করার চেষ্টা চালাচ্ছে চিন। তেমনি মায়ানমার ও বাংলাদেশকে নিয়ে আরএকটা বলয় করার চেষ্টা বলে মনে করছেন ইসলামী চিন্তাবিদরা। তাদের মতে চিনের সহযোগিতায় রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান কতটা সম্ভব হবে, এনিয়ে সন্ধিহান তারা। কেননা আরাকান রাজ্যে চিন সমুদ্রবন্দর করার জন্য রোহিঙ্গাদের বিতারিত করেছে, আবার সেই রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে চিন কতটা আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করবে এটাই দেখার।

এব্যাপরে বাংলাদেশ ইসলামী ঐক্য জোটের চেয়ারম্যান মিছবাহুর রহমান চৌধুরী বলেন, চিনকে বিশাস করে কোন কাজ করাটা হবে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নেওয়া। তিনি বলেন, চিন আমাদের বড় উন্নয়ন সহোযোগী হলেও উইগুর প্রদেশে নিরীহ মুসলিমদের হত্যা করছে, তাদের উপরে অমানবিক নির্যাতন চালাচ্ছে ইসলামের শত্রু এমন একটি দেশের কথায় কোন কাজ করার আগে ভালোভাবে ভাবতে হবে। গনতান্ত্রিক বিশ্ব চিনের ঋণ সন্দেহ জনক।

তিনি বলেন, শ্রীলঙ্কাকে, তাজিকিস্তান ন্যায় ডজনখানেক দেশকে দেউলিয়া বানানোর চক্রান্ত চালাচ্ছে। মাইভান্ডার দরবার শরীফের ইমাম ও বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টির চেয়ারম্যান শাহজাদা সৈয়দ সাইফুদ্দীন আহমে মাইজভান্ডারী বলেন, ভূরাজনীতিতে চিনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সব কিছু করছে তারা। চিনা ঋণে দুর্নীতিবাজদের যদি লাভ বেশি হয়, তাহলে তো চিনা ঋণের সঙ্গে দুর্নীতির সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং এই ঋণ ভবিষ্যতে নি:সন্দেহে ভোগান্তি বাড়াবে। যদিও বাংলাদেশ এখনই শ্রীলঙ্কার মতো দেউলিয়া ঝুঁকিতে নেই। তথাপি জনগণের জীবনযাত্রার ওপর ঝুঁকির মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে। চিন আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধীতা করছে। মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যার জন্য পাকিস্তানিদের আস্ত্র দিয়েছে। চিনের সঙ্গে মাখামাখি আমাদের যে ত্রিশ লাখ মানুষ শহীদ হয়েছেন তাঁদের আত্মা আমাদের অভিশাপ দিচ্ছেনা তো? চিনের গোপন আনাগোনা, নি:শব্দে যাতায়াত জনগণের ভোটের অধিকার হরণ করার ভয়ংকর বার্তা দিচ্ছেনা তো?

বাড়ছে ডাবের

● প্রথম পাতার পর

রাজ্যের প্রায় সর্বত্রই তীব্র দাবদাহের থেকে রেহাই পেতে মানুষ ডাবের জল আখের রস সহ ফলের রস পান করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। চিকিৎসকরা ও এই তীব্র দাবদাহে ডাবের জল ও ফলের রস পান করার জন্য পরামর্শ দিচ্ছেন। আবার অনেকেই ঠান্ডা পানীয় বিক্রয়ের দোকানগুলিতে ভিড় করছেন। খানিকটা স্বস্তি পাওয়ার লক্ষ্যেই মানুষের মধ্যে এই প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। দাবদাহের তীব্রতার কথা মাথায় রেখে ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছুটি ঘোষণা করেছে। কিন্তু বাড়ির ঘরেও স্বস্তিতে থাকা রীতিমতো কষ্টকর হয়ে উঠেছে। আগামী কয়েকদিনে তাপমাত্রার পারদ আরো উর্ধমুখী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে আবহাওয়া দপ্তরের খবর। বৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত স্বস্তি পাওয়ার কোন উপায় নেই। এই তীব্র গরমে নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে রাজ্যের সবকটি হাসপাতালেই রোগীর সংখ্যা ও প্রতিদিন বাড়ছে বলে খবর মিলেছে।

বৃদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

সদস্য আরও জানিয়েছেন, ওই ঘাতক গাড়ির চালকের বিরুদ্ধে পুলিশে মামলা দায়ের করা হবে।

গরমে পুড়ছে

● প্রথম পাতার পর

উন্নতি হবে। তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির নীচে নামবে। তবে আপাতত ২১ তারিখ পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি বজায় থাকবে।

উত্তরবঙ্গের মধ্যে দুই দিনাজপুর, মালদহে আপাতত তাপপ্রবাহের সতর্কতা থাকছে। বাকি দিনগুলিতে আপাতত উত্তরের জেলায় তাপপ্রবাহের কোনও সম্ভাবনা নেই। গত কয়েক দিনের গরমে কাহিল রাজ্যবাসী। চাতক পাখির মতো বৃষ্টির জন্য হা-পিত্যেশ করে বসে রয়েছেন সকলে। এই পরিস্থিতিতে কিছুটা স্বস্তি জুগিয়েছে আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস। শুক্র এবং শনিবার দক্ষিণবঙ্গের দুই মেদিনীপুরে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে। এই সময় উত্তরের ৫ জেলা দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি। এদিনও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পৌঁছে যেতে পারে ৪০.০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে।

নবজাতকের

● প্রথম পাতার পর

ব্যক্তি খোয়াই নদীতে স্নান করতে গিয়ে আবর্জনার মধ্যে এক নবজাতক শিশুর দেহ দেখতে পেয়েছেন। ওই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেছে। জল থেকে শিশুর উদ্ধার করে নিশ্চিত হন তাঁর মৃত্যু হয়েছে।তিনি আরও জানিয়েছেন, ২ -৩ মাসের পুত্র সন্তানের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়ার মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ময়না তদন্তের পর মৃত্যুর কারন খুঁজে পাওয়া যাবে। পুলিশ ওই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

ব্যপারী

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে প্রতীক, জানান তিনি। খবর পাঠানো হয় তেলিয়ামুড়া থানায়। পুলিশ গিয়ে প্রতীকের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রী উদ্ধার করেছে। তবে তাকে গ্রেপ্তার করতে পারেননি পুলিশ, জানিয়েছেন তিনি।

লেইক চৌমুহনী বাজারে খাদ্য দপ্তরের উদ্যোগে ক্রেতা বিক্রেতাদের নিয়ে সচেতনতামূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে মঙ্গলবার। ছবি নিজস্ব।

খেলাধুলা

তীব্র দাবদাহে সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটের সময়সূচিতে পরিবর্তন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিল।। সিনিয়র মহিলা রাজ্য ক্রিকেটের ক্রীড়া সূচিতে কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়েছে। খেলা শুরু হবে ২২ এপ্রিল থেকেই। তবে সেমিফাইনাল ও ফাইনাল ম্যাচ রাখা হয়েছে যথাক্রমে ২৯ ও ৩০ এপ্রিল। মূলতঃ গ্রুপ লীগ পর্যায়ের খেলা গুলি পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী প্রতিদিন দুই বেলা ম্যাচের ব্যবস্থা রাখা হলেও নতুন ক্রীড়া সূচি অনুযায়ী সাম্প্রতিক উষ্ণ আবহাওয়ার কারণে প্রতিদিন একটি করে ম্যাচ রাখা হয়েছে। খেলা শুরু হবে সকাল সাড়ে আটটা থেকে। সকাল সাড়ে আটটায় শুরু হয়ে প্রথম বেলায় ৯:৪৫-এ ১৫ মিনিটের বিরতির পর দশটা থেকে পুনরায় দ্বিতীয় সেশনের খেলা শুরু হবে। ২২ এপ্রিল টুর্নামেন্টের প্রথম দিন ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুল গ্রাউন্ডে সদর-এ খেলবে ধর্মনগর মহকুমা দলের বিরুদ্ধে। নরসিংগড়ে পঞ্চায়েত গ্রাউন্ডে বিলোনিয়া খেলবে লংতরাইভ্যালি দলের বিরুদ্ধে। নীপকো মাঠে মোহনপুর খেলবে খোয়াই-এর বিরুদ্ধে। ২৩ এপ্রিল চারটি ম্যাচ রাখা হয়েছে। পিটিএ গ্রাউন্ডে সদর-এ খেলবে বিলোনিয়ার বিরুদ্ধে। পঞ্চায়েত মাঠে ধর্মনগর খেলবে লংতরাইভ্যালির বিরুদ্ধে। নীপকো মাঠে মোহনপুর খেলবে সদর বি-র বিরুদ্ধে। ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুল গ্রাউন্ডে বিশালগড় ও সাব্রুম পরস্পরের মুখোমুখি হবে। একইভাবে ২৪, ২৬ ও ২৭ এপ্রিল গ্রুপ লীগের খেলা শেষে ২৯ এপ্রিল এমবিবি স্টেডিয়ামে ও পিটিএ গ্রাউন্ডে হবে দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ। ফাইনাল ম্যাচ রাখা হয়েছে ৩০ এপ্রিল এমবিবি স্টেডিয়ামে। উল্লেখ্য, টুর্নামেন্টের গ্রুপ এ-তে রয়েছে সদর-এ, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও লংতরাইভ্যালি; গ্রুপ বি-তে রয়েছে শান্তিরবাজার, কমলপুর ও কৈলাসহর; গ্রুপ সি-তে রয়েছে মোহনপুর, খোয়াই ও সদর-বি; গ্রুপ ডি-তে রয়েছে বিশালগড়, সাব্রুম, তেলিয়ামুড়া ও উদয়পুর। প্রতিটি গ্রুপ থেকে শীর্ষ বাছাই দল সেমিফাইনালে খেলবে।

অনূর্ধ-১৫ রাজ্য ক্রিকেটের দুটি সেমিফাইনাল আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিল।। দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ আজ। রাজ্য অনূর্ধ-১৫ ক্রিকেটের। নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে শক্তিশালী সদর 'এ' খেলবে লংতরাইভ্যালির বিরুদ্ধে এবং মোহনপুর স্কুল মাঠে সদর 'বি' খেলবে শান্তিরবাজার মহকুমার বিরুদ্ধে। শক্তির বিচারে শুভ্র পালের সদর 'এ' এবং বিশ্বজিৎ দেবের সদর 'বি' এগিয়ে থেকেই সেমিপাইনালে মাঠে নামবে। তবে দেবব্রত চৌধুরির শান্তিরবাজার এবং তপন দেবের লংতরাইভ্যালি কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে প্রস্তুত। দীর্ঘবছর পর শান্তিরবাজার এবং লংতরাইভ্যালি মহকুমা সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র অর্জন করেছে। ফলে ওই দুই মহকুমার ক্রিকেটাররা চাইছে নিজেদের সেরাটা নিংড়ে দিয়ে নির্বাচকদের নজর কেড়ে নিতে। ৪ দলের ক্রিকেটারদেরই মঙ্গলবার বিশ্রাম দেওয়া হয়। গ্রুপ লিগে সদর 'এ', 'বি' এবং শান্তিরবাজার মহকুমা অপ্রতিরোধ্য ছিলো। ৩ মহকুমাই গ্রুপের সবকটি ম্যাচে জয়লাভ করে শেষ চারে জায়গা করে নিয়েছিলো। লংতরাইভ্যালি গ্রুপের শেষ ম্যাচে ধর্মনগর মহকুমার বিরুদ্ধে পরাজিত হয়ে মানসিকভাবে কিছুটা হলেও চাপে রয়েছে। এদিকে প্রচন্ড দাবদাহের কথা মাথায় রেখে মানবিক বিচারে রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা সেমিফাইনাল ম্যাচ কিছুটা এগিয়ে দিয়েছে। দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ শুরু হবে সকাল ৮ টা থেকে।

সন্তোষ স্মৃতি এ-ডিভিশন লীগ ক্রিকেট শুরু ২রা মে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিল।। সন্তোষ মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন লীগ ক্রিকেটের ক্রীড়াসূচিও ঘোষিত হয়েছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সন্তোষ মেমোরিয়াল এ-ডিভিশন লিগ ক্রিকেট শুরু হবে ২রা মে থেকে। অংশগ্রহণকারী আটটি প্রথম ডিভিশন দলের মধ্যে খেলা হবে ২৮ টি। আট দিন তিন মাঠে একযোগে খেলার আয়োজন করা হলেও দুদিন রাখা হয়েছে দুই মাঠে খেলা। ২রা মে প্রথম দিন মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে হার্ভে ক্লাব ও চলমান সংঘ পরস্পরের মুখোমুখি হবে। এমবিবি স্টেডিয়ামে পোলস্টার খেলবে মৌচাক ক্লাবের বিরুদ্ধে। নরসিংগড়ে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব (বিসিসি) লড়বে ইউনাইটেড বি এস টি-র বিরুদ্ধে। অংশগ্রহণকারী আরও দুটো দল হলো ব্লাডমাউথ ক্লাব ও ওল্ড প্লে সেন্টার (ওপিসি)। ডে ম্যাচ, ৫০ ওভারের খেলা। ম্যাচ পরিচালিত হবে টিসিএ রুলস অনুযায়ী। একদিন অন্তর অন্তর ম্যাচের আয়োজন করা হবে। লীগের অন্তিম দিনের খেলা রাখা হয়েছে ২০ মে-তে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের অ্যাডভাইজারি টুর্নামেন্ট কমিটির কনভেনার জয়ন্ত দে ক্রীড়া সূচি ঘোষণা করেছেন।

ক্রীড়ামন্ত্রী সকাশে ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিল।। ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন কর্মকর্তাবৃন্দ পুনরায় নিজেদের কার্যক্রম শুরু করেছেন। অনুমোদিত সবকটি ক্রীড়া সংস্থাকে নিয়ে সম্মিলিত বৈঠকে বসার দুদিনের মধ্যেই ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা আজ, মঙ্গলবার রাজ্যের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়ামন্ত্রী সকাশে মিলিত হয়েছেন। রাজ্যে ক্রীড়ার মানোন্নয়ন ও প্রসারের বিভিন্ন দিক তুলে ধরার পাশাপাশি এ নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনাও করেন ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায়ের সাথে। ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রায় সকল কর্মকর্তাবৃন্দ-ই মন্ত্রী সকাশে মিলিত হয়ে ওনার গঠনমূলক আশ্বাসে কর্মকর্তারা ধন্যবাদ জানান। ত্রিপুরা অলিম্পিক সংস্থার জেনারেল সেক্রেটারি সুজিত রায় এক বিবৃতিতে এক খবর জানিয়েছেন।

ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি : জেসিসি-কে হারিয়ে বিসিসি কোয়ার্টার ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিল।। দুরন্ত জয়। শেষ বলে। শেষ বলে জয়ের জন্য দরকার ছিলো ৫ রান। দুরন্ত ব্যাট করা সাগর শর্মা ওভার বাউন্ডারি মেরে দলকে জয় এনে দেন। আসরে তৃতীয় জয় পেয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়ার আশায় রইলো বি সি সি। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটে। নরসিংগড় পুলিস ট্রেণিং আকাদেমি মাঠে মঙ্গলবার বি সি সি ৬ উইকেটে পরাজিত করে জে সি সি-কে। জে সি সি-র গড়া ১৭৪ রানের জবাবে বি সি সি ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। বিজয়ী দলের সাগর শর্মা এবং রিয়াজ উদ্দিন অর্ধশতরান করেছেন। এদিন দুপুরে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে জে সি সি নির্ধারিত ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৭৪ রান করে। দলের পক্ষে ওপেনার অণিরুদ্ধ সাহা ৪৭ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৪, শঙ্কর পাল ২৫ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩০, নিরুপম সেন ১৪ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৭ এবং জয় কিষান সাহা ১১ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করেন। দল অতরিক্ত খাতে পায় ১৩ রান। বি সি সি-র পক্ষে আনন্দ ভৌমিক (২/২৫) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে নির্ধারিত ওভারের শেষ বলে ৪ উইকেট হারিয়ে জয় ছিনিয়ে নেয় বি সি সি। দলের পক্ষে সাগর শর্মা ৫৪ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৮২ রানে এবং অনুজ পাল ৬ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রানে অপরাজিত থেকে যান। এছাড়া ওপেনার রিয়াজ উদ্দিন ৫০ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৯ রান করেন।

১ রানে রুদ্ধশ্বাস জয় পেলেও মূল পর্ব অধরা মৌচাকের

মৌচাক-১৫৮/৬ ইউবিএসটি-১৫৭/৬

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিল।। রোমাঞ্চকর ম্যাচ। শেষ পর্যন্ত ১ রানে জয় পেলো মৌচাক ক্লাব। জয় পেয়ে দুশ্চিন্তায় মৌচাক কর্তারা। শেষ পর্যন্ত কোয়ার্টার ফাইনালে যেতে পারবে কীনা তা নিয়ে দুশ্চিন্তা। আসরে দুটি ম্যাচে জয় পেলেও রান রেটে পিছিয়ে রয়েছে এমনই আশঙ্কা করছেন দলের কোচ তাপস সিনহা। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটে। এম বি বি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত রোমাঞ্চকর ম্যাচে মঙ্গলবার সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে মৌচাক ক্লাব নির্ধারিত ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ১৫৮ রান করে। ধনবীর সিং যতক্ষণ উইকেটে ছিলেন ততক্ষম মৌচাক আরও বড় স্কোর গড়ার স্বপ্ন দেখছিলেন। দুই ওপেনার শশীকান্ত বিন এবং প্রীতম দাস ওপেনিং জুটিতে ২৬ বল খেলে ৪১ রান যোগ করে দলকে বড় স্কোর গড়ার ইঙ্গিত দেন। এরপরই কিছুটা ঝন তোলার চেষ্টা করেন ধনবার সিং। ধনবীর ৩১ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৮ রান করেন। এছাড়া দলের পক্ষে ওপেনার শশীকান্ত বিন ৪৫ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৮ (অপ:), প্রীতম দাস ১৭ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩, আবীর দেবনাথ ১২ বল খেলে ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ এবং করণ দে ১১ বল খেলে ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১২ রান। ইউ বি এস টি-র পক্ষে সুজিৎ দেবনাথ (৩/২৫) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে ইউ বি এস টি নির্ধারিত ওভারে ৬ উইকেটে হাইরয়ে ১৫৭ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে ওপেনার কৃষ্ণ কমল আচার্য ৪৪ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৩, অমন সিং ২৮ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮,দেবানিক ব্যানার্জি ১৬ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২১ এবং অরূপ সিনহা রায় ১১৫ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৭ রান। মৌচাকের পক্ষে ধনবীর সিং (২/৩০) এবং স্বাত্বিক দত্ত (২/৩০) সফল বোলার।

বিক্রম, সন্দীপ, মনিশংকরের ব্যাটিংয়ে অপরাজিত গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন স্ফুলিঙ্গ

স্ফুলিঙ্গ: ২২৪/৫(২০) ব্লাডমাউথ: ৯৮/৯(১৯.৩)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিল।। লীগের শেষ ম্যাচেও জয় অব্যাহত স্ফুলিঙ্গের। বিজয় ধ্বজা উড়িয়ে রেখেই স্ফুলিঙ্গ কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে। মূল পর্বে খেলার ছাড়পত্র আগেই পেয়েছে। আজ, মঙ্গলবার পেয়েছে ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি গ্রুপ লীগে টানা ছয় ম্যাচে জয়ের স্বীকৃতি। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের গ্রুপ লীগ পর্যায়ের খেলা আজ, মঙ্গলবার শেষ হয়েছে। ২০ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার দুই মাঠে চারটি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। আজ স্ফুলিঙ্গ ১২৬ রানের বড় ব্যবধানে ব্লাডমাউথকে পরাজিত করে গ্রুপ লীগে ছয় ম্যাচের ছ-টিতেই জয়ের গৌরব অর্জন করেছে। এমবিবি স্টেডিয়ামে বেলা সোয়া একটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ব্লাডমাউথ প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিং এর সুবিধা পেয়ে স্ফুলিঙ্গ নির্ধারিত কুড়ি ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ২২৪ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে বিক্রম কুমার দাসের ৭৮ রান, সন্দীপ তোমর-এর ৫৬ রান এবং মনিশঙ্কর মূড়াসিং-এর ৫০ রান যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য বিক্রম ৫৩ বল খেলে ১১টি বাউন্ডারি ও ২টি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৭৮ রান পায়। সন্দীপ ২৩ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও ছয়টি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৫৬ রান সংগ্রহ করে ২৪৩.৪৮ স্ট্রাইকিং রেটের সুবাদে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। মনিশংকর ৫০ রান পেয়েছে ২৩ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারি মেরে। ব্লাডমাউথের স্বপন দাস ৩০ রানে দুটি উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ব্লাডমাউথ ১৯.৩ ওভার খেলে ৯৮ রানে ইনিংস গুটিয়ে নেয়। দলের পক্ষে রণদীপ পাল সর্বাধিক ২৭ রান পায়। স্ফুলিঙ্গের জয়দীপ ভট্টাচার্য, সানি সিং ও শ্রীদাম পাল প্রত্যেকে দুটি করে উইকেট পেয়েছে।

জুনেদের ৫ উইকেট, নিনাদের অর্ধশতকে টানা জয় কসমো-র

চলমান-১০৯/৯ কসমোপলিটন-১১০/৪

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিল।। কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলো আগেই। লক্ষ্য ছিলো গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচে জয় পেয়ে মনোবল বাড়িয়ে নেওয়া। চৌধুরি জুনেদ কালামের ভেলকি এবং নিনাদ কদমের অর্ধশতরানে মনোবল বাড়িয়েই শেষ আটে পৌঁছে গেলো কসমোপলিটন ক্লাব। মঙ্গলবার কসমোপলিটন ৬ উইকেটে পরাজিত করে চলমান সঙ্ঘকে। নরসিংগড় পুলিস ট্রেণিং আকাদেমি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে চলমান সঙ্ঘের গড়া ১০৯ রানের জবাবে কসমোপলিটন ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। বিজয়ী দলের চৌধুরি জুনেদ কালাম ৫ উইকেট নেন এবং নিনাদ কদম অর্ধশতরান করেছেন।সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়েই চাপে পড়ে যায় চলমান সঙ্ঘ। কসমোপলিটনের বোলারদের সাড়াশি আক্রমণের সামনে। শুরুটা চন্দন রায় এবং সৌরভ দাশ করলেও শেষটা করেন চৌধুরি জুনেদ কালাম। জুনেদের ভেলকিতে কার্যত কুপোকাৎ চলমান সঙ্ঘ। এবং নির্ধারিত ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১০৯ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে আরমান হুসেন ২৪ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩, দলনায়ক লক্ষ্মণ পাল ১৫ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২০,নবজ্যোতি দেবনাথ ১৫ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮,অমিত দাস ১৩ বল খেলে ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ এবং সুকান্ত বিশ্বাস ২২ বল খেলে ১৩রান করেন। কসমোপলিটনের পক্ষে চৌধুরি জুনেদ কালাম (৫/২০) এবং দলনায়ক পল্লব দাস (২/৩৯) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে কসমোপলিটন ১৮.২ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে নিনাদ কদম ৫৫ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৫ রানে এবং দেবপ্রসাদ সিনহা ৫ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৬ রানে অপরাজিত থেকে যান। এছাড়া দলের পক্ষে দলনায়ক পল্লব দাস ১৯ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২০ এবং অমেয়া সুমন ১৫ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্য।এ ১৭ রান করেন।

সমীরণ স্মৃতি ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি ৪টি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ কাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিল।। কোয়ার্টার ফাইনালের লাইনআপ চূড়ান্ত। ২০ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার দুই মাঠে, দুই বেলায়, দুটি করে চারটি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সেমিফাইনাল ও ফাইনাল ম্যাচ হবে যথাক্রমে ২২ ও ২৫ এপ্রিল। ইতোমধ্যে আজ, মঙ্গলবার টুর্নামেন্টের গ্রুপ লীগ পর্যায়ের ৪২ টি ম্যাচ আজ শেষ হয়েছে। লীগ পর্যায়ের দুটি গ্রুপ থেকে চারটি করে আটটি দল কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে। ২০ এপ্রিল এমবিবি স্টেডিয়ামে সকাল ন'টায় গ্রুপ-এ চ্যাম্পিয়ন স্ফুলিঙ্গ ক্লাব খেলবে গ্রুপ-বি থেকে চতুর্থ স্থান অর্জনকারী ওল্ড প্লে সেন্টার বা ওপিসি-র বিরুদ্ধে। একই স্টেডিয়ামে দুপুর সোয়া একটায় গ্রুপ-বি চ্যাম্পিয়ন ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস খেলবে বি-গ্রুপের চতুর্থ স্থান অর্জনকারী চলমান সংঘের বিরুদ্ধে। নরসিংগড়ে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে সকাল ন'টায় গ্রুপ বি-তে দ্বিতীয় শীর্ষে থাকা জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব (জেসিসি) খেলবে গ্রুপ এ-র তৃতীয় শীর্ষ স্থানাধিকারী ব্লাডমাউথ ক্লাবের বিরুদ্ধে। একই গ্রাউন্ডে দুপুর ১টায় গ্রুপ -এ থেকে দ্বিতীয় শীর্ষে থাকা কসমোপলিটন ক্লাব ও গ্রুপ বি-তে তৃতীয় স্থানাধিকারী বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব (বিসিসি) পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

WALK-IN-INTERVIEW

Date: 18/04/2023

A walk-in-interview for the engagement of 01 (one) Guest Lecturer will be held at TTAADC
Polytechnic Institute, Khumulwng, P.O. Radhapur, West Tripura on 24" April, 2023 (Monday). Interested candidates are hereby informed to report by 11:00AM positively at the
office of the Institute. The engagement will be purely on temporary basis at remuneration
(Honorarium) of Rs.500/- per class.
Subject for which Guest Lecturer(s) are required: Political Science. (To teach the course "Indian Constitution")

Essential Qualifications:

As per the New Recruitment Rules framed for Assistant Professor, Government (General)
Degree Colleges under Department of Higher Education, Government of Tripura.
Candidates are requested to bring their original certificate, documents and self-attested * photocopies of the same for further submission on that day positively, along-with an application in plain paper and a comprehensive bio-data and a passport size photograph fixed at the bio-data.
No TA/DA will be provided for attending the interview.

ICA/D-83/23

Principal-in-Charge
TTAADC Polytechnic Institute
Khumulwng, Tripura

NOTICE INVITING E-TENDER

Medical Superintendent & Head of Department, AGMC & GBP Hospital, Agartala, invites Public Tender for the execution of following work under 02 (two) bid system through e-tendering from bonafide experience, reliable, resourceful & reputed Chartered Accountant (CA) Firms having experience for e-filing TDS return under GST & Income Tax in Public Sector Undertaking/Government Sector/Autonomous Institutions/ Reputed Private Sector:

LIST OF IMPORTANT DATES IN CONNECTION WITH THE BID FOR THE WORK

Sl. No.	Details	Date & Time
1.	Name of Work	Rate contract for Hiring of Agency for e-filing TDS return under GST & Income Tax at AGMC & GBP Hospital, Agartala.
2.	Period of contract	Valid for 02 (two) years from the date of award of the rate contract. Extendable for a further period of 01 (one) year on satisfactory service.
3.	Tender Estimate Value Cost	Rs. 2,00,000/- Approx.
4.	Earnest Money Deposit (EMD)	Rs. 10,000/-
5.	Cost of Tender Document	Rs. 1,000/- (Non-refundable)
6.	Date and time of Publishing of Tender	**Date: 13. 04.2023, Time: 05:00 PM**
7.	Document download & uploaded https://tripuratenders.gov.in	Download Start Date: **Date: 13. 04.2023, Time: 05:30 PM** Download End Date: **Date: 06.05.2023, Time: 05:00 PM**
8.	Date of Pre-Bid Meeting	**Date: 24.04.2023, Time: 1:00 PM**
9.	Place of Pre-Bid Meeting	College Council Room, AGMC & GBP Hospital, Agartala.
10.	Bid Opening Date and Time	**Date: 08. 05.2023, Time: 11:00 AM**
11.	Place of opening Bids	Store & Purchase Section, O/o the Medical Superintendent & HoD, AGMC & GBP Hospital, Agartala
12.	Bid Validity	180 days from the date of publication of E– tender
13.	Officer Inviting Bids	Medical Superintendent & HoD, AGMC & GBP Hospital, Kunjaban-799006, Agartala, Tripura (W).
14.	Performance Security	3 % of Tender Estimate Value
15.	Completion period for the work	90 days

Note: - All the above mentioned time are as per clock time of e-procurement website **https://tripuratenders.gov.in**. In case the date of opening happens to be a declared holiday, then tenders shall be opened on the next working day at the same time and at the same venue. The tender document can also be seen at AGMC website **www.agmc.nic.in**. Any amendment/corrigendum to this e-tender will be published on the AGMC website **www.agmc.nic.in** & e-procurement portal website **https://tripuratenders.gov.in** only and not in print media. Bidders should regularly visit these websites to keep themselves updated.

ICA/C-168/23

Medical Superintendent & HoD
AGMC & GBP Hospital, Agartala.

SHORT NOTICE INVITING TENDER NO:- 01/SDO/IESD/STB/2023-24 DATED:- 17/ 04/ 2023

Sl. No.	DNIT No	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	LAST DATA AND TIME FOR BIDDING:	Time and Date of Opening of Tender
1	SDO / IESD / STB /01 / 2023-24	₹ 127.704.00	₹ 2556.00/-	15 Days.	Up to 3:00 PM on 26-04-2023	At 3:30 PM on 28-04-2023
2	SDO / IESD / STB /02 / 2023-24	₹ 120.866.00	₹ 2417.00	30 Days.		
3	SDO / IESD / STB /03 / 2023-24	₹ 186.975.00	₹ 3740.00	30 Days.		

Detailed Tender Notice/Forms/Terms & Conditions are available in the office of the Sub-Dsivisional Officer (E), Internal Electrification Sub-Division Santirbazar, South Tripura from 11.00AM to 4.00 P.M. during office hours on all working days specified as above.

ICA/C-163/23

Sub-Divisional Officer (E)
I. E Sub- Division, PWD
Santirbazar,South Tripura

F.1(25-17)SE/SAMAGRAIVOC/Addl Sector/2022 Dt 18-04-23
NOTICE INVITING TENDER (3 Call)

The State Project Director, Samagra Shiksha, Tripura invites 3% call of the bid through GeM portal-www.gem.gov.in vide No. GEM/2023/B/3364045 dated 18-04-2023 for selection of agency for supply of Vocational Education Lab equipment in 31 Govt. Schools of Tripura.
Last date of bid submission: 29-04-2023 till 05:00 pm.

ICA/C-171/23

(Bimbisar Bhattacharya, TCS, SSG)
State Project Director,
Samagra Shiksha,
School Education Department
Govt. of Tripura

PNIeT No: 03/EE/CCD/PWD/2023-24, Dated. 13/04/2023

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(Buiidings), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Gov't - Organization of other State & Central for the following work, Special maintenance of Secretariat Building at Kunjaban, Agartala during the year 2023-24 under CapitalComplex Division (Group-2). For Details visit website https://tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
DNIeT No: 03/DNIT/EE/CCD/PWD/2023-24
Estimated Cost: %9,72,080.66 Earnest Money: %19,442.00 and Time for completion: 120 (one hundred twenty) days
Last date & time for online Bidding: 28/04/2023 upto 3:00 PM

ICA/C-173/23

(B. Das)
Executive Engineer
Capital Complex Division, PWD(Buildings)
Kunjaban, Agartala, Tripura.

তেলিয়ামুড়ার বালুছড়া রেশন দোকানে দুর্নীতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ এপ্রিল।। রেশনিং ব্যবস্থায় বিভিন্ন দিন থেকে দুর্নীতির অভিযোগ এর ভিত্তিতে রেশন ডিলার পরিবর্তনের দাবি নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেল তেলিয়ামুড়া মহকুমাধীন ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বালুছড়া এলাকার ২২ নম্বর রেশন শপে। ঘটনার জেরে ময়দানে নামতে হলো পুলিশকেও, শেষ সংবাদ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ঘটনার জেরে গোটা এলাকায় উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজমান।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ২২ নম্বর রেশন শপটি দীর্ঘদিন ধরে পরিচালনা করছেন সঞ্জীত বিশ্বাস এবং ওনার পরিবার। আরো জানা গেছে বিগত ২০১৮ সালে এ রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর বেশকিছু রেশন শপের মালিকানা বা ডিলারশিপ পরিবর্তন হলেও জোর দাবি সত্ত্বেও বালু ছড়ার এই ২২ নম্বর রেশন শপের ডিলার বদল হয়নি, যদিও একাংশ থেকে সরাসরি অভিযোগ উঠছে স্থানীয় একাংশ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে বোঝাপড়ার ভিত্তিতেই নাকি সঞ্জীত বাবু রেশনের মধ্যে বহাল তবিয়তে রয়েছেন। এদিকে এলাকাবাসী অর্থাৎ সাধারণ ভোক্তাদের অভিযোগ হচ্ছে দীর্ঘদিন রেশম শপ পরিচালনা করার ফলে রেশন শপের মধ্যে নিরন্তর ভাবে দুর্নীতি করে চলেছেন সঞ্জিতবাবু, দপ্তরের নির্দেশকে তোয়াক্কা না করে সময় মত দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহ না করার অভিযোগ রয়েছে সংশ্লিষ্ট রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে। দিনের পর দিন অভিযোগগুলো পুঞ্জিভূত হতে থাকলেও চতুর রেশন ডিলার সঞ্জীত বাবু নাকি একাংশ মাতব্বরদের সাথে গোপন বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে নিজের দূর অভিসন্ধীমূলক কার্যকলাপ বহাল তবিয়তে জারি রেখেছেন। আজ স্থানীয় বাসিন্দারা সম্মিলিতভাবে রেশন শপে গিয়ে হামলে পড়েন এবং জোরপূর্বক রেশন ডিলার সঞ্জিত বিশ্বাসকে সাদা কাগজে স্বাক্ষর করার জন্য বলতে থাকেন। সেই সময় স্থানীয়দের সাথে রেশন ডিলার এবং উনার পরিবারের সদস্যদের হাতাহাতির মত ঘটনাও সংঘটিত হয়। একটা সময় গোটা ঘটনা সম্পর্কে অবগত হয়ে তেলিয়ামুড়া থেকে পুলিশকেও ছুটে যেতে হয়েছে ঘটনাস্থলে। আমাদের সাথে কথা বলার সময় স্থানীয়দের অভিযোগ হচ্ছে, দীর্ঘদিন ধরে অনৈতিকভাবে বা সরকারি নিয়ম নীতিকে তোয়াক্কা না করে রেশন সব পরিচালনা করলেও ২২ নম্বর রেশন শপের ডিলার সঞ্জীত বাবু একাংশ স্থানীয় নেতৃত্বদের ম্যানেজ করে রেশনে রয়ে গেছেন যার ফল ভোগ করতে হচ্ছে স্থানীয় ভোক্তাদের। তবে এবার স্থানীয় ভোক্তা সাধারণের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ায়, তারা এবার দাবী করছেন যেন তেনও প্রকারে সঞ্জীত বাবুকে রেশম শপ থেকে বিতাড়িত করতে হবে। এদিকে গোটা বিষয় নিয়ে সংশ্লিষ্ট রেশন ডিলারের দাবি হচ্ছে যদি পঞ্চায়েত, সরকার কিংবা প্রশাসন ওনাকে রেশন শপ থেকে সরিয়ে দেন তাহলে তিনি নির্বিবাদে রেশন ত্যাগ করবেন।

অন্যদিকে, ওই রেশন ডিলার সঞ্জিত বিশ্বাস আরো অভিযোগ করেছেন ওনার এবং উনার পরিবারের পুরুষ মহিলাদের পর সম্মিলিতভাবে দৈহিক আক্রমণ সংগঠিত করা হয়েছে। যদিও পুলিশের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে মারামারির মতো কোনো ঘটনা ঘটেনি। পুলিশের বক্তব্য উভয় পক্ষের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ বাদ-বিতণ্ডা চলে। এই খবর পেয়ে পুলিশ ছুটে আসে ঘটনাস্থলে। পরে পুলিশের মধ্যস্থতায় এলাকাবাসীরা এ বিষয়ে তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসকের দরবারে যাওয়ার সিদ্ধান্তে পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে। অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ সবকিছু মিলিয়ে এটুকু বলা চলে তেলিয়ামুড়া মহকুমার অন্তর্গত ২২ নম্বর রেশন শপ নিয়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য এবং উত্তেজনাকর ছড়িয়ে পড়েছে গোটা বালু ছড়া এলাকায়।

মাধ্যমিক পরীক্ষা শান্তিপূর্ণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিল।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় আজ ছিল মাধ্যমিক নতুন সিলেবাসের অপশন্যাল ষষ্ঠ সাবজেক্ট ল্যাঙ্গয়েজ / ভোকেশন্যাল মাদ্রাসা আলিম এর থিওলজি তফসির এবং হাডিথ পরীক্ষা। ত্রিপুরা মাধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে জানানো হয়েছে রাজ্যের সবকয়টি মাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্রের অবস্থা শান্তিপূর্ণ ছিল। আজকে মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা আলিম পরীক্ষার শেষ দিনে অসদুপায় অবলম্বন করার জন্য কোনো পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করার সংবাদ পাওয়া যায়নি। আজ মাধ্যমিক নতুন সিলেবাসের অপশন্যাল সি'থ সাবজেক্ট ল্যাঙ্গয়েজ / ভোকেশন্যাল ও মাদ্রাসা আলিম নতুন সিলেবাসের থিওলজি তফসির এবং হাডিথ পরীক্ষায় ৪, ৯২৩ জন পরীক্ষার্থী ছিল। তার মধ্যে ছাত্র ২,৩৩১ ও ছাত্রী ২,৫৯২ জন। সারা রাজ্যে পরীক্ষায় বসেছিল ৪,৮৪৫ জন পরীক্ষার্থী। তার মধ্যে ছাত্র ২,২৮৫ ও ছাত্রী ২, ৫৬০ জন। অনুপস্থিতির সংখ্যা ছাত্র ৪৬ ও ছাত্রী ৩২ জন। ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতির শতকরা হার ৯৮.৪২ শতাংশ।

রাজ্যে তীব দাবদাহ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত বন্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিল।। সারা রাজ্যে তীব দাবদাহের জন্য আগামী ১৯ এপ্রিল থেকে ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে শিশু, গর্ভবতী মহিলা এবং স্তন্যদাত্রী মায়েদের স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে বন্ধের দিনগুলিতে শিশুদের পুষ্টির যেন অভাব না হয় তার জন্য রান্না করা খাবারের পরিবর্তে খাদ্যসামগ্রী সুবিধাভোগীদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। এর মধ্যে রয়েছে ৬ মাস থেকে ৬ বছর পর্যন্ত শিশু, গর্ভবতী মহিলা এবং স্তন্যদাত্রী মায়েরা। সুবিধাভোগীদের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে যেতে হবেনা।

মঙ্গলবার আইজিএম হাসপাতালে ডক্টর এসোসিয়েশনের রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার (ডাঃ) মানিক সাহা। ছবি নিজস্ব।

বিলোনীয়ায় ডক্টর এসোসিয়েশনের উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৮ এপ্রিল।। অল ত্রিপুরা গভরমেন্ট ডক্টর অ্যাসোসিয়েশন এবং জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির যৌথ উদ্যোগে দক্ষিণ জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় এক মেগা রক্তদান শিবির। অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ জেলা পরিষদের মাননীয় সভানেত্রী শ্রীমতি কাকলি দাস দত্ত। উপস্থিত ছিলেন বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ার পারসন শ্রী নিখিল চন্দ্র গোপ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিভাগের স্থায়ী কমিটির প্রেসিডেন্ট শ্রী অনুপম চক্রবর্তী, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা: সুব্রত দাস, জেলা হাসপাতালের মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট ডা: জনি রিয়াং, বিলোনিয়া মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা: বিমল কলই সহ অন্যান্য অতিথিগন। অল ত্রিপুরা গভরমেন্ট ডক্টর অ্যাসোসিয়েশনের দক্ষিণ জেলা কমিটির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সেক্রেটারি ডা: অজয় বিশ্বাস, জয়েন্ট সেক্রেটারি ডা: দেবজ্যোতি মজুমদার এবং অর্গানাইজিং সেক্রেটারি ডা: মনীষ চৌধুরী। উক্ত রক্তদান শিবিরে মোট ৮৫ জন স্বেচ্ছায় রক্ত দান করে। দক্ষিণ জেলার বিভিন্ন হাসপাতালের ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী এবং জেলার বিএসএফ জোয়ানরাও রক্তদানে এগিয়ে আসে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আহবানে ও এটিজিডিএ''র ডাকে সারা দিয়ে দক্ষিণ ত্রিপুরার এই রক্তদান শিবির আগামীতে বিশেষ ভাবে আমাদের পথ দেখাবে ও অনুপ্রাণিত করবে বলে আশা করা যায়।

খোয়াইয়ের রামচন্দ্রঘাটে টিএসআরে উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিল।। মঙ্গলবার খোয়াই রামচন্দ্র ঘাটস্থিত টিএসআর ষষ্ঠ ব্যাটেলিয়ানের প্রধান কার্যালয়ে সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রামের অঙ্গ হিসাবে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়।সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়ে স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে আসেন বাহিনীর জওয়ানরা। রক্তদান শিবিরের সূচনা করেন ব্যাটেলিয়ানের কমান্ডেন্ট জয়ন্ত চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি কমান্ডেন ডেবিট চৌধুরী, ডক্টর সুপ্রিয়া দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। বাহিনীর কমান্ডেন্ট জয়ন্ত চক্রবর্তী বলেন, টিএস আর জওয়ানরা শুধু মানুষের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা প্রদান করে না। সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময় সমাজের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন রাজ্য পুলিশের দেড়শ বছর পূর্তি দিবস এবং আজাদীকা অমৃত মহোৎসব এই দুটি অনুষ্ঠানকে রক্তদানের মাধ্যমে উদযাপন করা হচ্ছে। বাহিনীর মোট ৬১ জন জওয়ান স্বেচ্ছায় রক্ত দান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন স্কুলের কচিকাঁচাদের হাতে শিক্ষণ সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

ঈদ উৎসব উপলক্ষে চাহিদা বাড়ল সেমাইয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিল।। আগামী ২১ কিংবা ২২ এপ্রিল মুসলিম ধর্মালম্বীদের প্রধান উৎসব ঈদ। ঈদ উৎসবকে কেন্দ্র করে রাজ্যে সেমাইয়ের চাহিদা তুঙ্গে। চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কারখানায় উৎপাদনও বৃদ্ধি করা হয়েছে। মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের প্রধান উৎসব ঈদ। একমাস রোজা পালনের পর আগামী ২১ কিংবা ২২ এপ্রিল চাঁদ দেখা গেলেই অনুষ্ঠিত হবে ঈদ উৎসব। ঈদ উৎসবকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘু মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ইতিমধ্যেই আনন্দ উল্লাসের জোয়ার পরিলক্ষিত হচ্ছে। বাজার হাটে কাপড় ফল সহ বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করতে ভিড় করছেন মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা। ঈদ উৎসবে প্রতি বছরই সেমাইয়ের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এ বছরও তার ব্যতিক্রম নয়। বরং অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর সেমাইয়ের চাহিদা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সামাই তৈরীর কারখানায় এখন চলেছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সামায় তৈরির কাজ। দিন রাত কাজ করছেন শ্রমিকরা। বাজারে যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে বলে সেমাই তৈরির কারখানার এক কর্মী জানিয়েছেন। তিনি জানান বছরের সব সময়ই সেমাই তৈরি করা হয় তবে ঈদ উৎসব উপলক্ষে চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রতিবছরই এই সময়ে সেমাইয়ার কারখানায় উৎপাদন কয়েক গুণ বৃদ্ধি পায়।

ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত কৈলাসহরের টিলাবাজার মাদ্রাসা মাঠে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিল।। রমজান মাসে বস্ত্র দান ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হলো কৈলাসহরের টিলাবাজার মাদ্রাসা মাঠে। গরিব পরিবারের লোকজনদের হাতে এদিন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। কৈলাশহর টিলা বাজার মাদ্রাসা মাঠে অনুষ্ঠিত হয় গিয়াস ফুটবল একাডেমীর উদোগে বস্ত্র দান ও ইফতার মাহফিল। অনুষ্ঠানে ৩৫০ জন অসহায় গরীব মানুষকে বস্ত্র দান করা হয়। ৫০০ মানুষকে ইফতার করানো হয়। এই মহতী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গিয়াস ফুটবল একাডেমীর সভাপতি গিয়াসউদ্দিন লাভলু। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সান্তনা চাকমা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক মবসর আলী ,কৈলাশহর পুর পরিষদের চেয়ারপারসন চপলা দেব রায়,, কৈলাসহর ফুটবল অ্যাসোয়েশনের সভাপতি অরুন সাহা, বিশিষ্ট সমাজসেবী সিদ্ধার্থ দত্ত, টিলা বাজার ফাজিল মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা আমিন আলী আল জলিল, বিশিষ্ট সমাজসেবী আখতারুল হোসেন বাবুল সহ বিভিন্ন সামাজিক সংস্থার কর্মকর্তাগণ। গত বছর গিয়াসউদ্দিন লাভলু পবিত্র রমজান মাসে বস্ত্র দান করেছিলেন নিজ বাড়িতে। কিন্তু এবার টিলা বাজার মাদ্রাসা মাঠে রাজ্যের মন্ত্রীর উপস্থিতিতে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বস্ত্র দান এবং ইফতার মাহফিলের আয়োজন করেন।

কংগ্রেস সাংসদ কার্তি চিদম্বরমের ১১ কোটির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল ইডি

বেঙ্গালুরু, ১৮ এপ্রিল(হি.স.) : আইএনএক্স মিডিয়া অর্থ তছরুপ মামলায় প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী পি. চিদম্বরমের ছেলে তথা কংগ্রেস সাংসদ কার্তি চিদম্বরমের ১১ কোটির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল ইডি। মঙ্গলবারই এই সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। যার মধ্যে একটি অস্থাবর সম্পত্তিও রয়েছে।

ইডি সূত্রে খবর, তামিলনাড়ুর শিবগঙ্গার কংগ্রেস সাংসদ কার্তি চিদম্বরমের মোট ১১.৪ কোটি টাকার চারটি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। যার মধ্যে কর্নাটকের কুর্গ জেলার একটি স্থাবর সম্পত্তি রয়েছে। অর্থ তছরুপ আইনের অধীনেই কার্তি চিদম্বরমের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে ইডি-র তরফে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে।প্রসঙ্গত, আইএনএক্স মিডিয়া অর্থ তছরুপ মামলায় প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীর ছেলে কার্তি চিদম্বরমকে আগেই গ্রেফতার হয়েছিলেন। সিবিআই এবং ইডি পৃথকভাবে কংগ্রেস সাংসদকে গ্রেফতার করেছিল। ইউপিএ জমানায় পি. চিদম্বরম মন্ত্রী থাকাকালীন সময়েই কার্তি চিদম্বরম আইএনএক্স মিডিয়ায় অর্থ তছরুপ করেছিন বলে অভিযোগ।

নেশা মুক্তি নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত খয়েরপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিল।। ওল্ড আগরতলা আর ডি ব্লকের উদ্যোগে মঙ্গলবার গীতবিতান কমিউনিটি হলঘরে অনুষ্ঠিত হয় নেশা মুক্তি নিয়ে আলোচনা সভা। উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ শীল , ওল্ড আগরতলা আর ডি ব্লকের বিডিও সহ অন্যান্যরা। এদিন উপস্থিত দর্শকদের নিয়ে একটি ক্যুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সঠিক উত্তর দাতা জিতে নেন পুরস্কার। চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ শীল বলেন নেশাকে সমাজের মূল থেকে উৎপাটের জন্য কারবারীদের সম্পর্কে সমস্ত তথ্য পুলিশ — প্রশাসনকে দিতে হবে। আর যারা নেশায় আশক্ত তাদের মারপিট করে নয়। সহায়তা নিয়ে তাদের সুস্থ করে তোলার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে সমাজকেই।

উত্তরপ্রদেশে কোনও মাফিয়া আর শিল্পপতিদের হুমকি দিতে পারবে না : যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ১৮ এপ্রিল (হি.স.): "উত্তরপ্রদেশে কোনও মাফিয়া আর শিল্পপতিদের হুমকি দিতে পারবে না।" একের পর এক এনকাউন্টারের ঘটনায় এই মুহূর্তে দেশজুড়ে আলোচনা কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ সরকার। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার মুখ খুলে একথা বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।যোগী বলেন, "উত্তরপ্রদেশে কোনও মাফিয়া আর শিল্পপতিদের হুমকি দিতে পারবে না। ২০১৭ সালে বিজেপি উত্তরপ্রদেশে ক্ষমতায় আসার আগে উত্তরপ্রদেশ দাঙ্গার জন্য কুখ্যাত ছিল। অনেক জেলার নাম শুনলেই মানুষ ভয় পেতেন। এখন ভয় পাওয়ার প্রয়োজন নেই।"উল্লেখ্য, মাফিয়াদের বিরুদ্ধে 'জিরো-টলারেন্স' নীতি নিয়েছে যোগী সরকার। যোগী আদিত্যনাথ সরকারের আমলে গত ৬ বছরে উত্তরপ্রদেশে ১০,৭১৩ এনকাউন্টার হয়েছে। এতে ১৮৩ জন অভিযুক্ত নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ৪,৯১১ জন। অর্থাৎ, গত ৬ বছরে যোগীরাজে উত্তরপ্রদেশে গড়ে ১৩ দিনে অন্তত এক জন করে অভিযুক্ত এনকাউন্টারে নিহত হয়েছেন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এনকাউন্টারে নিহতরা সকলেই গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত ছিলেন।

মে মাসের শেষের দিকে রাজ্যে প্রবেশ করবে বর্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিল।। ১৪ ও ১৫ এপ্রিল এই বছরের মধ্যে সর্বাধিক তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩৯.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। রাজ্যের ইতিহাসে ২০১৪ সালে সর্বাধিক তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল ৩৯.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আগামী আরও তিন দিন তাপমাত্রা ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৩৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকতে পারে। আগামি চার পাচ দিনের মধ্যে হাল্কা বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মে মাসের শেষের দিকে রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে বর্ষা। এক সাক্ষাৎকারে এমনটা জানান বিমান বন্দরস্থিত আবহাওয়া দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা তথা বিজ্ঞানী নাহুস কুলকার্নি।

৫ দফা দাবীতে পুলিশ মহানির্দেশককে ডেপুটেশন ত্রিপুরা পিপলস পার্টির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিল।। ত্রিপুরা পিপলস পার্টি, সি পি আই এম এল লিবারেশন ও গণমঞ্চ-র যৌথ উদ্যোগে মঙ্গলবার রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। অভিযোগ মূলত নির্বাচনের ফলাফলের পর সারা রাজ্যে সন্ত্রাসের যে বাতাবরণ চলছে তাকে প্রতিহত করার জন্যই ৫ দফা দাবি নিয়ে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশকের নিকটে ডেপুটেশন প্রদান। দাবীর মধ্যে রয়েছে হামলার ঘটনা অবিলম্বে বন্ধ করা, আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ, ক্ষতিগ্রস্থদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের মত দাবী। তাদের বক্তব্য মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে ছিলেন পরিচ্ছন্ন ভোট হবে। সেই মোতাবেক ভোট পর্ব সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু এর পরবর্তী অবস্থা দুর্বিষহ বলে দাবী করেন তারা।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পিযুষ গোয়েলের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিল।। আজ নতুন দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য,গণবন্টন, উপভোক্তা বিষয়ক,বাণিজ্য, শিল্প এবং বস্ত্র দপ্তরের মন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের সাথে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার করে মিলিত হন রাজ্যের খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধরী। শ্রী চৌধুরী বাংলাত্তনববর্ষের শুভেচ্ছা জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে। এবং রাজ্যের খাদ্য ত্ত জনসংভরণ ও ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিষয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সামনে বিস্তারিতভাবে তোলে ধরেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উনার দপ্তরের তরফ থেকে নিকট ভবিষ্যতে সকল ধরণের সাহায্য-সহযোগিতা করার আশ্বাস প্রদান করেন।

মেধা অন্বেষার নয়া কমিটি গঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিল।। মেধা অন্বেষার পক্ষ থেকে নয়া কমিটি গঠন করা হয়। পাশাপাশি মঙ্গলবার বিশালগড়ের বিধায়ক সুশান্ত দেবকে মেধা অন্বেষার পক্ষ থেকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। আগরতলা প্রেস ক্লাবে হয় এই দিনের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটি। বিধায়ক সুশান্ত দেব জানান, মেধা অন্বেষা আজকের দিনে যেভাবে দায়বদ্ধতা সাথে এগিয়ে চলেছে, আগামী দিনেও অব্যাহত রাখবে। এ ধরনের দায়িত্ব পালন অত্যন্ত প্রশংসনীয় বলে জানান বিধায়ক।

তপশিলী উপজাতিদের উৎপাদিত পণ্যের প্রচার প্রসার প্রয়োজন ঃ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা

ইম্ফল, ১৮ এপ্রিল।।কেন্দ্রীয় আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা ভারত সরকারের উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রকের নতুন কেন্দ্রীয় সেক্টর স্কিম 'উত্তর-পূর্ব অঞ্চল থেকে উপজাতিদের পণ্যের প্রচারের জন্য বিপণন এবং লজিস্টিকস ডেভেলপমেন্ট সুবিধার জন্য চালু করেছে। উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের উপজাতিরা আজ এমএসএফডিএসঅডিটোরিয়ামে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন. বীরেন সিং এবং অন্যান্য বিশিষ্টজনের উপস্থিতিতে।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা বলেন "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রক ট্রাইফেডের মাধ্যমে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে আদিবাসীদের বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান রেখে ব্যক্তিদের স্ব-কর্মসংস্থান এবং স্বনির্ভর হতে ক্ষমতায়ন করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গি হল পূর্ব দিকে তাকানো। উন্নয়নে ফোকাস করা এবং উপজাতি উদ্যোক্তাদের জীবিকা বাড়াতে এবং অন্তহীন ব্যবসার সুযোগ তৈরি করতে উপজাতিদের পণ্যের প্রচার করা। যেহেতু এই অঞ্চলটি সাংবিধানিকভাবে একটি উপজাতিদের অঞ্চল, তাই উপজাতি সম্প্রদায়গুলির ঐতিহ্যকে বোঝা অপরিহার্য। প্রধানমন্ত্রী যেমন অনন্য উপজাতিদের পণ্যের প্রচারের জন্য "এক জেলা, এক পণ্য"-এর জন্য একটি জাতীয় কর্মসূচির উপর বারবার জোর দিয়েছেন, তেমনি এই পণ্যগুলির সম্পূর্ণ প্রচার নিশ্চিত করতে রাজ্য সরকার এবং সংস্থাগুলির সাথে সহযোগিতা করবে। টিমওয়ার্ক এই পণ্যগুলির জন্য সমাধান এবং মূল্য সংযোজন প্রদান করে। উত্তর-পূর্ব অঞ্চল সর্বদা প্রতিটি ক্ষেত্রে অপার সম্ভাবনার অধিকারী হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।